ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 6 August 2021 ■ আগরতলা ৬ আগস্ট, ২০২১ ইং ■ ২০ শ্রাবণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

হইচই থামছেই না, পেগাসাস ইস্যুতে উত্তাল হল সংসদ

তথ্যপ্রযুক্তি আইনে মামলা করলেন না কেন, পিটিশনারদের প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (হি.স.)।। বিরোধী সাংসদদের স্লোগান, হইচই থামছেই না সংসদে। পেগাসাস-সহ অন্যান্য ইস্যুতে বৃহস্পতিবারও উত্তাল হল সংসদের উভয়কক্ষ। বৃহস্পতিবার অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকেই পেগাসাস-সহ নানা ইস্যুতে রাজ্যসভা ও লোকসভায় সরব হন বিরোধী সাংসদরা। তুমুল হইচইয়ের কারণে প্রথমে দুপুর বারোটা পর্যন্ত মুলতবি করে দেওয়া হয় লোকসভার অধিবেশন। দুপুর বারোটার পর অধিবেশন শুরু হলেও, একইভাবে স্লোগান দিতে থাকেন বিরোধী সাংসদরা। তাই দুপুর দু"টো পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয় লোকসভার অধিবেশন। এরপর বিকেল চারটে, তারপর বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয় লোকসভার অধিবেশন।

লোকসভার পাশাপাশি এদিন রাজ্যসভাতেও ব্যাপক হইচই করেন বিরোধী দলের সাংসদরা। প্রথমে দুপুর দু"টো পর্যন্ত রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু। তারপর ৩.৪০ মিনিট পর্যন্ত, তারপর অধিবেশন শুরু হলেও হইচই চলতে থাকে, তাই ৬ আগস্ট (শুক্রবার) বেলা এগারোটা পর্যন্ত রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়।

এদিকে, পেগাসাস কাণ্ড নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলাকারীদের আবেদনের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার শুনানি হয় শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতি এনভি রামানা ও বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চে। ৯টি পিটিশনের ভিত্তিতে শুনানি পর্ব চলার সময়, সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, পেগাসাস স্পাইওয়্যার নিয়ে মিডিয়ায় যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তা সত্যি হলে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ। সেই সঙ্গে শীর্ষ আদালতের বিচারপতিরা মামলাকারীদের প্রশ্ন করেছেন, ফোনে আড়ি পাতার ঘটনা যদি সত্যি হয় তাহলে তথ্যপ্রযুক্তি আইন ও টেলিগ্রাফ অ্যাক্টে মামলা দায়ের করা হল না কেন। শীর্ষ আদালতে আজ এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে শুনানি চলেছে। দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফেও বক্তব্য শোনার প্রয়োজন রয়েছে।

পেগাসাস ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টে যাঁরা পিটিশন দাখিল করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আইনজীবী মনোহর লাল শর্মা। দ্বিতীয় আবেদনকারী সিপিএমের রাজ্যসভার সাংসদ জন ব্রিটাস। তাছাড়া সাংবাদিক এন রাম ও শশী কুমারও রয়েছেন আবেদনকারীদের তালিকায়। সাংবাদিক পরাঞ্জয় গুহ ঠাকুরতা, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অসফল ছাত্রছাত্রীদের নম্বর রিভিউর উদ্যোগ পর্ষদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট।। গোটা রাজ্যে যখন মাধ্যমিক ও দ্বাদশের ফলাফল নিয়ে অসন্তোষের আগুন জ্বলছে তখন রাজ্য সরকারের নির্দেশে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরীক্ষায় অসফল ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্বস্তির সংবাদ দিল। অসফল ছাত্রছাত্রীদের নম্বর রিভিউ করার জন্য সংশ্লিষ্ট স্কুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের পর্ষদের অফিস থেকে রিভিউ ভ্যারিফিকেশন করার জন্য বলেছে পর্ষদ।

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে পর্ষদের অনুমোদিত সকল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষিকাদের জানানো হয়েছে যে, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত ২০২১ সালের উচ্চতর মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ফাজিল এবং মাদ্রাসা আলিম পরীক্ষার সকল পরীক্ষার্থীদের মার্কশিট ও সার্টিফিকেট আগামী ৭ আগস্ট, ২০২১ পূর্বঘোষিত বিতরণ কেন্দ্র থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংশোধনাগারে গুরুতর অসুস্থ বিচারাধীন বন্দি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট।। চুরি কাণ্ডে জড়িত এক আসামি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার এর ভেতরে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এম্বুলেন্সে করে তাকে আনা হয় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর সেখান থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে রেফার করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। ভানু দেবনাথ নামে এক যুবক চুরি কাণ্ডে অভিযুক্ত হয়ে গ্রেফতার হয়েছিল। তাকে আদালত থেকে বিশালগড়স্থিত কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে পাঠানো হয়।

সেখানে এসে বেশ কিছুদিন যাবৎ রয়েছে। কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার এর ভিতরে সে গুরুতর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে প্রতারকের খপ্পরে পড়ল যুবতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট।। মায়ের সঙ্গে অভিমান করে কাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয় রেলে করে যাওয়ার পথে এক প্রতারক যুবকের খপ্পরে পড়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক যুবতী। প্রতারক যুবক তার কাছ থেকে নগদ টাকা সোনার চেইন এবং মোবাইল ফোন হাতিয়ে নিয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।রেল স্টেশনে প্রতারকের খপ্পরে পড়ে এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যুবতী অবশেষে থানায় আশ্রয় নিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় গত শুক্রবার আমতলী থানাধীন কাঞ্চনমালা মুসলিম পাড়া এলাকার ফাতেমা খাতুন এর২১ বছর বয়সি মামনি বেগম তার মার সাথে ঝগড়া করে অভিমান করে আগরতলা রেল স্টেশনে গিয়ে রেলে বহি রাজ্য যাবার জন্য গেলে বিলোনিয়া রাজনগর এলাকার সুব্রত শীল নামে এক প্রতারকের খপ্পরে পড়ে। মামনি বেগম নামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যুবতীটির কাছ থেকে প্রতারক স্বর্ণালঙ্কারসহ নগদ ২ হাজার টাকা এবং মোবাইল ছিনিয়ে নেয়।

যুবতীকে বলা হয় চেন্নাইয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে কাজ দেওয়া হবে।পরবর্তী সময়ে রেলে যাবার সময় বিহারের কিশান গঞ্জ রেল স্টেশনে গেলে অন্যান্য যাত্রীরা প্রতারণার বিষয়টি আঁচ করতে পারেন। তখনই মেয়েটি যাত্রীদের সাহায্য নিলে স্টেশনের যাত্রীরা প্রতারক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাচার বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে বক্সনগর বাজারে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৫ আগস্ট।। অবৈধ ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে দুই পার্টির মধ্যে হয় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। এ ঘটনায় মোট ছয়জন আহত হয়।এর মধ্যে গুরুতর ভাবে আহত হন আনোয়ার হোসেন(২৮) ও সালমান হোসেন (২২) নামে দুই যুবক।তারা বর্তমানে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় বৃহস্পতিবার সকাল ১১ ঘটিকার সময় বক্সনগর বাজারে দশমি ঘাটের সামনেই হয় সংঘর্ষ। মধ্যবক্সনগর পশ্চিমপাড়া এলাকার হাবিল মিয়ার ছেলে জুয়েল মিয়া ও সমীর মিয়া নামে দুই যুবক প্রথমে বাইকে করে বক্সনগর বাজারের দিকে আসতেই বক্সনগর পঞ্চায়েত এলাকার আনোয়ার হোসেন নামে এক যুবক রাস্তার মধ্যে জুয়েল ও সমীরকে বাইক থেকে নামিয়ে প্রকাশ্যে চড়,থাপ্পড় ও লাঠি দিয়ে আঘাত করে।

পরবর্তী সময়ে জুয়েল ও সমীর এই ঘটনাটি তাদের এলাকায় জানালে দুই পরিবারের থেকে ১০ থেকে ১৫ জনের একটি টিম এসে পুনরায় আনোয়ারকে বাজারে প্রকাশ্যে লাঠি, রড দিয়ে মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেয়। তারপর এই ঘটনা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। দুই পক্ষ থেকে পরিবারের লোকজন দা,রট, ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসে। দুই পক্ষের মধ্যে হয় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ।একে অপরের উপর হামলা চালায়।এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে মোট ছয়জন রক্তাক্ত হয়। এরমধ্যে বেশি রক্তাক্ত হয় আনোয়ার হোসেন ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রদ্যুতের সাথে কুনাল ঘোষের সাক্ষাৎ ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট।। আসন্ন ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের নেতৃত্বাধীন তিপরা মথা দলের নির্বাচনী আঁতাত গঠনের বিষয়টি খুবই প্রাসঙ্গিক বিষয় হয়ে উঠেছে। প্রদ্যুৎ কিশোরের সঙ্গে কুণাল ঘোষের সাক্ষাৎ করার বিষয়টি খুবই ইঙ্গিতবহ বলেও মনে করা হচ্ছে।পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র কুনাল ঘোষ দেখা করলেন তিপরা মথার চেয়ারম্যান মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের সঙ্গে।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কুনাল ঘোষ জানালেন, মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন এবং কুণাল ঘোষ দুজনেই বন্ধু। অনেক আগে থেকে দুজন দুজনকে চেনেন।তাই দেখা করতে আসলেন মহারাজের সঙ্গে। মহারাজকে দুটো বই উপহার দিলেন কুনাল ঘোষ। পরবর্তী সময়ে মহারাজ জানালেন তাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অনেক আগে থেকেই।

বন্ধুত্ব নিয়ে কথা হয়েছে। রাজনীতি নিয়ে কথা হয়নি। ত্রিপুরা পলিটিক্যাল ইস্যু নিয়ে কথা হয়েছে। প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপাত্র সাংবাদিক কুনাল ঘোষের সাক্ষাতের বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। রাজনৈতিক বিষয়ে তাদের মধ্যে তেমন কোনো আলোচনা হয়নি বলে জানানো হলেও বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের সঙ্গে কুণাল ঘোষের এই সাক্ষাৎ খুবই ইঙ্গিতবহ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

বেতাগায় স্কুটি দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত তিনজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৫ আগস্ট।। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বেতাগা সাইনবোর্ড এলাকায় জাতীয় সড়কে যান দুর্ঘটনায় আহত তিনজন।

ঘটনার বিবরনে জানাযায় বৃহস্পতিবার বিকেলবেলায় বেতাগা সাইনবোর্ড এলাকার বাসিন্দা কুমকুম বৈদ্য শান্তির বাজারথেকে কাজসেরে গাড়ীকরে বেতাগা সাইনবোর্ড এলাকায় গিয়ে গাড়ী থেকে নামার পথে টি আর ০৮ ডি ৫৩৯০ নাম্বারের স্কুটি মহিলাকে পিছন থেকে সজোরে ধাক্কাদেয়। এতে করে মহিলা ও স্কুটিতে থাকা দুই যুবক জাতীয় সড়কে ছিটকে পরেযায়।

জাতীয় সড়কে পরে তিনজন গুরুতর আহত হয়। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আহতদের চিকিৎসার জন্য শান্তির বাজার জেলা হাসাপাতালে প্রেরন করে। বাইকে থাকা দুই যুবকের পরিচয় জানাযায় কিষান দেবনাথ (২০) ও অপরএকজন হলো সুজন ভৌমিক (২১)। দুজনের বাড়ী বেতাগা পূর্ব পাড়া বলে জানা যায়। এই দুর্ঘটনাসম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমের সামনে নিজ পতিক্রিয়া তুলেধরেন এলাকার এক ব্যক্তি।

প্রধান শিক্ষক বদলীর প্রতিবাদে স্কুলে তালা দিল ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৫ আগস্ট।। প্রধান শিক্ষকদের বদলি আটকাতে স্কুলে তালা ঝোলালো পড়ুয়ারা। ঘটনা বিশালগড় পূর্ব গকুলনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে। পূর্ব গকুলনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়েৰ প্রধান শিক্ষক সুবীর চৌহান কে বদলি করা হয়।

আর সেই বদলি বন্ধ করার জন্য দাবি জানিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ের সামনে মূল গেটে তালা ঝুলিয়ে আন্দোলনে নামে বৃহস্পতিবার সকাল বেলা থেকে তাদের দাবি সেই শিক্ষক কে বিদ্যালয় রাখতে হবে। যদিও বিশালগড় বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা তাদের সাথে আলোচনা করে তাতেও সুরাহা হয়নি।

যার পরিপ্রেক্ষিতের ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনে শামিল হয়ে থাকে যদিও গত সোমবার আগরতলা সাব্রুম মূল সড়ক অবরোধ করেছিল ভূঁইয়ার মাথা এলাকায়।কিন্তু ও সময় পরিচালন কমিটির সদস্যরা আশ্বাস দিয়েছিল বদলির বিষয় নিয়ে উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা করা হবে। কিন্তু তিন দিন হয়ে গেলেও সেই আশ্বাস বাস্তবে পরিণত হয়নি যার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রছাত্রীরা বৃহস্পতিবার আন্দোলনের নামে।

বিদ্যা ব্যাপারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে মহকুমা শাসকদের নির্দেশ শিক্ষা দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট।। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথেই 'বিদ্যা ব্যাপারী'দের তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে। বেশ কিছু কনসালটেন্সি রাজধানী আগরতলা শহর সহ রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমাতে ঘাঁটি তৈরী করে রেখেছে। রাজধানী আগরতলায় একটি কনসালটেন্সিতে সদরের মহকুমা প্রশাসসনের তরফ থেকে তথ্য তল্লাসি চালাতে গিয়ে প্রতারণার ফাঁদ আবিস্কার হয়েছে।

এই ঘটনার খবর চাউড় হতেই রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের তরফ থেকে প্রত্যেক মহকুমা শাসকদের বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট মহকুমায় এই ধরনের কনসালটেন্সি যদি থেকে থাকে তাহলে সেগুলির বিস্তারিত তথ্য তল্লাসি করার জন্য। জনা গিয়েছে, এইসব কনসালটেন্সিগুলি এরাজ্যের ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের সামনে বহিঃরাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রচার প্রসার করে নানা ধরনের প্রলোভনের ফাঁস পেতে বসে। আর এই প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়ে এরাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা ও অভিভাবকরা মারত্মকভাবে ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছেন।প্রতি বছর এই ধরনের অভিযোগ দপ্তরে আসছে। তাই এবছর আগেভাগে প্রশাসনের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

জানা গিয়েছে, কৈলাসহরেও এমন একটি কনসালটেন্সির বিরুদ্ধে প্রতারণরা গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। রাজধানী আগরতলায় একটি কনসালটেন্সিতে মহকুমা প্রশাসনের কর্মকর্তারা তথ্য তল্লাসি করতে গেলে প্রতারণা প্রমাণ হাতেনাতে ধরা পড়ে। জানা গিয়েছে, একটি কনসালটেন্সির তরফ থেকে বহিঃরাজ্যের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগর নম্বর দেয়া হয়েছিল। সেই নম্বরে প্রশাসনের কর্মকর্তারা যোগাযোগ করলে প্রতারণার আসল রূপ প্রকাশ্যে চলে আসে বলে জানা গিয়েছে।

অঙ্কুরেই বিভাজিত তৃণমূল, একই ইস্যুতে রাজধানীতে পৃথকভাবে বিক্ষোভ আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট।। ত্রিপুরায় অঙ্কুরেই বিভাজন দেখা দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসে। একই ইস্যুতে পৃথক সময়ে পৃথক স্থানে আন্দোলন সংগঠিত করলেন তাঁরা। কেউ গেলেন পুলিশ সদর কার্যালয়ে, অন্যরা পশ্চিম থানার সামনে। কিন্তু পৃথকভাবে আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে পারেননি কেউই।

আজ বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠী সুবল ভৌমিক এবং কুণাল ঘোষের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস আলাদাভাবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর কথিত হামলার অভিযোগ নিয়ে ডেপুটেশন দিয়েছে। সুবল ভৌমিক ও প্রকাশ দাস দলবল নিয়ে মিছিল করে আজ পুলিশ সদর কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। তাঁরা পুলিশ সদর কার্যালয়ের সামনে রাস্তায় বসে কিছুটা বিক্ষোভ দেখানোর পর চারজনের এক প্রতিনিধি দল ভেতরে গিয়ে ডেপুটেশন দিয়েছেন। তবে বেরিয়ে এসে তাঁরা সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হননি।

সুবলবাবু বলেন, ত্রিপুরায় গণতন্ত্র ভূলুণ্ঠিত। তাই পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছে। তাঁর অভিযোগ তৃণমূল সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলা সংগঠিত হয়েছে। অথচ, অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তাতে স্পষ্ট, তাঁরা প্রশাসনিকভাবে কোনও ব্যবস্থা নিতে ইচ্ছুক নন। তাই আজ আমরা ডেপুতেশন দিতে এসেছি, বলেন তিনি।

এদিকে, তৃণমূলের সর্বভারতীয় মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ত্রিপুরা সফরে এসে আজ পশ্চিম আগরতলা থানা দলবল নিয়ে ঘেরাও করেছেন। তাঁরা মিছিল করে পশ্চিম থানার সামনে গিয়ে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তাঁদেরও অভিযোগ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। এদিন তাঁদের ওই আন্দোলনে ঘিঞ্জি রাস্তায় যানজট দেখা দিয়েছিল। পরে তাঁরা থানায় গিয়ে পুলিশ আধিকারিকের কাছে নালিশ জানিয়ে এসেছেন।

কিন্তু অবাক করার মতো ঘটনা হল, একই ইস্যুতে তৃণমূল ত্রিপুরায় রাজধানী আগরতলা শহরের বুকে পৃথক আন্দোলন করেছে। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠেছে, সাংগঠনিক কাজকর্ম শুরু হওয়ার আগেই বিভাজিত হয়ে গেছে কীভাবে। তবে তাঁদের মধ্যে সমন্বয়ের যথেষ্ট অভাব যে ছিল তা স্পষ্ট। কারণ, সুবলবাবুরা আজ একই ইস্যুতে আন্দোলন করেছেন, জানেন না কুণাল ঘোষ।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২৮৭ ▫ ৬ আগস্ট ২০২১ ইং ▫ ২০ শ্রাবণ▫ শুক্রবার ▫১৪২৮ বঙ্গাব্দ

জয় করিতে হইবে

করোনাকে জয় করিতে হইবে। মানুষের অসাধ্য কিছুই নাই। মানুষ ইচ্ছা করিলেই করোনাকে প্রতিহত করিতে পারিবেন। এজন্য চাই সকলের সহযোগিতা। করোনা নিয়ে কোন ধরনের অবহেলা চলিবে না। অবহেলা ও অসচেতনতাই বিপদ ডাকিয়া আনিতে পারে। সেজন্যই নিজে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি অন্যকে সচেতন করিতে হইবে। সচেতনতাই করোনা মুক্ত হইবার একমাত্র উপায়। করোনা মোকাবেলায় ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হইলেও ইহার ১০০‌ু গ্যারান্টি কেউই দিতে পারিবেন না। কেননা ভ্যাকসিন দেওয়ার পরও অনেকেই করোনা আক্রান্ত হয়েছেন, এমনকি মৃত্যুও হইয়াছে। স্বাভাবিক কারণেই করোনা হইতে নিজেকে এবং সমাজকে বাঁচাতে হইবে সচেতনতাই একমাত্র উপায়। ভ্যাকসিন গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন ধরনের উদাসীনতায় চলিবে না। রাজ্যের উপজাতি জনগণের একাংশের মধ্যে করোনা টিকা গ্রহণ করা নিয়ে দ্বিমত দেখা দিয়াছে। বিভিন্ন স্থানে করোনা ভ্যাকসিন প্রদান করিতে গিয়া স্বাস্থ্যকর্মীরা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন এমনকি আক্রান্ত হইয়াছেন। ওইসব অসচেতন মানুষজনকে সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে। তাহা নিশ্চিত করিতে পারিলেই করোনা টিকাকরণের সার্থকতা মিলিবে।করোণা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলার অন্যতম শর্ত হলো ভ্যাকসিন গ্রহণ করা। দুটি ডোজ গ্রহণ করলে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িবে। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা তাহা নিশ্চিত করিয়াছেন। ফলে মানুষের মনে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে আস্থা ও বিশ্বাস আরো বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। করোনা ভ্যাকসিন মোকাবেলা করিবার জন্য আমাদের দেশেও ভ্যাকসিন তৈরি শুরু হইয়াছে অনেক আগেই।কোভিশিল্ড ও কোভ্যাক্সিন বাহির হইলেও এই দুইটি ভ্যাকসিনের ডোজ নেওয়াকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের মধ্যে নানা প্রশ্ন উঠিতে শুরু করিয়াছে। অনেকেই প্রথম ডোজ কোভিশিল্ড নিয়া দ্বিতীয় ডোজ কোভ্যাকসিন নেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছেন। অনেকের মতে দুটি ডোজ দুটি প্রস্তুতকারী সংস্থার কাছ থেকে নিলে হয়তো অধিক সাফল্য মিলিবে। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে স্পষ্টীকরণ পাওয়া যাইতেছে। বিষয়টি নিয়া যথেষ্ট দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে। এই কৌতুহল দূর করিবার জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

দেশের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মানুষ প্রথম ডোজ কোভিশিল্ড দ্বিতীয় ডোজ কোভ্যাক্সিন। কিংবা প্রথম ডোজ কোভ্যাক্সিন, দ্বিতীয় ডোজ কোভিশিল্ড টিকা দিতে চাইতেছেন। টিকার সংকটের মধ্যে অনেকেই মিশ্র টিকা নেওয়ার কথা ভাবিতেছেন। আবার কোথাও কোথাও ভুল করিয়া এই ধরনের টিকা দেওয়াও হইয়াছে। এই মিশ্র টিকা নেওয়ার প্রবণতাকে এবার বিপজ্জনক আখ্যা দিলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান বিজ্ঞানী ডা. সৌম্যা স্বামীনাথন। তিনি বলিয়াছেন, মিশ্র টিকার কার্যকারিতা সম্পর্কে নিশ্চিত ভাবে কিছু জানা নাই। এই সংক্রান্ত কোনও তথ্যপ্রমাণ মিলেনি। তাই মিশ্র টিকা নেওয়াটা ভয়ংকর বিপদ ডাকিয়া আনিতে পারে।মিশ্র টিকা প্রসঙ্গে ডা. স্বামীনাথনের মত, 'বহু মানুষ মিশ্র টিকা নেওয়ার কথা ভাবিতেছেন। অনেকে প্রশ্ন করিয়াছেন, প্রথম টিকা এক সংস্থার কাছ থেকে নেওয়ার পর দ্বিতীয় ডোজ অন্য সংস্থার থেকে নিতে পারিবেন কি না। মিশ্র টিকা নিয়া কোনও তথ্যপ্রমাণ হাতে নাই আমাদের। তাই এই প্রবণতা বিপদ ডাকিয়া আনিতে পারে।' বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান গবেষকের মতে যেহেতু এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়া কোনও গবেষণালব্ধ সাক্ষ্যপ্রমাণ নাই, তাই এ নিয়া না এগোনোই ভাল।

করোনার প্রকোপ রুখিতে মিশ্র টিকা দেওয়া যায় কিনা, তাহা নিয়া ইতিমধ্যেই গবেষণা শুরু করিয়াছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের গবেষকরা। অনেক গবেষকেরই দাবি, দুটি আলাদা সংস্থার টিকা নিলে একই টিকার দুই ডোজের তুলনায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি হয়। জার্মানিতে আবার ইতিমধ্যেই মিশ্র টিকা নেওয়া শুরুও হইয়া গিয়াছে। সেদেশের চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মর্কেল নিজে দুটি ভিন্ন সংস্থার টিকা নিয়াছেন সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করিবার জন্য। এদেশেও মিশ্র টিকাদানের ব্যাপারটি চিন্তাভাবনার স্তরে আছে। আগামী দিনে মিশ্র টিকা ব্যবহারের সম্ভাবনা উড়াইয়া দিতেছেন না এইমসের ডিরেক্টর ডা. রণদীপ গুলেরিয়া। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান বিজ্ঞানীর এই মন্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলায় টিকা গ্রহণ করা যেমন প্রত্যেকের উচিত, ঠিক তেমনি সমাজে জনসচেতনা বাড়ানো জরুরি। এমন অনেক নজির রহিয়াছে গ্রহণ করিয়াছেন করোণায় আক্রান্ত হইয়া তাহাদের মধ্যে অনেকে মারা গিয়াছেন। স্বাভাবিক কারণেই, শুধুমাত্র টিকাকরণ কর্মসূচি করোণা ভাইরাসের সংক্রমণ মোকাবেলায় যথেষ্ট নয়। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলায় একদিকে যেমন ভ্যাকসিন গ্রহণ করা প্রয়োজন ঠিক তেমনি জনগণকে সচেতন থাকা জরুরি। একদিকে টিকা গ্রহণ অন্যদিকে মাস্ক পরিধান ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। একমাত্র সারবে প্রচেষ্টাতেই করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলা করা সম্ভব হইবে।

রূপোজয়ের জন্য রবিকুমারকে শুভেচ্ছা রাজ্যপাল ধনকরের

কলকাতা, ৫ আগস্ট (হি. স.) : অলিম্পিকে রূপোজয়ের জন্য রবিকুমারকে শুভেচ্ছা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।রাজ্যপাল টুইটে লিখেছেন, "অভিনন্দন রবি কুমার দহিয়াকে টোকিও ২০২০-তে রৌপ্য পদক জেতার জন্য। তাঁর যুদ্ধের মনোভাব এবং দৃঢ়তা অসামান্য। তিনি একজন অসাধারণ কুস্তিগীর! তাঁর অর্জন তরুণদের অনুপ্রাণিত করবে এবং উজ্জীবিত করবে।" প্রসঙ্গত, টোকিও অলিম্পিক্সে দ্বিতীয় রুপো ভারতের। মীরাবাঈ চানুর পর ছেলেদের ফ্রি স্টাইল কুস্তির ৫৭ কেজি বিভাগে রুপো জিতলেন রবিকুমার দাহিয়া।গোল্ড মেডেল বাউটে দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন রাশিয়ার জাভুর উগুয়েভের কাছে ৪-৭ ব্যবধানে হার মানেন ভারতীয় তারকা।

ছেঁড়া তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যুতে বিক্ষোভ মেজিয়ার গ্রামে

বাঁকুড়া, ৫ আগস্ট (হি. স.) : বিদ্যুৎদফতরের দেখভালের উদাসীনতায় এক যুবকের মৃত্যুতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বাঁকুড়ার মেজিয়া থানার অর্ধগ্রাম পানসিং ডাঙ্গা।কাল বুধবার রাত ৯ টা নাগাদ লাইনের ছেঁড়া তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় এক যুবকের। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা বিদ্যুৎ দফতরের কর্তাদের ঘিরে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম সঞ্জয় বাউরি (২৭)। গ্রামের প্রান্তের একটি পুকুরের উপর দিয়ে ১১ হাজার ভোল্টের ট্রান্সমিশন লাইন গেছে। এই বিদ্যুৎবাহী লাইন বহু পুরানো। রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকমতো হয় না বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। পুকুরের জলে বিদ্যুৎবাহী তার ছিঁড়ে পড়েছিল। গ্রামের বাসিন্দা রাজু মন্ডল বলেন, সঞ্জয় বাউরি দিন মজুরের কাজ করেন। কর্মস্থল থেকে ফিরে তিনি ওই পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিলেন।

রবিকুমার দাহিয়াকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

কলকাতা, ৫ আগস্ট (হি. স.) : অলিম্পিকে রূপো জয়ের জন্য রবি কুমার দহিয়াকে শুভেচ্ছা জানালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী টুইটে লিখেছেন, "রবি কুমার দহিয়া একজন অসাধারণ কুস্তিগীর! তাঁর যুদ্ধের মনোভাব এবং দৃঢ়তা অসামান্য।টোকিও ২০২০ তে রৌপ্য পদক জেতার জন্য তাকে অভিনন্দন। ভারত তাঁর কৃতিত্বে দারুণ গর্ব করে।" প্রসঙ্গত, এদিন দু'বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের কাছে হেরে পুরুষদের ফ্রিস্টাইল কুস্তি ইভেন্ট থেকে রূপো জিতলেন দু'বারের এশিয় চ্যাম্পিয়ন। রুশ অলিম্পিক কমিটির জাউর উগুয়েভের বিরুদ্ধে ৪-৭ পয়েন্টে ম্যাচ হেরেছেন ভারতীয় কুস্তিগীর। যদিও রবিকুমারের লড়াইকে কুর্নিশ করেছে দেশের ক্রীড়া মহল। চলতি অলিম্পিকে দেশের হয়ে দ্বিতীয় রূপো আনা হরিয়ানার কুস্তিগীরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন দেশের অনেকে।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

আচার্য প্রফুল্লাচন্দ্র রায় শুধু রসায়নবিদ নন

নরেন্দ্রনাথ কুলে

আচার্য প্রফুল্লাচন্দ্র রায়, বাঙালির মনে তিনি উদ্যোগপতি, যাঁর পরিচয় তাঁর বেঙ্গল কেমিক্যাল। যদি তিনি তাঁর বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠানে বেঁচে থাকেন, তাহলে বাঙালির মনের দৈন্যদশাই প্রকাশ পায়। আচার্য শুধু রসায়নবিদ ছিলেন না, তিনি শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, ইতিহাসবিদ, পরোপকরী, দেশসেবক।

বাঙালির অন্নসমস্যা নিয়ে তিনি অনেক আগেই পর্যবেক্ষণ করে বলেছেন যে বাঙালি শ্রমের মর্যাদা আত্মাভিমানের বশে বুলেযায়। তিনি বলেছেন, " বাঙালি আজ সামান্য চাকুরিয়া মাত্র। বাঙালি আজ 'বাবু' বলিয়া পরিচিত। সামান্য কায়িক পরিশ্রমে বাঙালি অপমানবোধ করে। কায়িক পরিশ্রমের কাজে বাঙালি ভয় পায়। " বাঙালির শ্রমবিমুখতা আর নিশচষ্টতায় বাঙালি ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে বলে তিনি আক্ষেপ করেছেন। তাঁর এমন কথা প্রবাদের মতো শোনা যায় এখনও আচার্য রায় বাঙালির নানা সমস্যা তাঁর পর্যবেক্ষণে তুলে ধরেছেন। সেই পক্ষবেক্ষণ তাঁর নানা প্রবন্ধের নাম থেকেই বোঝা যায়। 'অন্ন সমস্যা ও বাঙালির নিষ্টষ্টতা, 'কৃষি ব্যবসায় ও বাঙালি যুবকের অন্ন সমস্যা', 'শ্রমের মর্যাদাবোধ, বাঙালির অন্ন-সমস্যায় পরাজয়', 'মধ্যবিত্ত বাঙালির বেকার সমস্যা, 'বাঙালির দাস মনোভাব, 'বাঙালির শক্তি ও তাহার অপচয়' ইত্যাদি নানা প্রবন্ধে তিনি বাঙালির দুর্বলতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। বাঙালির দুর্বলতা তুলে ধরেও তিনি বাঙালির প্রাণে নবীন বলের সঞ্চার দেখতে, পেয়েছেন বলে তাঁর বাঙালির ভবিষ্যৎ প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। যদিও তা বঙ্গ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবন গঠনের মুলমন্ত্র গড়ে তোলার স্যার আশুতোষের আহ্বানকে লক্ষ্য করে উল্লেখ করেছিলেন। স্যার আশুতোষ বলেছিলেন, " মায়ের বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্মাণ করিতে হইবে।.... মায়ের মন্দির গঠনে সকল সন্তানেরই তুল্য অধকার বলিয়া, প্রত্যেককেই যে তুল্য পরিমাণে দ্রব্যসম্ভার জোগাইতে হইবে, এমন কোনও কথা নেই। যিনি যাহা পারেন, লইয়া আসুন ও মাতৃমন্দিরের প্রাঙ্গনে সমবেত হউন। আমরা জননী বঙ্গভাষার বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্মাণ করিব।" আচার্য স্যার আশুতোষের আহ্বানে সকলকে সাড়া দিতে বললনে। বললেন," আজ আপনারাও মাতৃযাজ্ঞের এই মণ্ডপে, এই সারস্বত-সম্মেলন-বাসরে এই মহামন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করুন। বাংলা ভাষার উন্নতিবিধানে সকলে বদ্ধপরিকর হউন। আজ মাতৃভাষার এই যজ্ঞ বেদিমুলে বসিয়া আসুন আমরা সমবেত কণ্ঠে গগন-পবন প্রতিধ্বনিত করিয়া ফেলি---'আমরা ঘুচার মা তোর দৈন্য, মানুষ আমরা নহি ত মেঘ'।

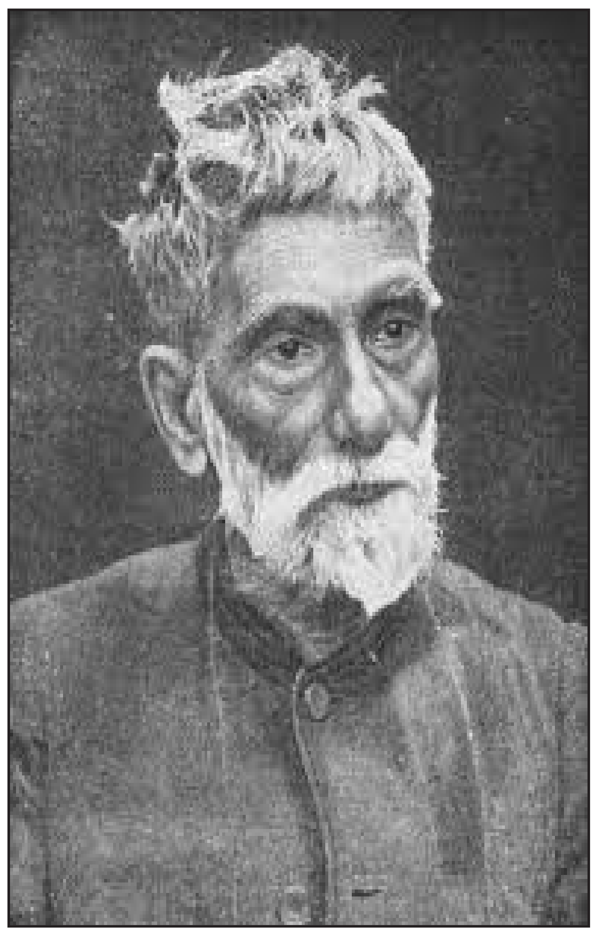

তিনি শুধু বাঙালির কথা ভাবেননি। তিনি দেশের কথা ভেবেছেন, দশের কথা ভেবেছেন। এই দেশ এক জাতি হয়ে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে বড় বাধা যা হল যে জাতিভেদ সমস্যা তা তিনি এই নামাঙ্কিত প্রবন্ধে বলেছেন। এই জাতিবেদ যে জাতি গঠনে মূল বাধা তা তাঁর 'জাতিগঠনে বাধা---ভিতরেরও বাহিরের প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। অথচ এই জাতিভেদ ঋগবেদের যুগে ছিল না। পণ্ডিতদের কথা ধরেই তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, যে দেশে বর্ণভেদ ছাড়া জাতিভেদের অন্য কোনো ভিত্তি ছিল না, সে দেশে এই হাজার রকম জন্মগত জাতির উৎপত্তি কীরূপে হল?

একজন রসায়নবিদ হয়ও নিজের বিষয় নিয়ে শুধু তাঁর ভাবনা ছিল না। বিলেতে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জন করে দেশে ফিরে তিনি বিলিত পোশাক বর্জন করেন এবং যে পোশাকে তাঁর ছবি দেখি সেই ধুতি চাদর পোশাক হিসেবে গ্রহণ করলেন। তখন কংগ্রেসের সবেমাত্র জন্ম হয়েছে। কিন্তু এই পোশাকে তাঁর স্বদেশপ্রেমের পরিচয় ঘটে। যদিও তিনি কংগ্রেসের সদস্য হননি তখন। স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত না হয়েও তিনি মানুষের জন্য, বিশেষ শিক্ষার জন্য তাঁর অবদান কম নয়। দেশের নিরক্ষরতা দুরীকরণেণ জন্য নিজের সমস্ত সম্পত্তি দান করেছেন। নিজের গ্রামে খুলনার রাড়ুলী কাটিপাড়া শিক্ষা পরিষদ গছন করে ছাত্র ও বিধবাদের জন্য দশ হাজার টাকা দান করেছেন এবং বাগেরহাটে কলেজ স্থাপন করেছেন। অন্যথ শিশুদের জন্য ট্রাস্ট গঠন করেছেন। ছাত্রদের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে গেলেও তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। রয়েল কমিশনের সামনে শিক্ষাবিভাগের বিভেদনীতির বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। রাউলাট আইনের প্রতিবাদ সভায় তিনি সামিল হয়েছেন। সমাজসেবা করবেন অথচ মানুষের দুঃখে ঝাঁপিয়ে পড়বেন না, তা কী হয়? তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জন্য। খুলনার দুর্ভিক্ষে তিনি রিলিফ কমিটি গঠন করেন। সমাজের কাজের সঙ্গে যে মানুষ নিজেকে নিয়োজিত করেছেন, সেই মানুষটি স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দেবেন না তা হয় নাকি। অবশেষে স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দিলেন ১৯২২ সালে। এই সালের সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গের জেলাতে ভয়াবহ বন্যা হলে তাঁর উদ্যোগে গড়ে ওঠে 'বঙ্গেল রিলিফ কমিটি'। এই কমিটির অন্যতম সম্পাদক সুভাষচন্দ্র। তাছাড়া কে নেই এই কমিটিতে---রবীন্দ্রনাথ টাকুর। চিত্তরঞ্জন দাশ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, নীলপতন সরকার, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুরী প্রমুখ বিশিষ্ট মানুষজন। এই কমিটি ত্রাণ সংগ্রহ করেছিল নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা সহ অন্যান্য সামগ্রী। আর সরকার বরাদ্দ করেছিল মাত্র কুড়ি হাজার টাকা। বন্যাত্রাণের কাজা সুভাষচন্দ্রে প্রশংসা করেছিলেন আচার্য। বলেছিলেন, সুভাষের সংগঠনের কাজে কোনো ফাঁক দেখতে পেলাম না।

সমাজসেবার কাজের সঙ্গে স্বদেশি আন্দোলনে নিজেকে আরো নিয়োজিত করলেন। রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে তার পাঁঠালেন। শুধু তাই নয়। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা'র বিরোধিতা করলেন সক্রিয়ভাবে। যে মানুষ জাতিভেদ সমস্যা জাতিগঠনে বাধা বলে মনে করেন, তিনি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারর হীন চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে থাকতে পারবেন কেমন করে। এমনকী সাম্রাজ্যবাদ শক্তি দখলদারির চেষ্টায় যুদ্ধ অনির্বার্য করে তুলতে সচেষ্ট হয়ে পড়ছে, সেই সময়ে বোঁমা রোলাঁর আহ্বানে বিশ্ব শান্তি সম্মেলনের ইস্তাহারে স্বাক্ষর করেন। পরে হিটলারের সোভিয়েত আক্রমণেরও বিরোধিতা করেছেন তিনি। সর্বোপরি আচার্য রায়ের কর্মজীবনের অবদান শিক্ষাক্ষেত্রে। ছাত্রদের জন্য নিজের সরল জীবনযাপন এক আলাদ শিক্ষা দিয়ে গেছেন। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে শিক্ষক আর ছাত্রের সম্পর্কে তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বিলিতি ডিগ্রি অথচ নিজেকে বিলিত কায়গায় বদলে ফেলেননি। ছাত্রের কাছে এমন শিক্ষকের জীবন অবশ্যই প্রেরণার। আজকের শিক্ষা যেখানে ব্যবসায়ে পণিত হয়েছে, সেখানে আচার্যের জীবন এখন পথ দেখাতে পারে। তিনি বলেছেন, " অর্থই পরমার্থ জ্ঞঅনে যাঁরা বিদ্যা ও বুদ্ধি বিক্রয় করছেন, ন্যায়নীতি বিবর্তত ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাঁদের শিক্ষক বলে গন্য করা যায় কি? ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্ক দি ক্রেতা বিক্রেতার? ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে বিদ্যালয় ক্রয় করতে আসে না। ..... বিদ্যালাভ করিতে আসে।... এহেন বস্তু লইয়া কারবার করলে বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়েরই সর্বনাশের পথ প্রসস্ত হয়।" আচার্যের সেই সময়ের এই কথার প্রত্যেকটি শব্দ আজকের সময়ে প্রশ্ন হয়ে দেখা যায় কিনা, সে প্রশ্ন না করাই ভালো। তাই আজকের শিক্ষানীতির প্রতিটি ছাত্র শিক্ষার বাণিজ্যকরণেণ রাস্তাই দেখিয়ে দেয়।

শুধু তাই নয়, শিক্ষাপ্রণালী নিয়ে তিনি যে কথা বলেছেন আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি শিক্ষাপ্রণালী আর জীবিকা অর্জন নিয়ে তাঁদ্দর কথা আজকের দিনে যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তিনি বলেছেন, " লেখাপড়া চাই, গন্ডমূর্খ হলে কিছুতেই চলবে না। আমাদের পোড়া কপাল যে, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ছাপ'কে অন্ন-সংস্থানের একমাত্র উপায়.... 'নান্যদন্তি' বলে জ্ঞঅন করেছি। এই ধারণাটা ভুতের মতো আমাদের গাড়ে চেপে আছে... কিছুতেই নামতে চায় না"। এই সাপেক্ষে আর একটা কথা বলেছেন, "আমরা চাকরির জন্য ডিগ্রির চেষ্টা করি। আবার ডিগ্রির জন্য এক টাকা মূল্যের পুস্তকের পাঁচ টাকা মূল্যের নানারকম নোট কিনে থাকি। এ যেন সেই বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত রীচি। কেবল নোট মুখস্থ আর গৎ আওড়ানো। কাজেই বিদ্যা আমাদের পুঁথিগত। ডিগ্রি লাভের এই চেষ্টায় মৌলিকতা নষ্ট হয় এবং প্রতিভাব স্ফুরণ হয় না।" বর্তমান এই শিক্ষাপ্রণালীকে মানুষের অন্তরকে পিষে ফেলার যন্ত্র হিসেবে তিনি দেখেছেন। তাই তিনি বলেন, " এতে জ্ঞানলিপ্সা উদ্দীপ্ত হওয়া দূরে থাক একেবারে তা বিনষ্ট হয়ে যায়, ছাত্রের মন সঙ্কুচিত হয়ে অসাড় ও কৌতূহলশূ্য হয়....।" এভাবে বিগ্রির সংখ্যা করি, বৃদ্ধিমাত্রই কি স্বাস্থের করে বলেছেন। তিনি বলেছেন, "ম্যাট্রিকুলেশন ছাত্রের সংখ্যা প্রত্যেক বৎসরই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু জিসা করি, বৃদ্ধিমাত্রই কি স্বাস্থ্যের লক্ষণ? দেশে জ্ঞানতৃষ্ণা বাড়ছে বলে অনেকেই অশ্বাস্ত হন। কিন্তু এ কী স্বাস্থ্যকর তৃষ্ণ? এ বিসূচিতার তৃষ্ণার মতো ভয়ঙ্কর..."। তাঁর মতে এইসব ছাত্ররা প্রকৃত জ্ঞানপিপাসু বা ডিগ্রিপ্রার্থী নয়। এঁদের উদ্দেশ্য গলাধঃকরম, উদগীরণ আর ডিগ্রিগ্রহণ। তিনি আরো বলেছেন,".... যে শিক্ষার শুধু মেরুদণ্ডহীন গ্র্যাজুয়েট তৈরি করে, মনুষ্যত্বের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, দুর্বল অসহায় শিশুর মতো সংসার পথে ছেড়ে দেয়, সে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি?"

আচার্যের কথায় বলা যায়, এই শিক্ষাপ্রণালীতে ছাত্ররা সঠিক মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। তাঁর মতে যা শিক্ষা ছাত্রদের প্রকৃত জ্ঞানপিপাসু হতে শেখাবে, শ্রমের মর্যাদা দিতে শেখাবে আর কর্মঠ হতে শেখাবে, সেই শিক্ষা আজ একশো শতাংশ পাশের হাতে দিতে পেরেছি কিনা তা জোর গলায় বলা যায় না।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

লকডাউনে কেন আছেন বিড়ি শ্রমিকরা ?

সুতপা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী

'যদি না মেটাতে পারো আমার সামান্য এই দাবি তোমার সমস্ত রাজ্যে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড ঘটে যাবে ক্ষুধার্তেণ কাছে নেই ইষ্টানিষ্ট, আইন কানুন---সম্মুখে যা কিছু পাবো খেয়ে যাবো অবলীলাক্রমে।

—রফিক আজাদ।

'ভাত জে হারামজাদা/ তা না হলে মানচিত্র খাবো'। করোনা ভাইরাসে মৃত্যুর গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী। তার সঙ্গে বেকারত্ব, কর্মহীনতা। অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক ন্যায় এখন নিতান্তই আখাশকুসুম কল্পনা। সামাজিক দূরত্বের নামে এক নতুন ধারার অস্পৃশ্যতার জন্ম হয়েছে। আক্রান্ত কিংবা মৃতদের ক্ষেত্রে তা বটেই, গ্রামে-শহরে সুস্থ জীবিতদের মধ্যে, পড়শি-বন্ধু-আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে এই করোনা অস্পৃশ্যতা ও পারস্পরিক সন্দেহবাতিকগ্রস্ততা এমন স্তরে পৌঁছেছে যেন সকলে ডাইন খুঁজে বেড়চ্ছেন। এমন এক সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবেশে পেরিয়ে যাচ্ছে একের পর এক দিন। দেশের কোটি কোটি প্রান্তির শ্রমজীবী মানুষ আজ পথে। সরকারি খোঁয়ারে। অভুক্ত, অর্ধভুক্ত দিন কাটাচ্ছেন। একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, সংসদীয় কমিড্টির প্রতিবেদন, শীর্ষ আদালতের রায় ঘেঁটে একাধিক অসংগঠিত শ্রমিকদের দুঃসহ অবস্থা। এই অবস্তায় অন্যান্য অসংগঠিত শ্রমিকদের মতো করেই মহাসঙ্কটে বিড়ি শ্রমিকরা। বিপুল সংখ্যক বিড়ি শ্রমিকের হাতে এখন কাজ নেই। করোনা মোকাবিলায় জারি রাজ্যের বিধিনিষেধ। ওইসব বিড়ি শ্রমিকদের আবেদন, বাড়িতে বসেই যেহেতু বিড়ি বাঁধা যায় যেহেতু তাঁদের কাঁচামাল দেওয়া হোক। বিড়ি বেঁধে এই সময়টায় অন্তত সংসারটা চলুক। বিড়ি মজদুর ও প্যাকার্স ইউনিয়নের যুক্তি, এই পরিস্থিতিতেও ঘরে বসে বিড়ি বাঁধা সম্ভব। তাতে শ্রমিকরা অন্ত দৈনিক মজুরিটা পাবেন। পাশাপাশি সরকারি নির্দেশ অমান্য করেও কারখানার ভেতরে বিড়ির সংখ্যা গোনা ও লেবেলের কাজ করা সম্ভব। মালিকপক্ষ এনিয়ে ব্যবস্থা নিক। রাজ্যে লকডাউন পরিস্থিতির মধ্যে বিড়ি শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ প্রশাসন ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়েছে ঔরঙ্গাবাদ ও ধুলিয়ান বিড়ি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন। বিড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য, মহম্মদ নুর আলম বলেন, বিড়ি শ্রমিকরা বাড়িতে বসেই কাজটা করেন। কালেকশন সেন্টারের মাধ্যমে বিড়ি ফ্যাক্টরিতে আসে। এই পরিস্থিতিতে লকডাউনে বিপাকে পড়ে গিয়েছেন বিড়ি শ্রমিকরা। আমরা এতই নিম্নবিত্ত পরিবারের যে আমাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সরকারের কাছে আবেদন, আমাদের কথা ভেবে একটা ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক। চাষের ক্ষেত্রে যেমন ছাড় দেওয়া হয়েছে, তেমনি কোভিড বিধি না ভেঙেও বিড়ি শিল্পের জন্য কিছু ছাড় দেওয়া হোক যাতে আমাদের মতো গরিব শ্রমিকরা কাজ পান এনিয়ে প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছেন বিড়ি শ্রমিক সংগঠনগুলি। বেশ কিছু এলাকায় মানুষের রোজগারের প্রধান উৎসই হল বিড়ি বাঁধা।

বর্তমানে বিড়ির কাজে বন্ধ। চাষের সুযোগও এখানে নেই। রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ, যেভাবে কিছু শিল্পে ৫০ শতাংশ শ্রমিককে কাজের অনুমতি দেওয়া হয়েছে সেভবেই বিড়ি শিল্পের ক্ষেত্রেও এরকম কোনও নির্দেশিকা দেওয়া হোক। এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত মানুষজন বাড়িতে বসে কাজ করেন। এতে তার কাজও হল আর লকডাউনও মানা হল। রোজগারের ব্যবস্থাও চালু থাকবে। রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করব, এনিয়ে একটা পদক্ষেপ নেওয়া হোক। ঘরে ঘরে একই দশা বিড়ি শ্রমিকদের। কথা হচ্ছিল কুলসুম বিবির সঙ্গে। স্বামী ভিন্ন রাজ্যে শ্রমিকদের কাজ করেন। লকডাউনে এখন আটকে মুম্বাইয়ে। প্রতি মাসে মুম্বাই থেকে টাকা পাঠান। তবে তাতে সংসার চালে না। তাই বিড়ি বাঁধতে হয় উম্মে কুলসুমকে। লকাডাউনের ডেরে কাজ না থাকায় এ মাসে বাড়িতে টাকা পাঠাতে পারেননি তাঁর স্বামী রিন্টু শেখ। ফোনে তাঁর সঙ্গে কথা বলে উম্মে জেনেছেন, রিন্টুরই এখন কপর্দকশূন্য অবস্থা। খাবার জুটছে না। টাকা পাঠাবেন কি করে। এদিকে যে বিড়ি বেঁধে সংসারের হাল সামাল দিতেন ওই তরুণী, লকডাউনের পর থেকে সেই কাজও বন্ধ। তাতে প্রবল অনটনে পড়েছেন মোজমপুরের সমজিদপাড়ার উম্মে কুলসুম। দুই সন্তান ও দৃষ্টিহীন বাবাকে নিয়ে কী করে দু'বেলা খাবার জোটাবেন, তা ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছেন না। একই পরিস্থিতি কালিয়াচক ১,২ ও ৩ ব্লাবের হাজার হাজার মহিলা বিড়ি বেঁধেই সংসার চালান, কেউ সংসারে অতিরিক্ত খরচ জোগাড়ে বিড়ি বাঁধেন। ওই মহিলা বিড়ি বাঁধলে ১৫০ টাকা মজুরি মেলে। কালিয়াচক মোজমপুর মসজিদপাড়ার বিড়ি শ্রমিক পিঙ্কি খাতুন, সাবিনা বিবি বলেন, 'বিনামূল্যে রেশন না পেলে হয়তো না খেয়ে মরতে হবে। জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, 'বিড়ি শ্রমিকদের বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হবে'। কুলসুম বিবির সন্তানরা অথবা পিঙ্কি খাতুনের মা অথবা সাবিনা বিবির নাতনিরা কিন্তু আজও আশ্যবাদী। একবেলা খেয়েও অর্ধুভুক্ত বিড়ি শ্রমিকদের আশা সরকার নিশ্চয়ই তাদের দেখবেন। আশায় দিন গুনছেন তাঁরা দিন গুনছি আমরা। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শিশুদের ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ে বৃহস্পতিবার জেলা শাসকের অফিসে রাজ্য কমিশনের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি ঃ নিজস্ব

আয় বাড়াতে ইমরান খানের সরকারি বাসভবন ভাড়া দিল পাকিস্তান সরকার

ইসলামাবাদ, ৫ আগস্ট (হি.স.): টান পড়ছে কোষাগারে। তাই সরকারের আয় বাড়াতে এবার প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সরকারি বাসভবন ভাড়া দিল পাকিস্তান সরকার। এমনটাই দাবি করেছে সে দেশের সংবাদমাধ্যম। ইমরানের বছর তিনেকের মন্ত্রিত্বে পাকিস্তানের অর্থনীতি সংকুচিত হয়েছে প্রায় ১৯ বিলিয়ন ডলার। সেই ঘাটতি মেটাতে এবার থেকে ওই বাসভবনের রেড জোন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, ফ্যাশন, শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাক সরকার। সামা টিভির রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি ঠেকাতে এবং নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার বিষয়টি নজরদারির জন্য দু'টি কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

সামা টিভি-র দাবি, বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠক হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য, করোনার মার ও নীতি পঙ্গুত্বের জেরে পাকিস্তানের অর্থনীতি প্রায় ভেঙে পড়েছে। পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এলেও 'সেনার পুতুল' ইমরান সেই অর্থে কোনও গঠনমুলক কাজ করেননি বললেই চলে। তাছাড়া, সন্ত্রাসবাদীদের মদত দেওয়ার অভিযোগে ফিনান্সিয়াল টাস্ক ফোর্সের ধূসর তালিকায় রয়েছে পাকিস্তান।

অসম : ধস পড়ে ফের অচল শিলচর-হাফলং জাতীয় সড়ক

হাফলং (অসম), ৫ আগস্ট (হি.স.) : ধস নেমে আবারও যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়েছে শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের নৃরিমবাংলো ও জাটিঙ্গার মধ্যে এন লেইকুল গ্রামের মধ্যবর্তী এস কার্বে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের প্রবল বৃষ্টিতে শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইষ্ট-ওয়েষ্ট করিডরের এস কার্বে পাহাড় থেকে নেমে আসা জলের স্রোতে পাথর মাটি নিয়ে আসার ফলে ওই সড়ক পথে বেশ কয়েক ঘণ্টা যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। বর্তমানে এই এস কার্বের অবস্থা বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে।

অল্প বৃষ্টি হলেই সড়ক পথটি বন্ধ হয়ে যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। বৃহস্পতিবার দুপুরে বৃষ্টির দরুন পাহাড় থেকে জলের স্রোতে পাথর-মাটি নেমে আসার দরুন রাস্তার দু পাশে বেশ কিছু যানবাহন আটকে পড়ে। প্রায় ঘণ্টা দু-এক ওই পথ দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকার পর জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ জেসিবি দিয়ে মাটি-পাথর সরানোর পর ওই পথে যানবাহন চলাচল পুনরায় শুরু হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে ওই এস কার্বের অবস্থা অতি শোচনীয়। নাগারে এক দু-দিন প্রবল বৃষ্টি হলে যে কোনও মুহূর্তে এন লেইকুলের এই এস কার্বে পুরো পাহাড় নেমে আসতে পারে। যার দরুন যে কোনও মুহূর্তে জাতীয় সড়কটি বন্ধ হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / নিরুপম / সমীপ

বাংলার চেয়ে কম জনসংখ্যা হয়েও দ্বিগুণ টিকা পেয়েছে গুজরাট,অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৫ আগস্ট (হি. স.): ফের ভ্যাকসিন প্রসঙ্গ টেনে বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার নবান্ন থেকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ""''বাংলার চেয়ে কম জনসংখ্যা হয়েও দ্বিগুণ টিকা পেয়েছে গুজরাট""। ভ্যাকসিন প্রসঙ্গে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, """ গুজরাট আমাদের থেকে অনেক ছোট রাজ্য। কিন্তু ওরা আমাদের দ্বিগুণ ভ্যাকসিন পেয়েছে। তাতে আপত্তি নেই। উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, কর্ণাটক অনেক বেশি পেয়েছে। সব রাজ্য পাক। কিন্তু, জনঘনত্ব অনুযায়ী ভ্যাকসিন কম পেয়েছে বাংলা। ৪০০ পাচ্ছে, কিন্তু লাইনে চলে আসছে ১০ হাজার লোক। কিন্তু, আমার হাতে ভ্যাকসিন না থাকলে, কেন্দ্র যদি আমায় ভ্যাকসিন না পাঠায় তাহলে কোথা থেকে দেব। গুজরাটে আমাদের থেকে জন সংখ্যা অর্ধেক। সেখানে গুজরাটকে ভ্যাকসিন দিয়েছে ২ কোটি ২৮ লক্ষ। আমাদের দিয়েছে মাত্র ১.৯৩ কোটি। গুজরাটে জনসংখ্যা ৪ কোটি, আমার এখানে ১১ কোটি। কর্ণাটকের জনসংখ্যা ৭ কোটি আমাদের থেকে জনসংখ্যা ৪ কোটি কম। তবুও, ওরাও আমাদের থেকে ভ্যাকসিন পেয়েছে। উত্তরপ্রদেশও আমাদের থেকে অনেক বেশি ভ্যাকসিন পেয়েছে। এক রাজ্যের সঙ্গে অপর রাজ্যের বৈষম্য করবেন না। দয়া করে, জনঘনত্ব ও কতটা গুরুতর সেই বিষয়টি দেখুন ""।

পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টার পদ থেকে অব্যহতি নিলেন পিকে

চণ্ডীগড়, ৫ আগস্ট (হি.স.) : পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে ইস্তফা দিলেন প্রশান্ত কিশোর। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দর সিংকে চিঠি দিয়ে এ কথা জানিয়েছেন তিনি। সূত্রের খবর, চিঠিতে ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর জানিয়েছেন, আপাতত এই ভূমিকা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।

আগামী বছরই পঞ্জাবের বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই অমরিন্দরের পাশ থেকে সরে দাঁড়িয়ে পিকে বলেন, ২০২২ সালের ভোটের বিষয়ে থাকতে চান না। অমরিন্দরকে লেখা চিঠিতে তিনি লিখেছেন, তিনি জনজীবনে সক্রিয় ভূমিকা থেকে সাময়িক বিরতি নিতে চান। সঙ্গে তিনি এও বলেন, এরপরে তিনি কী বলবেন , তা পরে ঠিক করবেন। সামনে বছরেই পঞ্জাবে বিধানসভা ভোট। তার আগেই সেরাজ্যে কংগ্রেসের কোন্দল চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। শিরোনামে চলে এসেছে অমরিন্দর বনাম নভজ্যোতি সিং সিধুর সংঘাত। এই মুহূর্তে প্রশান্তের এই সিদ্ধান্ত বিশেষ তাতপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

পশ্চিমবঙ্গে একদিনে করোনা আক্রান্ত ৮১২ জন

কলকাতা, ৫ আগস্ট (হি. স.): করোনা হানায় দেওয়ালে পিঠ থেকে যাওয়ার জোগাড় রাজ্যবাসীর। এরই মাঝে কিছুটা কমলো করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ৮১২ জন। বৃহস্পতিবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৮১২ জন। যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ১৫,৩১,৬৬২। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ১৩ জনের। যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮,১৯৩। অপরদিকে একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৮২৩। ফলে মোট সুস্থ হয়ে উঠছেন ১৫,০২,৭৪৮। বর্তমানে সুস্থতার হার ৯৮.১১ শতাংশ। অপরদিকে বর্তমানে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ১০,৭২১। একদিনে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৪৮,৮৬৯। যার জেরে মোট করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৫৯,৫২,১৮৮।

অসম : শিক্ষা দফতরে ২২,৯২১টি পদে নিযুক্তি প্রক্রিয়া শুরুর সিদ্ধান্তে সরকারকে ধন্যবাদ বিজেপি সভাপতির

গুয়াহাটি, ৫ আগস্ট (হি.স.) : নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি অনুসারে পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে শিক্ষা বিভাগের ২২,৯২১টি পদে নিযুক্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে। রাজ্য ক্যাবিনেটের এই সিদ্ধান্তকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, বিজেপি সরকার মুখে যা বলে, তা বাস্তবে করে দেখায়। প্রতিশ্রুতি পালনের ক্ষেত্রেও বিজেপি সরকার দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। রাজ্যের এক লক্ষ শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীদের চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। শিক্ষা বিভাগে নিযুক্তির মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি পূরণের প্রক্রিয়া শুরু করেছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের অন্যান্য বিভাগেও নিযুক্তি প্রক্রিয়া মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে রাজ্য সরকার খুব শীঘ্রই শুরু করবে বলে জানান প্রদেশ বিজেপি সভাপতি। রাজ্য ক্যাবিনেটে কর্তৃক রাজ্যের পশ্চাদপদ গোর্খা নাগরিকদের সম্পর্কে গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি বলেন, রাজ্যে বসবাসকারী গোর্খা সম্প্রদায়ের যে সকল মানুষের বিরুদ্ধে বিদেশি ট্রাইব্যুনালে মামলা ঝুলছিল, রাজ্য সরকার সেই মামলা প্রত্যাহার করে নিয়ে যে আন্তরিকতার প্রদর্শন করছে তার জন্য অসম সরকার ধন্যবাদের দাবিদার। অন্যদিকে রাজ্যের ভূমিহীনদের মেয়াদি পাট্টা প্রদানের ক্ষেত্রে সংশোধনী প্রক্রিয়া এবং ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকার যে সরলীকরণের যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারও ভুয়সী প্রশংসা করেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা। এছাড়া, প্রাক্তন সাংসদ রমেন ডেকাকে রাজ্য উদ্ভাবন ও রূপান্তর কমিশনের (স্টেট ইনোভেশন অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন কমিশন) উপাধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্তি দেওয়ায় রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানান প্রদেশ বিজেপি সভাপতি। সেই সঙ্গে নতুন দায়িত্ব পাওয়ার জন্য রমেন ডেকার প্রতিও শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানান প্রদেশ বিজেপি সভাপতি। প্রদেশ বিজেপির মুখ্য মুখপাত্র রূপম গোস্বামী এক প্রেস বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

মিজোরাম হয়ে মায়ানমারের নাগরিকরা যাতে ডিমা হাসাও জেলায় প্রবেশ করতে না পারে, সেজন্য পুলিশ সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে

হাফলং (অসম), ৫ আগস্ট (হি.স.) : অসম-মিজোরাম সীমান্ত হয়ে ডিমা হাসাও জেলায় প্রবেশ করার জন্য মায়ানমারের ১০ হাজার মানুষ মিজোরাম সীমান্তে রয়েছে বলে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার মন্তব্যের পর এ-নিয়ে ডিমা হাসাও জেলার পুলিশ সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলছে।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার এমন মন্তব্যের পর কার্যত ডিমা হাসাও জেলার মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ডিমা হাসাও জেলার পুলিশ সুপার জয়ন্ত সিং জানিয়েছেন, মায়নমার থেকে মিজোরাম হয়ে অসম সীমান্ত দিয়ে ডিমা হাসাও জেলায় মায়ানমারের মানুষ অনুপ্রবেশ করতে না পারে এনিয়ে ডিমা হাসাও পুলিশ সতর্ক রয়েছে। পুরো পরিস্থিতির উপর নজর রেখে চলছে ডিমা হাসাও পুলিশ। জেলার সকল পুলিশ থানা ও সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ সুপার বলেন, এখন পর্যন্ত মায়ানমার থেকে মিজোরাম হয়ে অসম সীমান্ত দিয়ে ডিমা হাসাও জেলায় মায়ানমারের কোনও নাগরিক ডিমা হাসাও জেলায় প্রবেশ করার কোনও তথ্য নেই পুলিশের কাছে। তবে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছে পুলিশ। তিনি বলেন, অসমের মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পর বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে খবর বেরিয়েছে, ইতিমধ্যে মায়ানমার থেকে বেশ কিছু মানুষ ডিমা হাসাও জেলায় প্রবেশ করে এখানকার উপজাতি সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলে বসবাস করছে। কারণ ডিমা হাসাও জেলার উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে মায়ানমারের লোকদের চেহারার অনেকটা মিল রয়েছে। তাই এদের শনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব। এ-নিয়ে ইন্ডিজেনাস পিপলসফোরাম ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক পল বরুয়াকে এক স্মারকলিপি প্রদান করে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে। ইন্ডিজেনাস পিপলসফোরামের স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী যদি ডিমা হাসাও জেলায় মায়ানমার বা বাংলাদেশি নাগরিকের অনুপ্রবেশ ঘটে তা-হলে এদের শনাক্ত করে পুনরায় ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করা হোক। আর এতে ইন্ডিজেনাস পিপলসফোরাম সব ধরনের সহযোগিতা করবে। ইন্ডিজেনাস পিপলসফোরামের সচিব এল ফাইরেম এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেন, ডিমা হাসাওয়ের সাধারণ মানুষের সুরক্ষা ও পাহাড়ি জেলার অখণ্ডতা রক্ষা করতে এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ আটকাতে তাদের সংগঠন নিঃশর্ত ভাবে জেলা প্রশাসনকে সহযোগিতা করবে। তাছাড়া ডিমা হাসাও জেলায় কোনও অবস্থায় যাতে মায়ানমার বা বাংলাদেশ থেকে অবৈধ নাগরিকের অনুপ্রবেশ না ঘটে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার পাশাপাশি অবৈধ অনুপ্রবেশের মতো ঘটনা নজরে এলে জেলা প্রশাসনকে অবগত করার জন্য জেলার সাধারণ মানুষকে আহ্বান জানিয়েছে ইন্ডিজেনাস পিপলসফোরাম।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার ড্রাগস বিরোধী কড়া অবস্থানই মিজো—আগ্রাসের মূল কারণ : নীলোৎপল

করিমগঞ্জ (অসম), ৫ আগস্ট (হি.স.) : মিজো আগ্রাসনের মূল কারণ হল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার ড্রাগস বিরোধী কড়া পদক্ষেপ। মিজোরাম এবং মায়ানমারের বেশ কিছু সীমান্ত এলাকা আজও উন্মুক্ত। ড্রাগস ও বিভিন্ন নেশাজাতীয় সামগ্রী সহ আগ্নেয়াস্ত্র মায়ানমার থেকে মিজোরাম হয়ে সহজেই অসমে চলে আসে। মুখ্যমন্ত্রীর ড্রাগসমুক্ত অসম গড়ার সংকল্পই মিজোরামের ড্রাগস কারবারিদের মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছে। তাই পরিকল্পনা করেই লায়লাপুর, হাইলাকান্দি সহ করিমগঞ্জ জেলার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় মিজোরা আগ্রাসন চালিয়েছে। দক্ষিণ করিমগঞ্জের সুপ্রাকান্দির পুটিমারায় কিষাণ মোর্চার এক সভায় এই মন্তব্য করেছেন বিজেপি নেতা নীলোৎপল দাস।

মিজোরামে সেনা অভিযানেরও দাবি তুলেন বিজেপি নেতা নীলোৎপল দাস। চিন ও মায়ানমারের পরোক্ষ মদতে মিজোরামের ভিতর দিয়ে অবৈধ ড্রাগস ও আগ্নেয়াস্ত্রের চোরাকারবার, উগ্রপন্থী প্রশিক্ষণ, দেশ বিরোধী কার্যকলাপ চিরতরে বন্ধ করতে হলে অবিলম্বে মিজোরামে সশস্ত্র সেনা মোতায়েন করে এ সব অপশক্তির বিরুদ্ধে কড়া সেনা অভিযান চালাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হস্তক্ষেপ কামনা করেন বিজেপি নেতা নীলোৎপল দাস।

এদিনের কিষাণ সভায়ও আরও খোলসা করে নীলোৎপল বলেন, দুই রাজ্যের মধ্যে সীমান্ত সমস্যা থাকতে পারে, তা বলে এক রাজ্যের পুলিশ অন্য রাজ্যের পুলিশকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করবে? হত্যাকারীরা উল্লাস করবে? তা স্বাধীন দেশে কখনও মেনে নেওয়া যায় না। শুধু তা-ই নয় মিজোরাম রাজ্যসভার সদস্য পরবর্তীতে অসমের অধিক সংখ্যক লোককে হত্যার করার জন্য প্ররোচনা মূলক বক্তব্য রাখার পরও এখনও কোনও সাজা হয়নি। যা ভবিষ্যতে অন্য রাজ্যে পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

অসম ও মিজোরাম পুলিশের সংঘর্ষকালীন সময়ে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে সাধারণ পোশাকে কারা মিজো পুলিশদের সঙ্গে ছিল তা খতিয়ে দেখা উচিত। চিনের মদতে মিজোরামের ভিতরে গজিয়ে ওঠা ড্রাগস ও আগ্নেয়াস্ত্র কারবার অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত এবং মিজোরামের মাটিতে ''বাই বাই ইন্ডিয়া'', ''ওয়েলকাম চায়না'' এ-সব লিখে প্রকাশ্যে যারা দেশবিরোধী প্রচার চালাচ্ছে এদের বিরুদ্ধেও কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান বিজেপি নেতা নীলোৎপল। সময় থাকতে এই সকল দেশ বিরোধীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ না নিলে ভবিষ্যতে দেশকে এর চরম মাশুল চুকাতে হবে।

এদিকে কংগ্রেস এবং সিপিআইএম দলের সাম্প্রতিক কিছু মনগড়া বক্তব্যের তীব্র ভাষায় নিন্দা জানিয়ে বিজেপি নেতা নীলোৎপল বলেন, দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকেও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সীমান্ত সমস্যা জিইয়ে রেখেছিল কংগ্রেস সরকার। যার মাশুল আজ রাজ্য পুলিশ সহ সীমান্তবর্তী সাধারণ জনগণকে প্রাণের বিনিময়ে দিতে হচ্ছে। তিনি কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে বলেন, প্রায় ৫৫ বছর ক্ষমতায় থেকেও সীমান্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে ব্যর্থ কংগ্রেস। বিজেপি নেতা নীলোৎপল বাবু বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ''জিরো টলারেন্স'' নীতি নিয়ে চলছে। বিজেপি দলের কাছে দেশ ও সমাজ সবকিছুর ঊর্ধ্বে। তাই দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করতে বিজেপি যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে প্রস্তুত।

আজকের সভায় উপস্থিত শতাধিক জনতা লায়লাপুরে মিজো আগ্রাসন রুখতে এবং মাতৃভূমির রক্ষার্থে শহিদ পুলিশ কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা সহ বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। এদিন ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য এবং প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সভার সূচনা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন কিষাণ মোর্চার জেলা সহ-সভাপতি ফণীভূষণ রায়, কিষাণ মোর্চার দক্ষিণ করিমগঞ্জ মণ্ডল সভাপতি অমিত নাগ, সীমা নাথ, রজতবরণ দাস প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

উঠে যাচ্ছে রেট্রোস্পেকটিভ ট্যাক্স স্বস্তিতে ভোডাফোন, কায়র্ন এনার্জি

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (হি.স.) : বৃহস্পতিবার লোকসভায় কর আইনের সংশোধনী পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। বিতর্কিত রেট্রোস্পেকটিভ কর বাতিল করার কথা বলা হয়েছে। ২০১২ সালের আর্থিক আইনে রেট্রোস্পেকটিভ কর নেওয়া চালু করেছিল দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার। এদিন অর্থমন্ত্রী সংশোধনী পেশ করেন, তাতে বলা হয়েছে, ২০১২ সালের আগে সম্পত্তির পরোক্ষ হস্তান্তরের ওপরে যে কর চাওয়া হয়েছিল, তা নাকচ করা হচ্ছে। কিন্তু এই সুবিধা পেতে গেলে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলিকে কয়েকটি শর্ত পালন করতে হবে। প্রথমত, তাদের সরকারের বিরুদ্ধে মামলা তুলে নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, কোনও ক্ষতিপূরণ দাবি করা চলবে না। একইসঙ্গে অর্থমন্ত্রী প্রস্তাব দিয়েছেন, যে কোম্পানিগুলি রেট্রোস্পেকটিভ ট্যাক্স হিসাবে অর্থ জমা দিয়েছে, তা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তবে সেই অর্থের ওপরে সুদ দেওয়া হবে না।

বিলে বলা হয়েছে, ''১৯৬১ সালের আয়কর আইন সংশোধন করার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে ২০১২ সালের ২৮ মে-র আগে কেউ যদি ভারতীয় সম্পদের হস্তান্তর করে থাকেন, তাঁকে কর দিতে হবে না।'' এই বিল আইনে পরিণত হলে ভোডাফোন ও কায়র্ন এনার্জির মতো সংস্থা বিশেষ সুবিধা পাবে। ওই সংস্থাগুলি রেট্রোস্পেকটিভ ট্যাক্সের বিরুদ্ধে ভারতের আদালতে মামলা করেছিল।

গত জুন মাসে বিশ্ব ব্যাঙ্ক জানায়, ২০২১ সালে দেশের অর্থনীতির বিকাশ হবে ৮.৩ শতাংশ হারে। তবে ২০২২ সালে বিকাশের সম্ভাবনা আর একটু কম দেখানো হয়েছে। মঙ্গলবার বিশ্ব ব্যাঙ্ক গ্লোবাল ইকনমিক প্রসপেক্টস নামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। তাতে বলা হয়, আগামী বছরে ভারতের অর্থনীতি ৭.৫ শতাংশ হারে বিকশিত হতে পারে। ২০২৩ সালে বিকশিত হতে পারে ৬.৫ শতাংশ হারে। ২০১৯ সালে ভারতের অর্থনীতি বিকশিত হয়েছিল চার শতাংশ হারে। ২০২০ সালে আশঙ্কা করা হয়েছিল, কোভিডের ধাক্কায় অর্থনীতির সংকোচন হবে ৭.৩ শতাংশ। সামগ্রিকভাবে ২০২১ সালে বিশ্ব অর্থনীতি বিকশিত হবে ৫.৬ শতাংশ হারে।

বাংলাদেশে করোনা আক্রান্তদের ৯৮ শতাংশের শরীরে ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট : অধ্যাপক মোহাম্মদ শারফুদ্দিন আহমেদ

ঢাকা, ৫ আগস্ট (হি. স.) : বাংলাদেশে করোনায় আক্রান্তদের ৯৮ শতাংশের শরীরেই অতি সংক্রামক ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট শনাক্ত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে এমনটাই জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ শারফুদ্দিন আহমেদ। চলতি বছরের ২৯ জুন থেকে ৩০ জুলাই পর্যন্ত করোনায় আক্রান্তদের নমুনার জিনোম সিকোয়েন্স থেকেই এমন বিস্ফোরক তথ্য পাওয়া গিয়েছে। গত মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে দেশে করোনার সুনামি শুরু হয়েছে। লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। মৃত্যুমিছিলের সারি ক্রমশই দীর্ঘ হচ্ছে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের দাপটের ফলেই দৈনিক সংক্রমণ ও মৃত্যু ক্রমশই ভয়াবহ হয়ে উঠছে। তার পরেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে করোনা আক্রান্তদের নমুনা সংগ্রহ করে জিনোম সিকোয়েন্সের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জিনোম সিকোয়েন্সিং রিসার্চ প্রজেক্টের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। এদিন দুপুরে সেই জিনোম সিকোয়েন্স সংক্রান্ত গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করে শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'গবেষণায় মোট ৩০০ কোভিড-১৯ পজিটিভ রোগীর ন্যাযোফ্যারিনজিয়াল সোয়াব স্যাম্পল থেকে নেক্সট জেনারেশন সিকোয়েন্সিংয়ের মাধ্যমে করোনাভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্সিং করা হয়। তাঁদের মধ্যে ৯৮ শতাংশের শরীরেই ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট শনাক্ত হয়েছে।'

'বিরোধীরা উগ্রপন্থীর চেয়ে খারাপ, কেবল অধিবেশন অচল করার প্রচেষ্টা করেন', অধ্যক্ষের মন্তব্যে উত্তপ্ত বিধানসভা, দু-দফায় মুলতুবি সদন

গুয়াহাটি, ৫ আগস্ট (হি.স.) : 'বিরোধীরা উগ্রপন্থীর চেয়েও খারাপ, কেবল অধিবেশন অচল করার প্রচেষ্টা করেন তাঁরা।' অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারির এই মন্তব্যে আজও বিরোধীদের হইহট্টগোলের দরুন প্রথমে ৪০ মিনিট এবং পরে আবার ৩০ মিনিটের জন্য অধিবেশন মুলতুবি রাখতে হয়েছিল অধ্যক্ষকে। তবে এই মন্তব্য থেকে 'উগ্রপন্থী' শব্দ প্রত্যাহার করে অধ্যক্ষ বলেছেন, ''আমি ট্রাইবেল-তো, তাই অসমিয়া ভাষা বেশি জানি না। তবে সদনের মর্যাদা রক্ষা করার দায়িত্ব সকলের। আপনারা আমার বক্তব্যের গোড়ায় যাননি।''

মূলত আজ বৃহস্পতিবার নির্ধারিত তিনটি প্রশ্নোত্তর পর্বের পর আরও সময় চেয়েছিলেন কংগ্রেসের কয়েকজন বিধায়ক। এতে সায় না দিয়ে নির্ধারিত তিনের বেশি প্রশ্ন আজ করা যাবে না বলে ঘোষণা করেন অধ্যক্ষ। তখন বিরোধীরা হইহট্টগোল শুরু করেন। হাতে প্ল্যা-কার্ড নিয়ে সদনে চেঁচামেচি করতে থাকেন রাইজর দলের একমাত্র বিধায়ক অখিল গগৈ। একে হইহট্টগোল, তার ওপর বিধানসভার ভিতরে প্ল্যা-কার্ড দেখে মেজাজ হারিয়ে ফেলেন অধ্যক্ষ দৈমারি। তিনি বলেন, 'বিধানসভায় অধিবেশন অচল করতে পূর্ব-পরিকল্পিতভাবে প্ল্যা-কার্ড নিয়ে প্রবেশ করেছেন সম্মানিত সদস্যরা। এ ধরনের আচরণ শোভনীয় নয়। আমরা উগ্রপন্থীদের চেয়েও খারাপ আচরণ করছি।'

তাঁর মন্তব্যে উত্তপ্ত হয়ে পড়ে বিধানসভা। সদনে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করতে থাকে বিরোধী শিবির। তাঁদের বক্তব্য, বিরোধী সদস্যদের উগ্রপন্থীর সঙ্গে তুলনা করেছেন অধ্যক্ষ। এই অভিযোগ তুলে প্রচণ্ড চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেন সব বিরোধী। এক সময় কংগ্রেসি বিধায়ক কমলেক্ষ দে পুরকায়স্থ এবং জাকির হুসেন শিকদার মেঝেতে বসে পড়েন। প্রতিবাদ এমন পর্যায়ে পৌঁছে, অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি কংগ্রেসের এই দুই বিধায়ককে সদন থেকে বহিষ্কার করতে বাধ্য হন। এরই মধ্যে বিরোধী সব বিধায়কও সদন ছেড়ে বেরিয়ে যান।

এদিকে অধ্যক্ষ দৈমারি তাঁর মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, ''রোজ রোজ যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হচ্ছে, তাতে উগ্রপন্থী আর আমাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায় থাকল? ভদ্রতা ও শিষ্টাচার বজায় রেখে আমরা সদনে কেন কথা বলতে পারি না? উগ্রপন্থী শব্দটি কোনও খারাপ শব্দ নয়। উগ্রকে যে বা যারা পন্থা হিসেবে গ্রহণ করে সে অনুযায়ী আচরণ করে তারা উগ্রপন্থীই। আমাদের ব্যবহার উগ্র হয়ে গেছে।''

সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দলনেতা প্রত্যুত্তরে বলেন, ''উগ্রপন্থী শব্দটি সন্ত্রাসবাদীর সমার্থক শব্দ। উগ্রপন্থী গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করে না। তাই এই শব্দটি প্রত্যাহার করুন।'' উগ্রপন্থী শব্দ প্রত্যাহার করতে অধ্যক্ষকের কাছে সোচ্চার দাবি জানান বিধায়ক অখিল গগৈও। অখিল বলেন, ''আপনি এই শব্দ সদনে ব্যবহার করতে পারেন না। আপনি চাইলে এ বিষয়ে আলোচনা করুন। জনসাধারণ সব দেখছেন।'' অখিল গগৈয়ের বক্তব্যের মাঝেই অধ্যক্ষ দৈমারির জবাব, ''অসমে বহু আন্দোলনকারী আছেন। অখিলের আন্দোলনও প্রচণ্ড উগ্র। এমন আচরণ করলে করে থাকুন।'' তখন অধ্যক্ষের সমর্থনে এগিয়ে আসেন শাসকপক্ষের বিধায়কগণ। শাসক-বিরোধী হট্টগোল যখন চরমে, তখন ফের দাঁড়িয়ে পড়েন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি। তিনি বলেন, ''শব্দটি বুঝতে আপনাদের গণ্ডগোল হয়েছে। উগ্রপন্থী শব্দের সঙ্গে আপনাদের আচরণের তুলনা করেছি মাত্র।'' অধ্যক্ষের আরও ব্যাখ্যা, ''উগ্রপন্থী মানে কি? আমরা যখন একটি সুপারি কাটতে না পেরে দরজার ফাঁকে ঢুকিয়ে টুকরো করি, তা-ই উগ্রবাদ। যাঁতি না পেয়ে যদি সুপারি ছুঁড়ে ফেলে দেই তা সন্ত্রাসবাদ। কারণ ছুঁড়ে ফেলে দিলে কার মাথা ফেটে রক্ত ঝরবে তার ঠিক নেই।''

এবার বিরোধীদের বোঝাতে দাঁড়ান বিজেপি বিধায়ক জয়ন্তমল্ল বরুয়া। তাঁর বক্তব্যের মধ্যেই বিরোধী দলনেতা দেবব্রত শইকিয়া দাবি তুলেন, ''শব্দটির ওপর রুলিং দিন। উগ্রপন্থী কাকে বলে? কেন ব্যবহার করা হয়। তুলনা করে বোঝাবেন? অসমে উগ্রপন্থী বলতে কী বোঝায়? তাই আমরা চাইছি, উগ্রপন্থী শব্দটি আপনি প্রত্যাহার করুন।'' আসন থেকে উঠে কংগ্রেস বিধায়ক রকিবুল হুসেনে বলেন, ''বিধানসভায় চোর, মিথ্যাবাদী শব্দও কেউ ব্যবহার করতে পারেন না। সেখানে উগ্রপন্থী কেন ব্যবহার করা হবে?'' তিনি বলেন, ''বিনম্রভাবে অনুরোধ করছি, সদনকে সুস্থভাবে চলার স্বার্থে উগ্রপন্থী শব্দটি প্রত্যাহার করুন।''

অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি ফের স্পষ্টীকরণ দেন। বলেন, ''আমার বক্তব্য বুঝতে কোথাও ভুল হচ্ছে। আমি ট্রাইবেল মানুষ। শব্দটি ব্যবহার করে বোঝাতে হয়তো কোথাও গরমিল হয়েছে। আমি বেশি শব্দও জানি না। তাছাড়া অসমিয়া ভাষাও আমার খুব বেশি জানা নেই। ব্যক্তিগত ভাবে আমি উগ্রপন্থী শব্দটি খারাপ বলে মনে করি না। আমি বলেছিলাম, আমাদের ব্যবহার উগ্রপন্থীদের চেয়েও খারাপ। যা-ই হোক, উগ্রপন্থী শব্দটি প্রত্যাহার করলাম।''

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

প্রেসার কুকারে রান্না খাবার কি স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী

বর্তমান অতি আধুনিকতার সংস্পর্শে এবং কর্মব্যস্ততম সময়ে রান্না-বান্না যত তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা যায়, ততোই ভালো। অনেকেই আজকাল এই কারণে অফিস টাইমে হোম ডেলিভারি বা রেস্তোরাঁর খাবারের উপর নির্ভরশীল। চটজলদি রান্না-বান্না সেরে ফেলতে প্রেসার কুকারের উপর ভরসা করেন অনেকেই। অনেকেই আবার মনে করেন, প্রেসার কুকারে রান্না করলে খাবারের পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায়। অনেকেই মনে করেন এটা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর! এ ধারণা কি ঠিক? আসুন জেনে নেয়া যাক.

সম্প্রতি সায়েন্স অব ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার নামে একটি মার্কিন স্বাস্থ্য বিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রেসার কুকারে রান্না করলে খাবারের লেক্টিনের মাত্রা কমে যায়। এই লেক্টিন এমন একটি ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান, যা খাবারের পুষ্টিগুণ নষ্ট করে দিতে সক্ষম। অর্থাত, এ দিক থেকে বিচার করলে প্রেসার কুকারে রান্না করলে খাবারের পুষ্টিগুণ বজায় থাকে ষোলআনা।

অধিকাংশ প্রেসার কুকার অ্যালমুনিয়ামের তৈরি। বিশেষজ্ঞদের মতে, অত্যাধিক গরম হয়ে গেলে প্রেসার কুকারের রান্নায় অ্যালমুনিয়ামের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে পুষ্টিগুণ নষ্ট করে দিতে পারে। তবে ইদানীং, অনেক প্রেসার কুকারই অ্যালমুনিয়ামের তৈরি নয়। সেগুলো লোহা বা মিশ্র ধাতুতে তৈরি যা খাবারের পুষ্টিগুণের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলে না। প্রেসার কুকারে রান্নার ক্ষেত্রে এক একটা খাবারের ক্ষেত্রে একেক রকম ফল হতে পারে। যেমন- প্রেসার কুকারে মাংস রান্না করলে তা সহজেই হজম হয়ে যায়। আবার প্রেসার কুকারে ভাত রান্না করলে তাতে জল বসে সেটি আরও ভারী হয়ে যায়। এই ভাত বেশি খাওয়া যায় না। বেশি খেলে তাড়াতাড়ি মোটা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

সব মিলিয়ে প্রেসার কুকারে রান্না করলে খাবারের পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার তত্ব মার্কিন পুষ্টিবিদদের কাছে তেমন গ্রহণযোগ্য হয়নি। বরং তাঁদের মতে, প্রেসার কুকারে রান্না করলে বাঁচে সময় আর গ্যাস বা জ্বালানিও বাঁচানো সম্ভব অনেকটাই।

শিশুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চান বাবাদের জন্য রইল পরামর্শ

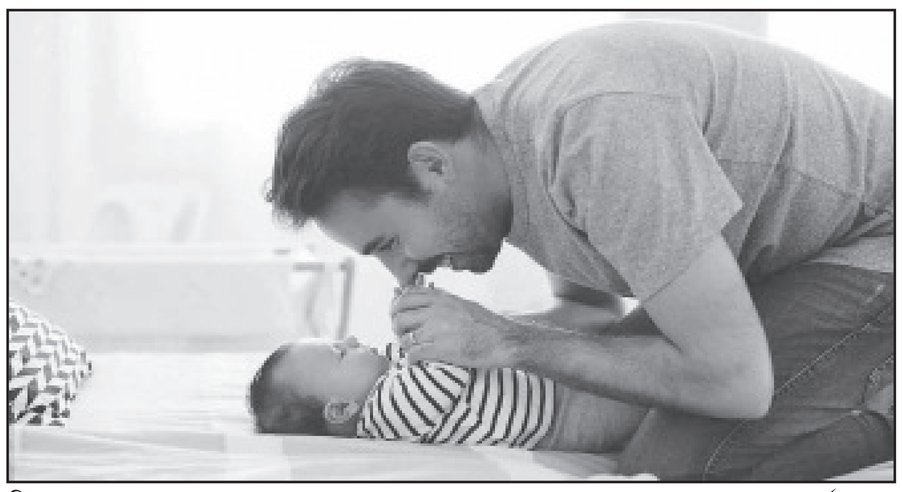

শিশুদের মায়ের কোলে সুন্দর দেখায়। এ কথার সঙ্গে পরিচিত সমাজ।

তাই বলে কি বাবারা শিশুর বন্ধু হয়ে উঠতে পারেন না? তা কিন্তু একেবারেই নয়। বরং সন্তানের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির সময় হল শৈশব। তখন থেকেই বাবারও তার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

মায়েদের দায়িত্ব থাকে অনেক। সেই সূত্রে সন্তান প্রথম কয়েকটা মাস বেশি থাকে মায়ের কোলের কাছেই। সেও এভাবে মায়ের আদরের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে যায়। কিন্তু নিজের মতো করে সন্তানকে কাছে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন বাবারাও।

কয়েকটি সহজ কাজ করলে সাহায্য হবে মায়েদের। আবার বন্ধুত্ব হবে শিশুর সঙ্গেও।

পড়া না পারলে বকুনি দেন শিশুকে? এতে কী ধরনের ক্ষতি হয় জানা আছে

বাবা-মা কাজে ব্যস্ত? একাই কী ভাবে ভাল থাকতে পারে শিশু

কেমন সে কাজ?

১) কোলে নিয়ে ঘরের মধ্যেই হেঁটে বেড়ান। বাবার স্পর্শের সঙ্গে এভাবেই অভ্যস্ত হবে শিশুটি।

২) মাঝেমধ্যে খাওয়ানোর দায়িত্ব নিন। যিনি খাইয়ে দেন, তার উপরে নির্ভর করতে শেখে শিশু।

৩) গান করুন বা কথা বলুন শিশুকে সামনে নিয়ে। তবে বাবার গলার স্বরের সঙ্গেও পরিচিত হবে সে।

একটি কাজও কঠিন নয়। নিজের আনন্দের জন্য করতে পারেন সদ্য পিতৃত্বের ভূমিকায় আসা যে কেউ। আবার শিশুও জ্ঞান হওয়ার আগে থেকেই জানতে পারবে যে, তার বাবা মায়ের মতোই ভাল!

এন-৯৫ নাকি ডবল সার্জিক্যাল মাস্ক

প্রতিদিনই বাড়ছে করোনায় আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, করোনা থেকে বাঁচতে মাস্ক, স্যানিটাইজার ব্যবহার, সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখার বিকল্প নেই।

করোনা প্রতিরোধে কোন মাস্ক বেশি কার্যকর তা নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। কেউ বলছেন এন-৯৫, কেউ আবার বলছেন ডবল সার্জিক্যাল মাস্ক বেশি উপকারী। কেউ আবার সুতির মাস্কের কথা বলছেন। অনেক চিকিতসক বলছেন, কেউ যদি এন- ৯৫ বা কোনও থ্রি-লেয়ারযুক্ত মাস্ক পরে থাকেন তবে তা একইরকম সুরক্ষা দেবে। তবে মাস্ক পরা অবস্থায় শ্বাস নেওয়ার পাশাপাশি মুখ এবং নাকের সঙ্গে ফিট কিনা তা ভালোভাবে লক্ষ্য করতে হবে। আবার কোনো কোনো চিকিতসক বলছেন, দ্বি-স্তরের সার্জিক্যাল মাস্ক বা কোনও কাপড়ে তৈরি একটি মাস্ক ব্যবহার করলে করোনা থেকে সুরক্ষিত থাকা যাবে।

চিকিতসকদের মতে, যদি কেউ এন-৯৫ বা থ্রি-প্লাই মাস্ক ব্যবহার করেন তবে, ডাবল মাস্কিংয়ের প্রয়োজন নেই। আবার কেউ দুটি মাস্ক পরলে ডাবল মাস্কিং থেকে অনেক বেশি সুরক্ষা মিলবে। তবে যদি কেউ এন-৯৫ মাস্ক পরেন তবে দ্বিতীয় মাস্কের প্রয়োজন নেই। তাদের মতে, এন-৯৫ মাস্ক বিমানবন্দর বা কোনও ভিড় জায়গায় যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, করোনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কেবল মাস্ক পরে রাখা যথেষ্ট নয়, সঠিক পদ্ধতিতে মাস্ক পরাও গুরুত্বপূর্ণ। মাস্ক পরার সময় নিশ্চিত হতে হবে এটা তার উপযুক্ত কিনা। তাদের মতে, মাস্ক এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে তা যেন সবসময় নাক এবং মুখকে ঢেকে রাখে। নাকের নীচে কখনই মাস্ক নামানো উচিত না।

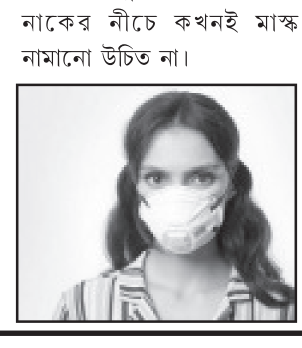

চুল পড়া নিয়ে নাজেহাল?

ক্যাস্টর অয়েল চুলের জন্য কতটা উপকারি, তা সকলেরই জানা। এই তেল যেমন চুল পড়া কমাতে পারে, তেমনই চুল ঘন এবং মজবুত করে তুলতে পারে। সাধারণত আমরা যে ক্যাস্টর অয়েল ব্যবহার করি সেটা হালকা হলুদ বর্ণের হয়, কিন্তু আপনি কি কখনও কালো ক্যাস্টর অয়েলের কথা শুনেছেন বা ব্যবহার করেছেন? অবাক হচ্ছেন নিশ্চয়ই!

কালো ক্যাস্টর অয়েলও চুলের জন্য খুব উপকারি বলে মনে করা হয়। এটি চুলের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। জেনে নিন কালো ক্যাস্টর অয়েলের ব্যবহার এবং উপকারিতা সম্পর্কে।

কালো ক্যাস্টর অয়েল তৈরির ব্যবহার করবেন?

চুল পড়া কমানোর জন্য ক্যাস্টর অয়েল খুব উপকারি। চুলে ক্যাস্টর অয়েল প্রয়োগ করার জন্য, এক টেবিল চামচ ক্যাস্টর অয়েল হালকা গরম করুন। ক্যাস্টর অয়েলের সাথে নারকেল তেল মেশান। নারকেল তেল দেওয়ার পরে, আপনি সহজেই চুলে ক্যাস্টর অয়েল লাগাতে পারবেন। নারকেল ও ক্যাস্টর অয়েল মিশ্রণের পরে সেটা মাথার ত্বকে ও চুলে ভাল করে লাগান। কিছুক্ষণ ম্যাসাজ করুন। আধঘণ্টা পরে শ্যাম্পু করে নিন।

কালো ক্যাস্টর অয়েল এর উপকারিতা

চুল ময়েশ্চারাইজ করে

ব্ল্যাক ক্যাস্টর অয়েলে পুষ্টিগুণ

পদ্ধতি

কালো ক্যাস্টর অয়েল তৈরির জন্য, গ্যাসে বা উনুনে লোহার কড়াই গরম করে তাতে বীজগুলি দিয়ে ভাল করে নাড়তে থাকুন। শুকনো কড়াইয়ে কিছুক্ষণ ভাজার পর, যখন দেখবেন বীজগুলি হালকা কালো হয়ে এসেছে তখন আঁচ একটু কমিয়ে দেবেন। তারপর বেশ কিছুক্ষণ নাড়তে থাকুন, যখন দেখবেন বীজগুলি একেবারে কালো হয়ে গেছে এবং সেগুলি থেকে ধোঁওয়া বেরোচ্ছে তখন গ্যাস বন্ধ করে দিন। খেয়াল করে দেখবেন, বীজগুলি থেকে তেলও বেরোতে শুরু করেছে। তারপর গরম বীজগুলি জলে ফেলে দিন। একটু ঠান্ডা হলে বীজগুলি তুলে অন্য পাত্রে নিয়ে তাতে বীজ ভেজানো জল একটু দিয়ে ভাল করে পিষে নিন।

এবার কড়াই গরম করে বীজের মিশ্রণটি ঢেলে দিন তাতে। তারপর ভাল করে ফোটাতে থাকুন। মাঝে মাঝে নাড়তে থাকবেন। এইভাবে কিছুক্ষণ ফোটানোর পর দেখবেন তেল তৈরি হয়ে গিয়েছে। তারপর তেলটি ছেঁকে নিন।

কীভাবে ব্ল্যাক ক্যাস্টর অয়েল ভরপুর, যেমন - ভিটামিন ই, ওমেগা ৬ ফ্যাটি অ্যাসিড এবং ওমেগা ৯ ফ্যাটি অ্যাসিড। এটি চুলকে ময়েশ্চারাইজ করতে সহায়তা করে এবং খুশকিও কমাতে পারে।

আরও পড়ুন : চুলের যত্নের সময় এই ৭টি ভুল মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে স্ক্যাল্প ও চুলের

নরম চুল

কালো ক্যাস্টর অয়েল একটি প্রাকৃতিক কন্ডিশনার, যা চুলকে নরম করতে সহায়তা করে। ক্যাস্টর অয়েল চুল ফাটা কমাতে পারে। ক্যাস্টর অয়েল ব্যবহারে নতুন চুল গজায়, যার কারণে চুল ঘন হয়। শুষ্ক-রুক্ষ চুলের সমস্যাও কমাতে পারে কালো ক্যাস্টর অয়েল।

চুল মজবুত করে গবেষণা অনুযায়ী, কালো ক্যাস্টর অয়েল মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে, যা চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এছাড়াও এই তেল মাথার ত্বকে পুষ্টি জোগায় এবং চুলের গোড়া শক্তিশালী করে, যার ফলে চুল ঘন এবং উজ্জ্বল হয়। গবেষণা অনুযায়ী, কালো ক্যাস্টর অয়েল হেয়ার ফলিকলস পুষ্ট করে চোখের পাতা এবং ভ্রু ঘন করতে তুলতে পারে।

আপনি কি এই অবস্থায় আদা খাচ্ছেন ক্ষতিকারক হতে পারে আপনার জন্য

আদাকে উপকারী খাবার হিসেবেই আমরা জানি। ঠাণ্ডা লাগা, ব্যথা কমানো, হজমের সমস্যা ছাড়াও আদার প্রভূত গুণ নিয়ে চিকিতসক, ডায়েটিশিয়ান, আয়ুর্বেদরা বারবার বলেছেন। তবে অত্যন্ত উপকারী এই খাবারই কোনো কোনো সময় শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। আদার মধ্যে এমন অনেক পদার্থ থাকে যা পেশির স্বাস্থ্য ভালো রাখতে ও হজমে সাহায্য করে।

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বেশি আদা খেলে পেশির সংকোচন ঘটিয়ে প্রিটার্ম লেবরের আশঙ্কা দেখা দেয়। বিশেষ করে শেষ ত্রৈমাসিকে আদা না খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকে চিকিতসকরা। প্রেগন্যান্সির শুরুর দিকে মর্নিং সিকনেস কাটাতে অল্প আদা খেতে পারেন। তবে অবশ্যই চিকিতসকের পরামর্শ নিয়ে। আদা শরীরে রক্ত সঞ্চালন বাড়াতে সাহায্য করে। ওবেসিটি বা ডায়াবেটিসের সমস্যায় তাই আদা খুবই উপকারী। আবার হিমোফিলিয়ার সমস্যা থাকলে আদার এই গুণ নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। হিমোফিলিয়া বংশগত ডিজঅর্ডার। ফ্যাক্টর এইটের (ক্লটিং প্রোটিন) অনুপস্থিতিতে রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না। ছোটখাটো কাটাছেঁড়া থেকে অনেক বেশি রক্তপাত, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। হিমোফিলিয়ার ওষুধের সঙ্গে আদা খেলে তা ওষুধের প্রভাবে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।

হাইপারটেনশন বা ডায়াবেটিসের ওষুধ খেলে আদা খাওয়া এড়িয়ে চলাই ভালো। আদা রক্তকে পাতলা করে রক্তচাপ কমিয়ে দেয়। তাই সাধারণভাবে আদা খাওয়া উপকারী হলেও অ্যান্টিকোয়াগুলান্ট, বিটাব্লকারস বা ইনসুলিনের মতো ওষুধের প্রভাব কমিয়ে দিতে পারে আদা। যদি আপনি ওজন বাড়ানোর চেষ্টা করে থাকেন তা হলে আদাযুক্ত খাবার বা আদা চা খাওয়া এড়িয়ে চলুন। আদার মধ্যে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার থাকে। যা পাকস্থলীর পিএইচ মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে পৌষ্টিকতন্ত্রকে উত্তেজিত করে তোলে। খিদে কমিয়ে ফ্যাট ঝরাতে সাহায্য করে আদা। প্রতিদিন আদা খেলে তা মেদ ঝরানোর পাশাপাশি চুল পড়া ও অনিয়মিত ঋতুস্রাবের সমস্যাও ডেকে আনতে পারে। তাই ওজন অতিরিক্ত কম হলে বা ওজন বাড়াতে চাইলে বেশি আদা না খাওয়াই ভালো।

কোন ডালের কি পুষ্টিগুন তা অবশ্যই জানা দরকার

ডালের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ডাল হলো উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের ভালো উতস। এটা শরীরে প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করে ও দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখে। এছাড়াও ডাল নানা রকম খনিজ ও পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ হওয়ায় তা শরীর সুস্থ রাখতে সহায়তা করে।

এই ডালের ব্যবহার এতো বেশি যে চালের পরেই এর স্থান। হরেক রকমের ডালের উপাদেয় রান্না। ভাতের সঙ্গে তো থাকছেই, রুটিতে ডাল না হলে চলেই না। হালুয়া, চর্চরি, খিচুড়ি, বিভিন্ন সবজির সঙ্গে ডালের প্রচলন রয়েছে।

স্বাদের দিক থেকে বিভিন্ন পদের ডাল বিভিন্ন স্বাদের। মুগ, মসুর, ছোলা, অড়হর, মটর- এমন আরও অনেক রকম ডাল রয়েছে। ডালের যে পুষ্টি রয়েছে তা সবাই জানেন। কিন্তু কোন ডালে কি পুষ্টিগুণ রয়েছে তা কি জানেন? এবার ডালের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে জেনে নিন-

মুগ ডাল

উচ্চ অঁশ ও উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের ভালো উতস এই ডাল। কাঁচা মুগ ডালে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ভিটামিন-বি, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ফোলেট, ম্যাঙ্গানিজ, কপার, জিঙ্ক ও ফাইবার। তাই এই ডাল যেমন সুস্বাদু, তেমনই পুষ্টিকরও। মুগ ডাল হজম করা খুবই সহজ। তাই বিভিন্ন রোগে রোগীকে মুগ ডালের খিচুড়ি খাবারের পরামর্শ দেন ডাক্তাররা। গর্ভবতী মহিলাদের জন্যও মুগের ডাল খাওয়া খুবই উপকারী।

মসুর ডাল মসুর ডালে প্রোটিন, পটাশিয়াম, ফাইবার, এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড, আয়রন, ভিটামিন-বি-১ প্রচুর পরিমাণে থাকায় এটি অত্যন্ত পুষ্টিকর। ১০০ গ্রাম রান্না করা মুসুর ডালে প্রায় ১১৬ ক্যালোরি থাকে। এছাড়া এতে ১১ শতাংশ ডায়েটারি ফাইবার, ৬৩ শতাংশ কার্বোহাইড্রেট, ২৫ শতাংশ প্রোটিন রয়েছে। গলা, অন্ত্রের বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে উপকারী এবং হিমোগ্লোমিন বাড়ায় মসুর ডাল। ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও এই ডাল উপকারী। মসুর ডাল রক্তে শর্করা আর কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। এছাড়াও এতে রয়েছে প্রোটিন ও খনিজ উপাদান।

অড়হর ডাল

অড়হর ডাল অত্যন্ত পুষ্টিকর। এই ডালে ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম, ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন-বি আর পটাশিয়াম রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। উচ্চ অঁশ ও প্রোটিন সমৃদ্ধ যা পেটভরা রাখে, ক্ষুধা কমায়, ওজন কমায় ও কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সহায়তা করে। এতে আছে ভিটামিন সি, ই, কে এবং বি-কমপ্লেক্স। এছাড়াও এতে ম্যাঙ্গানিজ, ফসফরাস, সোডিয়াম ও জিংক পাওয়া যায়।

ছোলার ডাল ছোলার ডাল বা চানা ডালে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, আয়রন, জিঙ্ক, ম্যাঙ্গানিজ, ফাইবার, কপার, ফোলেট, মলিবডেনামের মতো জরুরি উপাদান। যেগুলো আমাদের শরীর-স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত জরুরি। এই ডাল যেমন সুস্বাদু, তেমনই পুষ্টিকর। ডায়াবেটিসের রোগীদের যদি ছোলার ডাল খাওয়ানো যায়, তাহলে ভাল ফল মেলে। আর ছোলার ডালে কোলেস্টেরলের পরিমাণও কম।

বিউলির ডাল

হজমের সমস্যা কমাতে বিউলির ডাল অত্যন্ত কার্যকর। ভাতের সঙ্গে ছাড়াও পরোটা বা রুটির সঙ্গেও অনেকে এই ডাল খেতে ভালবাসেন। দোসা, বড়া বা এই জাতীয় পদ তৈরির ক্ষেত্রে বিউলির ডাল অপরিহার্য একটি উপাদান। এই ডালে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন।

রাজমা ডাল

বাড়তি ওজন নিয়ে চিন্তিত? খাবারে রাখুন রাজমা ডাল। রাজমায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন আর ফাইবার যা রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।

তরকার ডাল ডালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্যালসিয়াম রয়েছে তরকার ডালে। সেই সঙ্গেই এই ডালে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন আর ফ্যাট। তরকার ডালে নামমাত্র সোডিয়াম থাকায় ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও এটি খুবই উপকারী। উল্লেখ্য, ঘরে তৈরি ডাল ওজন কমাতে সহায়তা করে এবং এই ডাল অন্যান্য খাবারে সঙ্গে খাওয়া হলে ফলাফল আরও ভালো হয়। সব ধরনের ডাল বিশেষ করে উপরে উল্লেখিত ডালগুলো উচ্চ আশঁ ও প্রোটিন সমৃদ্ধ যা পেট ভরা রাখে এবং বিপাক বাড়াতে সহায়তা করে। তাই প্রতিদিন খাবার তালিকায় এক বাটি ডাল যোগ করুন। এটা শরীর সুস্থ রাখার পাশাপাশি ওজন কমাতেও সহায়তা করবে।

পারভোভাইরাসের সংক্রমণ বাড়ছে কুকুরদের মধ্যে

মানুষের মধ্যে যখন করোনা সংক্রমণ নিয়ে ভয়, ঠিক তখনই কুকুরদের মধ্যেও দেখা দিচ্ছে অন্য এক মহামারি। দক্ষিণ ভারতে কুকুরদের মধ্যে দ্রুত বাড়ছে পারভোভাইরাসের সংক্রমণ। কী হয় এর ফলে? কুকুরদের এই ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে বাঁচাবেনই বা কী করে? জানাচ্ছেন চিকিতসকেরা। হালে চেন্নাইয়ের এক পশুহাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিন ২৫০-এর বেশি পারভোভাইরাস সংক্রমিত কুকুরদের নিয়ে আসা হচ্ছে সেখানে। কী হয় এর ফলে? চিকিতসকেরা জানাচ্ছেন, এর মূল উপসর্গগুলি হল: পেটের গণ্ডগোল বমি তীব্র ক্লান্তি জ্বর এই ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে কী ভাবে পোষ্য কুকুরদের বাঁচানো যায়? পশুচিকিতসক দেবাশিস দত্ত জানাচ্ছেন, টিকাকারণ এবং নিয়মমাফিক বুস্টার টিকা দেওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পারভোভাইরাস সংক্রমণ নতুন কোনও অসুখ নয়। এটি আগেও ছিল। এর উন্নত মানের টিকাও আছে বাজারে। সেটি পারে কুকুরদের এই সংক্রমণ থেকে বাঁচাতে, বলেছেন তিনি। তাঁর পরামর্শ, এই সময়ে তিনটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে।

টিকাকরণ: চিকিতসকের পরামর্শ নিয়ে নির্দিষ্ট বয়সে কুকুরকে প্রথম টিকাটি দিতে হবে। তার পরে প্রতি বছর বুস্টার টিকা দিয়ে যেতে হবে। তা হলে পারভোভাইরাসের সংক্রমণের আশঙ্কা কমবে। বা সংক্রমণ হলেও, তার ভয়াবহতার মাত্রা কম হবে।

দূরত্ব বজায় রাখা: যদি জানা যায়, কোনও কুকুর পারভোভাইরাসে আক্রান্ত, তা হলে তার থেকে বাড়ির পোষ্য কুকুরকে দূরে রাখতে হবে। শুধু তাই নয়, আক্রান্ত কুকুরটির মালিকের থেকেও সুস্থ কুকুরটিকে এবং তার মালিকদের দূরে থাকতে হবে। না হলে আক্রান্ত কুকুরের মালিকের জামাকাপড় থেকেও সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে পারে।

পরিচ্ছন্নতা: কুকুরকে নিয়মিত স্নান করান। মুখ ধুয়ে দিন। ও যেখানে ঘুমায়, সেই বিছানা রোদে দিন বা পাল্টে দিন। খাবার আর জলের পাত্র প্রতি দিন দু-তিন বার করে সাবান দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করুন।

কুকুরকে তো না হয় নিরাপদে রাখা গেল। কিন্তু কুকুরের থেকে কি এই রোগ মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়তে পারে? বা মানুষও কি সংক্রমিত হতে পারে? তেমন কোনও প্রমাণ নেই। এমনই বলছেন চিকিতসকেরা। মানুষ জীবাণুটির বাহক হতে পারে। কোনও বিশেষ ব্যক্তি এক কুকুর থেকে অন্য কুকুরের মধ্যে জীবাণুটি ছড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু তাঁর সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা প্রায় নেই। এমনটাই বলছে চিকিতসাবিজ্ঞান।

অসম-মিজোরাম সীমান্তে শান্তি সম্প্রীতি অটুট রাখতে ইতিবাচক ব্যবস্থা নেবে দুই রাজ্য, শীর্ষ প্রতিনিধি বৈঠকে কেন্দ্রের পদক্ষেপকে স্বাগত

আইজল, ৫ আগস্ট (হি.স.) : বিবদমান প্রতিবেশী দুই রাজ্যের মন্ত্রীস্তরীয় বৈঠকে সীমা বিবাদ নিষ্পত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে সহমত পোষণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নির্দেশে আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর আইজল ক্লাবে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক আলোচনাসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, মিজোরাম কিংবা অসম সরকার আন্তঃরাজ্য সীমান্তে বন এবং পুলিশ বাহিনী পাঠাবে না বা মোতায়েনও করবে না। কেন্দ্রীয় সরকার সীমান্তে যে নিরপেক্ষ বাহিনী মোতায়েন করেছে তাকে স্বাগত জানিয়েছেন দুই রাজ্যের প্রতিনিধিরা। বিবদমান সীমান্তে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং প্রতিবেশী দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে উদ্যোগ নিয়েছেন তাকে স্বাগত জানানো হয়েছে শীর্ষ বৈঠকে।

আজ বৈঠক শেষে অসমের সীমান্ত অঞ্চল উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী অতুল বরা, মিজোরামের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালসামলিয়ানা, অসমের সীমান্ত সুরক্ষা ও উন্নয়ন দফতরের কমিশনার-সচিব জ্ঞানেন্দ্রদেও ত্রিপাঠী এবং মিজোরামের গৃহসচিব ভানলালঙ্গাইসাকা স্বাক্ষরিত যৌথ বিবৃতি জারি করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, অসমের কাছাড়, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ জেলা এবং মিজোরামের মামিত ও কলাশিব জেলার আন্তঃ রাজ্য সীমান্তে দুই রাজ্যের বন ও পুলিশ বাহিনী টহল দেবে না। শান্তি বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় নিরপেক্ষ বাহিনীই যথেষ্ট।

আন্তঃরাজ্য সীমান্তে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখতে উভয় সরকারের প্রতিনিধিরা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে প্রতিবেশী দুই রাজ্য সরকার। এ ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন অসম এবং মিজোরাম সরকারের শীর্ষ প্রতিনিধিরা।

বৈঠক শুরু হওয়ার আগে গত ২৬ জুলাই কাছাড়ের (অসম) লায়লাপুরে সংঘটিত ঘটনায় নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করার পাশাপাশি গুলিবিদ্ধ আহতদের আশু আরোগ্য কামনা করেছেন প্রতিনিধিরা।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, অসম-মিজোরাম আন্তঃরাজ্য সীমা বিবাদের নিষ্পত্তি-সূত্র বের করতে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে আইজলে এসেছেন অসমের দুই মন্ত্রী অতুল বরা এবং অশোক সিংঘল। তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন অসমের কয়েকজন শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিকও

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মধ্যস্থতায় অসম এবং মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী যথাক্রমে হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং জোরামথাঙ্গা প্রতিবেশী দুই রাজ্যের মন্ত্রীস্তরে আলোচনা করতে আজকের দিনকে নির্ধারিত করা হয়। সে অনুযায়ী অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার নির্দেশে সীমান্ত অঞ্চল উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী অতুল বরা এবং নগরোন্নয়ন এবং জলসেচ দফতরের মন্ত্রী অশোক সিংঘল আজ সকালে গুয়হাটি থেকে বিমানে এসে পৌঁছেছেন আইজলে। তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন সীমান্ত সুরক্ষা ও উন্নয়ন দফতরের কমিশনার-সচিব জ্ঞানেন্দ্রদেও ত্রিপাঠী।

অসম-মিজোরাম সীমান্তে স্থায়ী শান্তি এবং প্রতিবেশী দুই রাজ্যের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন মজবুত করার লক্ষ্যে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনায় বসেছিলেন অসমের দুই মন্ত্রী এবং মিজোরামের স্বরাষ্ট্র দফতরের মন্ত্রী ও সচিব যথাক্রমে লালসামলিয়ানা এবং ভানলালঙ্গাইসাকা। দুই রাজ্যের প্রতিনিধিদের মধ্যে দেড় ঘণ্টার বেশি সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছে।

শিবনগর মর্ডান ক্লাবের উদ্যোগে আমরা তরুণ দলের রক্তদান শিবিরের পরিদর্শন করেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি ঃ নিজস্ব

সৌজন্যে ঘূর্ণাবর্ত ও মৌসুমী অক্ষরেখা, আগামী ২৪ ঘন্টা বঙ্গে বৃষ্টির সতর্কতা

কলকাতা, ৫ আগস্ট (হি.স.): বৃষ্টি থেকে নিস্তার নেই আপাতত! আগামী ২৪ ঘন্টা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণ ও উত্তর পরগনা, মেদিনীপুর, বর্ধমান ছাড়াও হাওড়া এবং হুগলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা, বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়াতেও ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

উত্তর বঙ্গোপসাগরে তৈরি ঘূর্ণাবর্তের জেরে আগামী ২৪ ঘণ্টায় উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সেই বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও বাড়াতে পারে বীরভূমের শ্রীনিকেতন, ডায়মন্ড হারবারের উপর দিয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত মৌসুমী অক্ষরেখা। বৃস্পতিবার সকাল থেকেই কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার আকাশ ছিল মেঘলা। মাঝেমধ্যেই বৃষ্টি হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় কলকাতায় বৃষ্টি হয়েছে ২৪.৭ মিলিমিটার।

বারামুল্লায় পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি জঙ্গিদের, হতাহতের খবর নেই

শ্রীনগর, ৫ আগস্ট (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলায় ফের সন্ত্রাসবাদীদের উপদ্রব। বৃহস্পতিবার সকালে বারামুল্লা জেলার সোপোরে শহরের বাটপোরা চকে পুলিশ কর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা। সৌভাগ্যবশত গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। হামলা চালানোর পরই জঙ্গিরা পালিয়ে যায়। এই হামলায় হতাহতের কোনও খবর নেই।

কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল ১০.২০ মিনিট নাগাদ উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার সোপোরে টাউনের বাটপোরা চকে পুলিশ কর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা। খুব কাছ থেকেই গুলি চালায় জঙ্গিরা। কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রস্ট হওয়ায় রক্ষা পেয়েছেন পুলিশ কর্মীরা। হামলা চালানোর পরই জঙ্গিরা পালিয়ে যায়। জঙ্গিদের খোঁজে গোটা এলাকা ঘিরে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে সুরক্ষা বাহিনী।

৩৭০ অনুচ্ছেদ রদের দ্বিতীয় বছর, শ্রীনগর-সহ কাশ্মীরে কড়া নিরাপত্তা

শ্রীনগর, ৫ আগস্ট (হি.স.): দেখতে দেখতে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের দু"বছর হয়ে গেল। এই দিনই বাতিল করা হয়েছিল ৩৭০ অনুচ্ছেদ। তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বৃহস্পতিবার শ্রীনগর-সহ কাশ্মীরের সর্বত্র বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা। বুধবার থেকেই শ্রীনগরের লাল চক, জাহাঙ্গীর চক, হরি সিং হাই স্ট্রিট, রেগাল চক, টিআরসি চক প্রভৃতি এলাকায় নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। তল্লাশি চালানো হয় সন্দেহজনক গাড়িতে। একইভাবে কঠোর নিরাপত্তা ছিল বৃহস্পতিবারও। শ্রীনগর ছাড়াও কাশ্মীরের অন্যত্র জেলা সদর গুলিতেও নিরাপত্তা বাড়ানো হয়। পন্থ চক, পারিমপোরা ও অন্যান্য স্থান থেকে শ্রীনগর শহরের দিকে আসা পথে সতর্ক নজরদারি চালানো হয়েছে। এদিকে, এদিনই জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার সোপোরে শহরে হামলা চালাল জঙ্গিরা, যদিও অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন পুলিশ কর্মীরা। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট জম্মু-কাশ্মীর নিয়ে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেয় নরেন্দ্র মোদী সরকার। বাতিল করা হয় জম্মু-কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া ৩৭০ ধারা।

বারামুল্লায় গুলি চালিয়ে হামলা জঙ্গিদের, পুলিশ বলল গুজব !

শ্রীনগর, ৫ আগস্ট (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলায় ফের সন্ত্রাসবাদীদের উপদ্রব। বৃহস্পতিবার সকালে বারামুল্লা জেলার সোপোরে শহরের বাটপোরা চকে পুলিশ কর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা। সৌভাগ্যবশত গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। হামলা চালানোর পরই জঙ্গিরা পালিয়ে যায়। এই হামলায় হতাহতের কোনও খবর নেই। এই হামলার ঘটনাকে "গুজব" বলে উড়িয়ে দিয়েছে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ।

এদিন প্রথমে জানা যায়, বৃহস্পতিবার সকাল ১০.২০ মিনিট নাগাদ উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার সোপোরে টাউনের বাটপোরা চকে পুলিশ কর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা। খুব কাছ থেকেই গুলি চালায় জঙ্গিরা। কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রস্ট হওয়ায় রক্ষা পেয়েছেন পুলিশ কর্মীরা। হামলা চালানোর পরই জঙ্গিরা পালিয়ে যায়। জঙ্গিদের খোঁজে গোটা এলাকা ঘিরে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে সুরক্ষা বাহিনী। এ প্রসঙ্গে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, সোপোরের মেইন চকে এমন কোনও হামলাই হয়নি। গুজবে কান না দেওয়ার জন্য মানুষের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ভারতের সঙ্গে সীমিত পরিসরে বিমান পরিষেবা চালুর সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ সরকারের

ঢাকা, ৩ আগস্ট (হি. স.) : ফের ভারতের সঙ্গে সীমিত পরিসরে বিমান পরিষেবা চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। দু'দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত 'এয়ার বাবল' চুক্তির অধীনে এই পরিষেবা চালু হচ্ছে বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের সচিব (পূর্ব) মাশফি বিনতে শামস।

করোনাভাইরাসের বেনজির সংক্রমণের কারণে গত ২৩ মার্চ থেকে বন্ধ ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিমান চলাচল। ফলে বিপাকে পড়েছেন অসংখ্য যাত্রী। বিশেষ করে চিকিৎসার প্রয়োজনে কলকাতা সহ ভারতের বিভিন্ন শহরে যাওয়া বাংলাদেশিরা। সেই অসুবিধার কথা মাথায় রেখে বিমান পরিষেবা চালু হবে তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। প্রাথমিকভাবে সপ্তাহে চারটির মতো বিমান চলতে পারে বলে জানা গিয়েছে। সম্প্রতি দেশে করোনার সংক্রমণ কমে যাওয়ায় ফের বিমান পরিষেবা চালুর জন্য বাংলাদেশ বিদেশ মন্ত্রককে অনুরোধ জানায় ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। এদিন আন্তঃ মন্ত্রণালয় কমিটির বৈঠকে ভারতের সঙ্গে পুনরায় বিমান পরিষেবা চালুর ক্ষেত্রে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

অসম-মিজোরাম সীমা বিবাদ, মীমাংসা সূত্র বের করতে আইজলে অসমের দুই মন্ত্রী

আইজল, ৫ আগস্ট (হি.স.) : অসম-মিজোরাম আন্তঃরাজ্য সীমা বিবাদের নিষ্পত্তি-সূত্র বের করতে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে আইজলে এসে পৌঁছেছেন অসমের দুই মন্ত্রী অতুল বরা এবং অশোক সিংঘল। তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন অসমের কয়েকজন শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিকও

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মধ্যস্থতায় অসম এবং মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী যথাক্রমে হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং জোরামথাঙ্গা প্রতিবেশী দুই রাজ্যের মন্ত্রীস্তরে আলোচনা করতে আজকের দিনকে নির্ধারিত করা হয়। সে অনুযায়ী অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার নির্দেশে সীমান্ত অঞ্চল উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী অতুল বরা এবং নগরোন্নয়ন এবং জলসেচ দফতরের মন্ত্রী অশোক সিংঘল আজ সকালে গুয়হাটি থেকে বিমানে এসে পৌঁছেছেন আইজলে। তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন সীমান্ত সুরক্ষা ও উন্নয়ন দফতরের কমিশনার-সচিব জ্ঞানেন্দ্রদেও ত্রিপাঠী। অসম-মিজোরাম সীমান্তে স্থায়ী শান্তি এবং প্রতিবেশী দুই রাজ্যের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন মজবুত করার লক্ষ্যে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনায় বসবেন অসমের দুই মন্ত্রী এবং মিজোরামের স্বরাষ্ট্র দফতরের মন্ত্রী ও সচিব যতাক্রমে লালসামলিয়ানা এবং ভানলালঙ্গাইসাকা। ধারণা করা হচ্ছে, দুই রাজ্যের প্রতিনিধিদের মধ্যে এক ঘণ্টার বেশি সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হবে।

দিল্লিতে মুকুল রায়ের বাড়ি ধরে রাখতে তৎপর তৃণমূল, সরাতে মরিয়া বিজেপি

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (হি.স.) : রাজধানীর সাউথ অ্যাভিনিউয়ের ৮১ নম্বর বাড়িটি যাতে মুকুল রায়েরই থাকে, তার জন্য লড়াই ছাড়ছে না তৃণমূল। দলের রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন এর আগে আবেদন করেছিলেন, তাঁর অতিথি আবাস হিসেবে যেন ওই বাড়িটি পাওয়া যায়। রাজ্যসভার সচিবালয় থেকে নেতিবাচক জবাব এসেছে। এর পরে হাল না ছেড়ে তৃণমূলের আর এক সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় ওই একই আবেদন জানিয়েছেন। অপেক্ষা করা হচ্ছে উত্তরের।

দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এই বাড়িতে থাকছেন মুকুল। এখানে থাকাকালীনই তিনি তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। সম্প্রতি নয়াদিল্লির এস্টেট ডিরেক্টরেটের অধিকর্তাকে নোটিস পাঠানো হয়েছে রাজ্যসভার সচিবালয়ের পক্ষ থেকে। এই বাড়িটি ছিল বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ স্বপন দাশগুপ্তের নামে, তাঁর অতিথি আবাস হিসেবে। এখন মুকুল আর বিজেপিতে নেই। রাজনৈতিক সূত্র বলছে, স্বাভাবিক ভাবেই ওই বাড়ি থেকে মুকুলকে সরানোর জন্য সক্রিয় হয়েছে বিজেপি।

অসম : পরকীয়ার মর্মান্তিক পরিণতি, প্রেমিকের সঙ্গে আত্মঘাতী গৃহবধূ

তামুলপুর (অসম), ৫ আগস্ট (হি.স.) : পরকীয়ার মর্মান্তিক পরিণতি ঘটেছে বাকসা জেলার অন্তর্গত তামুলপুর মহকুমার কাউলি এলাকার চন্দ্রনগরে। স্বামী, পুত্র ও কন্যাকে রেখে প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে আত্মহত্যা করেছেন গৃহবধূ।

আজ বৃহস্পতিবার কুমারীকাটা থানার ওসি জানান, গতকাল সন্ধ্যার দিয়ে স্বামীগৃহ থেকে বেরিয়েছিলেন গৃহবধূটি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর রাতের দিকে স্থানীয় চন্দ্রপুরের বাসিন্দা প্রেমিক বিপুল দে-র বাড়িতে গিয়ে তার ঘরে দুজনের দেহ উদ্ধার করা হয়। তারা উভয়ে বিষ খেয়েছিলেন।

বিপুলের ঘর বহুক্ষণ বন্ধ ছিল। তা দেখে বিপুলের পরিবারের সদস্যরা ঘরের দরজা ভেঙে দুজনকে মুমূর্ষু অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে কুমারীকাটা হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু হাসপাতালের কর্তব্যরত ডাক্তার বিপুল দেকে মৃত বলে ঘোষণা করে সংকটজনক অবস্থায় উন্নত চিকিৎসার জন্য গৃহবধূকে গুয়াহাটিতে রেফার করেন। কিন্তু গুয়াহাটি যাওয়ার পথে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন দুই সন্তানের মা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে নিহত বিপুল ও তার প্রেমিকার মৃতদেহ পুলিশ ময়না তদন্তের জন্য বাকসা জেলা সদর মুসলপুর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সমীপ / অরবিন্দ

বিমান হানার পাল্টা আফগান মন্ত্রীদের প্রানে মারার হুমকি তালিবানের

কাবুল, ৫ আগস্ট (হি.স.) : এলাকা দখলের পাশাপাশি আফগানিস্তানের মন্ত্রীদেরও খতম করতে চাইছে তালিবান। দেশজুড়ে বোমাবর্ষণের বদলা নিতে হামলা অব্যাহত রাখা হবে। এমনই হুঁশিয়ারি দিয়েছে তালিবান জঙ্গিরা। বিমানহানার পালটা মন্ত্রীদের টার্গেট করা হচ্ছে বলেই হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে বলেই জানান হয়েছে তালিবানের মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদ।

মার্কিনি সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের পরই আফগানিস্তান দখলের লড়াইয়ে নেমে পড়েছে তালিবান জঙ্গি গোষ্ঠী। একের পর এক শহর দখল করছে তাঁরা। পালটা সন্ত্রাসবাদী শক্তিকে পরাস্ত করতে বিমান হানা চালাচ্ছে আফগান বাহিনী। সহায়তা করছে আমেরিকাও। যার জেরে সেদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু তালিবানি জেহাদির খতম হওয়ার খবর আসছে। এবার পালটা দেশের সরকারি মন্ত্রী ও আধিকারিকদের টার্গেট করছে তালিবানেরা।

এ প্রসঙ্গে তালিবানের মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদ জানান, "বিমানহানার পালটা মন্ত্রীদের টার্গেট করা হচ্ছে। এবার কাবুলের মন্ত্রী এবং প্রশাসনিক কর্তাদের উপর হামলা করা হবে। দেশের বিভিন্নপ্রান্তের বিমানহানার বদলা নেব আমরা।" এই হুঁশিয়ারি দেওয়ার পরই নিরাপত্তায় মোড়া গ্রিন জোনে বিস্ফোরণ ঘটে। এই এলাকায় একাধিক রাষ্ট্রদূতের বাড়ি রয়েছে। এমন এলাকায় গুলিও চলে বলে অভিযোগ।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার রাতে কঠোর নিরাপত্তা বলয়ে থাকা প্রতিরক্ষামন্ত্রী বিসমিল্লাহ মহম্মদির বাড়ির সামনে বিস্ফোরণ হয়। মন্ত্রী অক্ষত থাকলেও ৮ জনের মৃত্যু হয়। জখম হন আরও ২০ জন। শুরু হয় ভয়ঙ্কর গুলিযুদ্ধ।

সাংবাদিকতার ওপর গবেষণাপত্র জমা দিলেন করিমগঞ্জের বিভাস বর্ধন

করিমগঞ্জ (অসম), ৫ আগস্ট (হি.স.) : মিডিয়া ফেলোশিপ অ্যাওয়ার্ডের বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত গবেষণার বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট বিভাগে জমা দিয়েছেন করিমগঞ্জের তরুণ আইনজীবী তথা সাংবাদিক বিভাস বর্ধন। রাজ্যের মিডিয়া ফেলোশিপ (২০২০-২১) পুরস্কারে ভূষিত বরাক উপত্যকার একমাত্র সাংবাদিক বিভাস বর্ধন আজ সাংবাদিকতার ওপর তাঁর গবেষণাপত্র অসমের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগে জমা দিয়েছেন। বিভাসের দীর্ঘ এই গবেষণাপত্রে বরাকের গ্রামীণ ক্ষুদ্র শিল্প অসম সহ উত্তরপূর্ব ভারতের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গঠনে কীভাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে এবং এ-সব শিল্পী ও শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁর গবেষণায় অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেন তিনি। সাংবাদিক বিভাস বর্ধনের গবেষণার উপজীব্য বিষয় ছিল 'কালিগঞ্জের শীতলপাটি এবং স্বাধীনত্তোর ভারতে বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গঠনে এই শিল্প ও শিল্পীদের অবদান'। তাঁর গবেষণালব্ধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যসমৃদ্ধ প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত বিষয়টি উচ্চ প্রশংসার দাবি রাখে।

উল্লেখ্য, অসমের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক বরাক উপত্যকা থেকে এ বছর সাংবাদিকতার ওপর গবেষণার জন্য একমাত্র বিভাস বর্ধনকে গত জানুয়ারি মাসে মনোনীত করা হয়েছিল। গত ৬ ফেব্রুয়ারি গুয়াহাটির শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনয়াল মিডিয়া ফেলোশিপ পুরস্কারটি বিভাস বর্ধনের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। রাজ্যের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ থেকে সাংবাদিক বিভাস বর্ধনের সঙ্গে ফেলোশিপ অ্যাওয়ার্ডের বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত গবেষণার বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই বিধি বা নীতি নির্দেশিকা অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গবেষণার কাজ শেষ করে আজ গবেষণাপত্র রাজ্যের তথ্য ও জনসংযোগ দফতরে জমা দিয়েছেন বিভাস বর্ধন।

আইনজীবী বিভাস বর্ধন বর্তমানে করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত "দৈনিক নববার্তা প্রসঙ্গ" ও গুয়াহাটি থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক "দ্য আসাম ট্রিবিউন" পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। এর আগে তিনি অন্যান্য সংবাদপত্রের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত রজনীগন্ধা ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্রের সম্পাদকের পদও তিনি দীর্ঘদিন থেকে দায়িত্ব সহকারে পালন করে আসছেন।

অসমে সিএএ বিরোধী আন্দোলনের নেতাকে দলে চায় তৃণমূল

কলকাতা, ৫ আগস্ট (হি.স.) : ত্রিপুরার পর এবার নজর অসমে। অসমের সিএএ বিরোধী আন্দোলনের নেতাকে দলে যোগদানের প্রস্তাব দিয়েছে তৃণমূল। যা থেকে মনে করা হচ্ছে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে সংগঠন বিস্তার করতে চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই ত্রিপুরা নিয়ে ময়দানে নেমেছেন অভিষেক। মমতাও ত্রিপুরা সফরে যেতে পারেন বলে জানিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এর পর তৃণমূল নেতৃত্ব নজর দিচ্ছেন অসমের দিকে। সূত্রের খবর, অসমের শিবসাগরের বিধায়ক তথা রাজৌর দলের নেতা অখিল গগৈকে দলে যোগদানে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তৃণমূল শীর্ষনেতৃত্বের তরফে। সূত্রের খবর, রাজৌর দলের প্রতিনিধিরা ইতিমধ্যেই দু'বার কলকাতায় এসে কালীঘাটের দফতরে তৃণমূল শীর্ষনেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করে গিয়েছেন। সেই বৈঠকে প্রথমে তাঁদের সরাসরি তৃণমূলে যোগদানের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বিকল্প পথ হিসেবে দলের সরাসরি যোগ না দিলেও অসমে জোট গড়ে ভোটের লড়াইয়ে প্রস্তাব রয়েছে। অসমের রাজনীতিতে অখিল পরিচিত নাম। মধ্য চল্লিশের অখিল গত দু'দশক ধরে সমাজকর্মী হিসেবে কাজ করেছেন। 'ইন্ডিয়া এগেনস্ট করাপশন' সংগঠনকে সামনে রেখে ভারতীয় রাজনীতিতে দুর্নীতি রুখতে অসমে ব্যাপক আন্দোলন করেছিলেন তিনি। ওই রাজ্যের কৃষকদের দাবি আদায়ের জন্য 'কৃষক মুক্তিসংগ্রাম সমিতি' গড়েও সরব হয়েছিলেন। এছাড়াও, তথ্যের অধিকার আইন নিয়েও উল্লেখযোগ্য কাজ রয়েছে তাঁর। এছাড়া তৃণমূল শীর্ষনেতৃত্বের সঙ্গে তাঁদের যে কলকাতায় দু'দফায় বৈঠক হয়েছে, তা স্বীকার করে নিয়েছেন রাজৌর দলে অখিল-ঘনিষ্ঠ নেতা অম্লানজ্যোতি গগৈ। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

অসম : মুন স্বর্ণকারের উচ্চ আদালতে মামলার জের বরপেটা থেকে হাইলাকান্দি এল আলগাপুরের ইভিএম

হাইলাকান্দি (অসম), ৫ আগস্ট (হি.স.) : এ মুহূর্তে হাইলাকান্দিতে কোনও নির্বাচন বা উপ-নির্বাচন অবশ্যই নয়, কিন্তু বরপেটা জেলা থেকে ইভিএম নিয়ে আসা হয়েছে হাইলাকান্দিতে! এতে হতচকিত স্থানীয়রা। জেলাশাসক কার্যালয় চত্বরে অবস্থিত 'ওয়ারহাউস'-এ হঠাৎ ভোটের বাক্স নিয়ে যাওয়া দেখে অনেকের চোখ চড়কগাছ। তবে কি ফের ভোটের বাদ্যি বেজে উঠল? জেলাশাসক কার্যালয়ের সামনে দিনভর এমন কানাঘোঁষা সচেতন, বিশেষ করে রাজনৈতিক সচেতন নাগরিকদের মধ্যে।

বুধবার বেলা ১২টা নাগাদ হাইলাকান্দি এসে পৌঁছে আলগাপুরের ইভিএমগুলি। এর মধ্যে রয়েছে ১৪টি ব্যালট ইউনিট, ছয়টি কন্টোল ইউনিট এবং আটটি ভিভিপ্যাট। সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে আলগাপুরে ব্যবহার করা হয়েছিল এই ইভিএমগুলি।

আলগাপুরের এআইইউডিএফ বিধায়ক হাজি নিজাম উদ্দিন চৌধুরীর বিরুদ্ধে গৌহাটি হাইকোর্টে মনোনয়নপত্রের সঙ্গে প্রদত্ত শপথনামায় ভুল তথ্য দেওয়া এবং তথ্য গোপন করার ঘোরতর অভিযোগ করে এর যথার্থ ন্যায় চেয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন বিজেপির পরাজিত প্রার্থী মুন স্বর্ণকার। তাঁর আবেদনের ভিত্তিতে ৪/২০২১ নম্বরে ভারতীয় জনপ্রতিনিধি আইন ১৯৫১-এর ৮০ নম্বর ধারায় মামলা রেজিস্ট্রি হয় হাইকোর্টে। শুরু হয় শুনানি। শুনানি ও তদন্তক্রমে সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে আলগাপুর আসনে ব্যবহৃত সবকটি ইভিএম হাইলাকান্দিতে এনে সিল করার নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। এই নির্দেশের প্রেক্ষিতেই সুদূর বরপেটা থেকে হাইলাকান্দিতে এসে পৌঁছে ইভিএম ও ভিভিপ্যাটগুলি। এখানে জেলার প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সভাপতি, সম্পাদকদের উপস্থিতিতে জেলা নির্বাচন বিভাগের তরফে ইভিএমগুলি সিল করে জেলাশাসক কার্যালয় চত্বরে ওয়ারহাউসে রাখা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৭ জুলাই গৌহাটি হাইকোর্টে আলগাপুরের বিধায়ক নিজাম উদ্দিন চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিলেন ২০২১-এর নির্বাচনে এই আসনে বিজেপির পরাজিত প্রার্থী মুন স্বর্ণকার। মামলায় গেরুয়া দলের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যা মুন স্বর্ণকার বিধায়ক নিজাম উদ্দিনের বিরুদ্ধে শপথনামায় ভুল তথ্য দেওয়া ও তথ্য গোপন করার ঘোরতর অভিযোগ এনেছিলেন তিনি। মামলাটি গৌহাটি হাইকোর্টে গত ১৬ জুলাই ৪/২০২১ নম্বরে ও ভারতীয় জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫১-এর ৮০ নম্বর ধারায় নথিভুক্ত হয়। এর পর গত ২৬ জুলাই মামলার প্রথম শুনানিতে হাইকোর্ট বিধায়ক নিজাম উদ্দিনকে একটি কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করে তার বিধায়ক পদকে কেন 'ভয়েড' বা অকার্যকর করা হবে না তা জানানোর নির্দেশ দিয়েছিল। আদালতের তরফে আগামী তিন সেপ্টেম্বরের মধ্যে এর উত্তর দিতে নির্দেশ দেওয়া হয় নিজাম উদ্দিন চৌধুরীকে। এই মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই হাইলাকান্দিতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনে ব্যবহৃত ইভিএমগুলিকে। এদিকে, হাইকোর্ট এবং জেলা প্রশাসনের এই পদক্ষেপে সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন বিজেপি নেত্রী মুন স্বর্ণকার। তাঁর আশা, এবার ন্যায় বিচার হবে। হিন্দুস্থান সমাচার /

'বার ডান্সার' লাভলি মুক্তি, একশো দিন কারাবাসের পরে ঢাকায় ফেরাচ্ছে আদালত

কলকাতা, ৫ আগস্ট (হি.স.) : দেশে ফেরার আবেদন করে কলকাতা হাইকোর্টে জয় পেলেন বাংলাদেশের বাসিন্দা পানশালার নর্তকী লাভলি আখতার। এ দেশে দীর্ঘদিন আটকে থাকার পর বৃহস্পতিবার তাঁকে মুক্তির নির্দেশ দিল আদালত। এমনকি ওই মহিলাকে নিজের দেশে ফেরাতে কেন্দ্রের অনীহারও সমালোচনা করেন হাইকোর্টের বিচারপতি। গত এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছিলেন লাভলি। ২৮ বছর বয়সি লাভলি বাংলাদেশের রামপুরা থেকে কর্মসূত্রে প্রায়ই মুম্বই আসতেন। তবে এবার তাঁর ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও কিছুদিন তিনি এ দেশে বসবাস করেন। পরে স্বরূপনগর এলাকার সীমান্ত দিয়ে পালানোর সময় বিএসএফ-এর হাতে ধরা পড়েন ওই তরুণী। এ দেশে অবৈধ ভাবে বসবাস করার জন্য তাঁকে ৬৬ দিন জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয় আদালত। বসিরহাট জেলা আদালতের নির্দেশে পরে বাংলাদেশের ওই নাগরিকের ঠাঁই হয় দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে। কারাবাসের মেয়াদ শেষ করে ঘরে ফিরতে চাইলে আইনি বিপাকে জড়িয়ে পড়েন তিনি। গত ১১ জুন বসিরহাটের সিনিয়র চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ওই তরুণীকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু তাতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় কেন্দ্র। এর বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন লাভলি। এ বার তাঁর মুক্তির পক্ষে রায় দেয় হাইকোর্ট।

সাম্প্রতিক বছরে উন্নীত হয়েছে উত্তর প্রদেশের “গ্রোথ ইঞ্জিন” সম্ভাবনা ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (হি.স.): বহু বছর ধরে শুধুমাত্র রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা হয়েছে উত্তর প্রদেশকে, দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার যে সম্ভাবনা রয়েছে, তা নিয়ে কখনও আলোচনা করা হয়নি। উত্তর প্রদেশের ”গ্রোথ ইঞ্জিন” সম্ভাবনাকে শুধুমাত্র গত কয়েক বছরেই উন্নীত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার এমনই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে উত্তর প্রদেশে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনার সুবিধাভোগীদের সঙ্গে মিলিত হন প্রধানমন্ত্রী। সুবিধাভোগীদের সঙ্গে কথা বলার সময় প্রধানমন্ত্রী তাঁদের বলেন, গুজব বিশ্বাস না করে, অধিক-অধিক সংখ্যক মানুষকে টিকা নিতে উদ্বুদ্ধ করুন।

প্রধানমন্ত্রী এদিনের অনুষ্ঠানে বলেছেন, ’৫ আগস্ট দিনটি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। দু”বছর আগে এই দিনই, জম্মু-কাশ্মীর থেকে বাতিল করা হয়েছিল অনুচ্ছেদ ৩৭০। গত বছরের এই দিন, অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে রাম মন্দিরের নির্মাণকাজ চলছে।’ সংসদে বিরোধীদের যে হইচই করছে, তার নিন্দা করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ’কিছু মানুষ (বিরোধী দল) যতই সংসদের কার্যক্রম ব্যাহত করার ও দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করুক না কেন, আমাদের দেশ এই ধরনের স্বার্থপরতা ও রাজনীতির কাছে কখনও পর্যবসিত হবে না।’

অলিম্পিকে ভারতীয় খেলোয়াড়দের পদক জয়ের প্রসঙ্গ টেনে এনে প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, ’নতুন ভারত শুধুমাত্র র‍্যাঙ্কের মাধ্যমে নয়, পদক জয়ের মাধ্যমে বৈশ্বিক স্বীকৃতি অর্জন করছে। প্রমাণিত হয়েছে যে, কারও উন্নতি কঠোর পরিশ্রম দ্বারা নির্ধারিত হয়, পরিবার দ্বারা নয়। ভারতীয় তরুণরা এগিয়ে যাচ্ছে, যা প্রগতিশীল।’ প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ’বহু বছর ধরে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে উত্তর প্রদেশকে, দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়নি। কিন্তু, উত্তর প্রদেশের ”গ্রোথ ইঞ্জিন” সম্ভাবনাকে শুধুমাত্র গত কয়েক বছরে উন্নীত করা হয়েছে।’

পাকিস্তানে সিদ্ধি বিনায়ক মন্দিরে তাণ্ডব কূটনীতিবিদকে তলব ভারতের

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (হি.স.): পাকিস্তানের সিদ্ধি বিনায়ক মন্দিরের ভাঙুচরের ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ নিল ভারত। বৃহস্পতিবার ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি জানালেন, ইতিমধ্যে পাকিস্তানি হাইকমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কূটনীতিবিদকে তলব করে সেই ‘নিন্দনীয় ঘটনা’-র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র বলেন, ‘সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি অত্যন্ত অস্বস্তিকর ভিডিয়ো দেখা গিয়েছে। হিংসাত্মক জনতা পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের রহিম ইয়ার খানে একটি গণেশ মন্দিরে তাণ্ডব চালিয়েছে।’ মন্দির চত্বরে হামলা চালানো হয়েছে। আশপাশের হিন্দুদের বাড়িতেও হামলা চালানো হয়েছে। সঙ্গে অভিযোগ করেন, ‘পাকিস্তানে উপাসনালযের উপর আক্রমণ-সহ নির্বিচারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলা , বৈষম্য এবং হত্যার ঘটনা চলছে।”

পাকিস্তানি পুলিশের দাবি, একটি মুসলিম সেমিনারির গ্রন্থাগারে প্রস্রাব করেছিল আট বছরের এক বালক। সেই ঘটনা ঘিরেই উত্তেজনা তৈরি হয়। বুধবার পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের সাদিকাবাদ জেলার ভঙ্গ শরিফ গ্রামে একটি গণেশ মন্দিরের তাণ্ডব চালায় একদল উত্তেজিত জনতা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভারতে মোট সংক্রমণ ৩.১৮-কোটির বেশি, ৫৩৩ বেড়ে ৪.২৬-লক্ষাধিক মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (হি.স.): ভারতে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, মৃত্যুর সংখ্যা ৫০০-র ঊর্ধ্বেই। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪২ হাজার ৯৮২ জন। গত ২৪ ঘন্টায় কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ৫৩৩ জনের। বুধবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৪১,৭২৬ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৭.৩৭ শতাংশ। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৪,১১,০৭৬ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ৭২৩ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৬,৬৪,০৩০।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৪২,৯৮২ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ১৮ লক্ষ ১২ হাজার ১১৪ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ৭২৩ জন, ফলে এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ১.২৯ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে ৪৮.৯৩-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৪৮,৯৩,৪২,২৯৫ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ৩৭,৫৫,১১৫ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৫৩৩ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,২৬,২৯০ জন (১.৩৪ শতাংশ)।

ভারতে সুস্থতার সংখ্যা রোজই বাড়ছে, বুধবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪১,৭২৬ জন। ফলে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,০৯,৭৪,৭৪৮ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.৩৭ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৪৮ কোটি ৯৩ লক্ষ ৪২ হাজার ২৯৫ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে অনেকটাই কমে গেল কোভিড টিকাকরণ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৩৭.৫৫-লক্ষের বেশি দেশবাসীকে টিকা দেওয়া হয়েছে। ফলে ভারতে ৪৮.৯৩-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৪৮,৯৩,৪২,২৯৫ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ৩৭,৫৫,১১৫ জনকে। ভারতে ৪৭.৪৮-কোটির ঊর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বৃহস্পতিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৪ আগস্ট সারা দিনে ভারতে ১৬,৬৪,০৩০ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৪৭,৪৮,৯৩,৩৬৩-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৬,৬৪,০৩০ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪২ হাজার ৯৮২ জন।।

আজ ভারতের সভাপতিত্বে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে আলোচনা হবে আফগানিস্তান নিয়ে

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (হি.স.): আফগান ইস্যু নিয়ে আলোচনা হবে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে। রাষ্ট্রসংঘে নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি টি এস তিরুমূর্তি জানিয়েছেন, ৬ আগস্ট অর্থাৎ আগামীকাল বৈঠকে বসতে চলেছে নিরাপত্তা পরিষদ। ভারতের সভাপতিত্বে হতে চলা এই বৈঠকে আফগানিস্তানে শান্তি ফেরানো নিয়ে আলোচনা হবে। এক মাসের জন্য রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছে ভারত। ২০২১-২২ সালে প্রথমবারের জন্য এই দায়িত্ব নিল ভারত। ফ্রান্সের হাত থেকে ১ আগস্ট ভারত রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তার পরিষদের সভাপতিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে ভারতের কার্যকাল শুরু হয়েছে ২ আগস্ট থেকে। আর ৬ আগস্ট অর্থাৎ আগামীকাল বৈঠকে বসতে চলেছে নিরাপত্তা পরিষদ। ভারতের সভাপতিত্বে এই বৈঠকে আলোচনা হবে গৃহযুদ্ধে জর্জরিত আফগানিস্তান নিয়ে। এবিষয়ে রাষ্ট্রসংঘে নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি টি এস তিরুমূর্তি জানিয়েছিলেন, যে ভারত কখনই দায়িত্বপালনে ভয় পায় না। বরাবারই সন্ত্রাসবাদ-সহ একাধিক ইস্যুতে সক্রিয় ভারত। প্রথম থেকেই দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী আগ্রাধিকার বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করা হয়েছে। যেহেতু ভারত এক মাসের জন্য এই দায়িত্ব গ্রহণ করছে সেই কারণে বাকি সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করেই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। সংযম আর আলোচনার মাধ্যমেই একাধিক সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজবে বলেও ভারতের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, দ্রুত কাবুলের দিকে এগিয়ে আসছে তালিবান । পাহাড়ি দেশটির প্রায় ৩৫০ জেলার মধ্যে অন্তত ১৫০টি দখল করে ফেলেছে জঙ্গি গোষ্ঠীটি বলে দাবি। বেগতিক দেখে কান্দাহার ও হেরাত দূতাবাস থেকে কর্মীদের ফিরিয়ে এনেছে ভারত। এহেন সময়ে নয়াদিল্লিকে বাদ দিয়ে আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও উজবেকিস্তানকে নিয়ে নতুন এক আঞ্চলিক শক্তি (কোয়াড গ্রুপ) তৈরিতে উদ্যোগী হয়েছে আমেরিকা। কয়একদিন আগেই জানা যায় যে আমেরিকা, পাকিস্তান, উজবেকিস্তান ও আফগানিস্তানের প্রতিনিধিরা মিলে একটি চতুর্দেশীয় (কোয়াড) কূটনৈতিক মঞ্চ তৈরি করার প্রস্তুতি চলছে। চতুর্ভুজ শক্তির মূল লক্ষ্যই হবে, আঞ্চলিকস্তরে নিবিড় সংযোগ স্থাপন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এই প্রচেষ্টায় ভারতকে বাদ দেওয়া হল কেন, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। ওবামা জমানা থেকে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক যথেষ্ট মজবুত হয়েছে। মার্কিন হাতিয়ার কেনা থেকে শুরু করে সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে ওয়াশিংটনের সঙ্গে রীতিমতো দহরম মহরম মোদি সরকারের। আর এতে পুরনো বন্ধু রাশিয়ার বিরাগভাজনও হতে হয়েছে নয়াদিল্লিকে। তার পরও বাইডেন প্রশাসন এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে ভারতকে শরিক করেনি। এহেন সময়ে রাষ্ট্রসংঘে ভারতের নেতৃত্বে আফগান ইস্যু নিয়ে আলোচনা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত ৪০,৪৬০ জন ব্রাজিলে কোভিডে ১,১১৮ জনের মৃত্যু

রিও ডি জেনেইরো, ৫ আগস্ট (হি.স.): ব্রাজিলে ফের বাড়ল দৈনিক করোনা-সংক্রমণের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যা এক হাজারের বেশিই। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা-সংক্রমিত ১,১১৮ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে ৫ লক্ষ ৫৯ হাজারেরও বেশি করোনাভাইরাসে-সংক্রমিত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪০ হাজার ৪৬০ জন, সবমিলিয়ে ব্রাজিলে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২০,০২৬,৫৩৩ জন। ব্রাজিলের স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সারাদিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৪০, ৪৬০ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ২০, ০২৬,৫৩৩ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।

আমবাসায় সিপিএমের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট।। রেগার কাজে এসসি এসটি পৃথকীকরনের বিরোধিতা সহ কেন্দ্রীয় সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী অন্যান্য নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়ে আমবাসা মহকুমায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করেছে বামেরা। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন নীতির প্রতিবাদ জানিয়ে রাজ্য বেবি আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে ধলাই জেলার বিভিন্ন স্থানে সিপিআইএমের ৫টি শাখা সংগঠন এই আন্দোলন কর্মসূচিতে অংশ নেয়। বৃহস্পতিবার এরই অঙ্গ হিসাবে সিপিআইএম বলরাম অঞ্চল কমিটির বাঘমারা পার্টি অফিসের সামনে থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয়।এই প্রতিবাদ মিছিলটি সাত দফা দাবির ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিপিএম বলরাম অঞ্চল কমিটির সদস্য প্রহ্লাদ চক্রবর্তী, অঞ্চল সদস্য কৃষ্ণ দেবনাথ, আমবাসা মহকুমা কমিটির সদস্য শংকর শর্মা সহ বামপন্থী পাঁচটি সংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা। এই কর্মসূচির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে আমবাসা মহাকুমা কমিটির সদস্য শংকর শর্মা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার যেসব জনবিরোধী নীতি গ্রহণ করেছে তার বিরুদ্ধে দেশজুড়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন আরো জোরদার করতে হবে। বামেদের প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে নেতাকর্মী সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

সংকট

● আটোর পাতার পর

তারা পাথর চুসা জল দিয়েই জলতেষ্টা নিবারণ করতে হচ্ছে। অন্যদিকে বিদ্যুৎ পরিষেবার অভাবে রাতের অন্ধকারে তাঁরা কেরোসিন দ্বারা কুপি বাতির আলোর উপরেই ভরসা করতে হয়। এই এলাকার এক রিয়াং জনজাতি রমণী অভিযোগ করে জানান, দীর্ঘদিন যাবত ধরে তারা সরকারি ঘর, পানীয় জল, বিদ্যুৎ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। বর্তমানেও তারা সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করার একমাত্র মাধ্যম হলো প্রত্যন্ত এলাকার টিলা ভূমিতে জুম চাষাবাদ। উক্ত টিলাভূমিতে জুম চাষাবাদ করেই তারা জীবন জীবিকা নির্বাহ করছে। তবে দেখার ব্যাপার এডিসি প্রশাসন তাদের জন্য স্বহৃদয় হয়ে মৌলিক অধিকারের পরিষেবাগুলি পৌঁছে দিতে পারে কি না।

বাস্তুকারকে

● আটোর পাতার পর

প্ল্যান রচনা করতে হবে এবং তার অধীনে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা ১৪-১২-২০১৬ ইং এন এফ রেলওয়ে, জলসম্পদ দপ্তর, কার্যনির্বাহী বাস্তুকার - বিভাগ - ৩ এবং পূর্ত দপ্তরের যৌথ তদন্ত রিপোর্ট, তাদের পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকরী করে স্বাভাবিক জল নিষ্কাশনের পথ উন্মুক্ত করে সুখসাগর জলায় জলমগ্ন অনাবাদি কৃষিজমি চাষযোগ্য করে তোলা।উদয়পুর রেল স্টেশনকে উদয়পুর শহরের রমেশ চৌমুহনী-স্থানীয় মোটরস্ট্যান্ড ও জাতীয় সড়কের সাথে সংযুক্ত করতে দ্বিতীয় প্রবেশপথ নির্মাণ করার জন্য গত ১৪-১২-২০১৬ ইং এই চারটি দপ্তর যৌথ তদন্ত ও পর্যবেক্ষণের পরে তিনটি বিকল্প রাস্তার প্রস্তাব দিয়েছেন,এই রাস্তা গুলো তৈরি করা ইত্যাদি দাবি সনদ প্রদান করা হয়।প্রতিনিধি দলে ছিলেন পার্থ কর্মকার -রাজ্য সম্পাদক সি পি আই এম এল, মোজাম্মেল সরকার প্রমুখ।

তেলিয়ামুড়ায়

● আটোর পাতার পর

অজগর রয়েছে হয়তো বা আজকের এই অজগর সাপ উদ্ধারলতারই এক জলজ্যান্ত প্রমাণ। হয় তোবা তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন জায়গায় আরো এখনো অনেক অজগর রয়েছে। তবে কয়েকদিন বাদে বাদে অজগর সাপ এর বাচ্চা সহ অজগর সাপ উদ্ধারের ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে গোটা তেলিয়ামুড়া জুরে। এদিকে একাংশ শুভবুদ্ধি জনগণদের অভিমত অজগর সাপ উদ্ধার করে থাকলেও বনদপ্তর সবগুলিকে কোথায় রাখা হচ্ছে সেই বিষয়ে কোন এখন অব্দি তথ্য জানাননি।

অভিযোগ

● আটোর পাতার পর

মোকাম পর্যন্ত প্রায় ৪৮০ মিটার রাস্তা দিয়ে হাজার মানুষের সমাগম প্রতিদিন হয়ে থাকে। সুতরাং এই রাস্তাটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ্য একটি সড়ক স্থানীয় দুটি গ্রামের লোকজনদের। স্থানীয় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ এই রাস্তাটি আরসিসি পাকা করে দেওয়াতে স্থানীয় দুই গ্রামের লোকজনদের অনেকটা সুবিধা হত। কিন্তু নির্মীয়মান আরসিসি পাকা রাস্তাটি নির্মাণে শুরু থেকেই অতি নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী সহ ওয়ার্ক অর্ডারের গাইডলাইন না মেনে কাজে হাত লাগায় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষক। নির্মাণের সাথে সাথেই রাস্তার কোন প্রান্ত ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। তো আবার কোথাও রাস্তার নিচের মাটি সরে গিয়েছে। তাই স্থানীয়দের অভিযোগ সঠিকভাবে রাস্তাটি নির্মাণ না হলে উনারা রাস্তার কাজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে রাখবেন।ধীরে ধীরে জড়ো হতে থাকেন শত শত মানুষ।ঘটনা চাউর হতেই ঘটনাস্থলে ছুটে যান কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব। চেয়ারম্যান সরজমিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে উত্তেজিত জনতাকে আশ্বস্ত করেন, নির্মীয়মান আরসিসি পাকা রাস্তাটি ওয়ার্কারের গাইডলাইন মেনে এবং উন্নত নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে কাজ হবে। তাছাড়া ব্লকের ইঞ্জিনিয়ার সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিক সামনে থেকেই আরসিসি পাকা রাস্তাটি ঢালাই কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশ্বস্ত করেন চেয়ারম্যান সুব্রত দেব।চেয়ারম্যানের আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে সানীয় জনগণ আপাতত রাস্তার কাজ বিরতির প্রতিবাদ থেকে অব্যাহতি নিলে পুনরায় আরসিসি রাস্তার কাজ শুরু হয়।তবে স্থানীয়রা দাবি তুলেন ৪৮০ মিটার আরসিসি পাকা রাস্তাটি যতটুকু ঢালাই হয়ে গিয়েছে সেগুলি পুনরায় মেরামতি করে চলাচলের উপযোগী করুক পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ।

পাচার

● আটোর পাতার পর

উভয় রাজ্যের মধ্যে চলা সীমা বিবাদের দ্রুত নিষ্পত্তি।এদিকে রাজ্য সরকার মিজোরামকে খাদ্য সামগ্রী পাচারের সুবিধা করে দেওয়াতে ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অসমের বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দির লোয়াইরপোয়া এলাকার জনগন।কেননা আজ সাংবাদিকদের একটি দল কোভিড প্রটোকল মেনে দামছড়া সহ মিজোরামের কানমুনে পৌছালে যে দৃশ্য দেখা যায় তা চমকে উঠার মত।ত্রিপুরা প্রশাসনের মদতে সকাল থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত শত শত পণ্য সামগ্রী বোজাই লরি অবাদে প্রবেশ করেছে লঙ্গাইর দশরথ সেতু দিয়ে মিজোরামে।কোথাও নেই কোভিড প্রটোকলের বালাই।

অথচ গত কয়দিন আগে পর্যন্ত করোনার দোহাই দিয়ে এই রুটটি বন্ধ রেখেছিল মিজো প্রশাসন।এদিকে ত্রিপুরা হয়ে মিজোরামে সামগ্রী পাচার নিয়ে বেজায় চটেছেন অসমের বরাকের জনগন।তাদের কথায় বর্তমানে অসমের জনগন বিভিন্ন স্থানে অর্থনৈতিক অবরোধ গড়ে তোলে মিজোদের গত(ছাব্বিশ)তারিখের বর্বরোচিত আক্রমনের জবাব দিচ্ছেন।অথচ এরমধ্যে মিত্র রাজ্য ত্রিপুরা অসমবাসীকে সাহায্যের বদলে মিজোদের সহায়তা করছে।তারা বেমালুম ভুলে বসেছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য অসমবাসীর অবদানের কথা।আজকের দিনে ত্রিপুরার সংযোগকারি প্রায় সবকটি পথ অসমের বুক দিয়ে বয়ে গেছে।এনিয়ে গত সোমবার অসমের করিমগঞ্জের লোয়াইরপোয়ায় স্থানীয় জনতা জাতীয় সড়ক অবরোধ করলে প্রায় সাত ঘন্টা পর ত্রিপুরা প্রশাসনের প্রতিশ্রুতিতে ও স্থানীয় পুলিশের অনুরোধে অবরোধ মুক্ত হয়।কিন্তু পরক্ষনে জানা যায় যে, ত্রিপুরা প্রশাসনের সেই প্রতিশ্রুতিটি ভুঁয়ো ছিল।এ নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভে ফুঁসছেন বৃহত্তর করিমগঞ্জ জেলার জনগন।তারা ইতিমধ্যে বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনের নজরে এনে ফের অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য অসমএত্রিপুরা আট নং জাতিয় সড়ক অবরোধের হুশিয়ারি দিয়েছেন।

উত্তেজনা

● প্রথম পাতার পর

সালমান হোসেন।আনোয়ার হোসেনের মাথায় মোট সাতটি সেলাই লাগে।অপরদিকে সালমানের হাতে ছয়টি সেলাই লাগে। তাছাড়া আহত হয়েছেন সমীর হোসেন(২৬), জুয়েল মিয়া (১৯), ময়নাল হোসেন (৫৪)ও সাদ্দাম হোসেন(২৫)। ঘটনাটি বাজারে প্রকাশ্যে হয়েছিল।কয়েক শতাধিক লোক এই ঘটনাটির প্রত্যক্ষ ছিল। পুরোপুরি বাংলা সিনেমার ঘটনার মতো।দুই পক্ষের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে দর্শক সাধারন জনগন।পরবর্তী সময়ে এই ঘটনা কলমচৌড়া থানায় খবর দিলে বিরাট পুলিশ বাহিনী গিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে আনে।যদি পুলিশ সঠিক সময়ে ঘটনাস্থলে না পৌছাতো তাহলে বক্সনগর বাসি বৃহস্পতিবার দু-একটা লাশের সাক্ষী হয়ে যেত। এমন ধরনের ঘটনা বক্সনগরে নতুন কিছু নয়। বক্সনগর যদি কোনো ঝগড়া-বিবাদ হয় তবে সেটা অবৈধ ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই হয়। যদি অতিসত্বর এই নেশা মুক্ত না করা যায় তাহলে এমন ধরনের ঘটনা বাড়তেই থাকবে। জানা গেছে ঘটনার সূত্রপাত হয় কিছুদিন পূর্বে মধ্য বক্সনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের হারুন মিয়ার ছেলে সোহেল মিয়া নামে এক ব্যক্তি পশ্চিম পাড়া এলাকার ময়নান হোসেনের প্রায় নয় লক্ষ টাকার বাজি বাড়িতে মজুদ করা অবস্থায় বিএসএফকে খবর দিয়ে ধরিয়ে দেয়।আর তাতেই পুরো এলাকায় সোহেল মিয়া কে দায়ী করে।এই বিষয়ে সালিশি সভা হওয়ার কত ছিল।তবে সোহেলের বাবা তা মানেননি। সোহেলের ভাই রাজিব নামে এক যুবক আহত আনোয়ার হোসেনের বিজনেস পার্টনার। বিএসএফের আটককৃত বাজি গুলি ছিল ময়নাল হোসেনের ছেলে সাদ্দাম, সালমান, ও জুয়েল বিজনেস পার্টনারদের।হয়তো এই কারণে আনোয়ার হোসেন প্রথমে জুয়েল ও সমীরকে রাস্তায় বাজারের মধ্যে প্রকাশ্যে মারধর করে। এই ঘটনায় দুই পক্ষ থেকেই পাল্টা মামলা করা হয়। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের জেরে পুরো বক্সনগর থমথমে পরিবেশ। মোতায়েন করা হয়েছে বিরাট টি এস আর ও পুলিশ বাহিনী। বক্সনগর কিছুদিন বাদে বাদে চলছে ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিবাদ। তবে এ সংঘর্ষে রক্তারক্তি ঘটনার মতো ঘটনা ঘটে থাকে। যদি পুলিশ এর সঠিক ব্যবস্থা না নেয় তবে আগামী দিনে কোন বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যেতে পারে। বক্সনগর এর রমরমা ব্যবসার ঘটনা আপনাদের সামনে তুলে ধরা হবে।এখন দেখার বিষয় প্রশাসন এই কি ভূমিকা গ্রহণ করে। এইটাই এখন লাক্ষ টাকার প্রশ্ন।

সংসদ

● প্রথম পাতার পর

এসএনএম আবিদি, প্রেম শঙ্কর ঝা, রূপেশ কুমার সিং ও ইপ্সা সাতক্ষীর নামও ছিল সেই আড়িপাতা কাণ্ডের তালিকায়। তাঁরাও পিটিশন দাখিল করেছেন সুপ্রিম কোর্টে। অন্যদিকে, পেগাসাস মামলার তদন্ত দাবি করেছে এডিটর গিল্ড অব ইন্ডিয়া।

আদালতে জমা দেওয়া আবেদনপত্রে তারা জানিয়েছে, পেগাসাস ইস্যু নিয়ে তদন্তের জন্য বিশেষ টিম তৈরি করা হোক। পেগাসাস নিয়ে যাবতীয় তথ্যের বিষয়ে কেন্দ্রের কাছে তলব করুন বিচারপতিরা। মামলাকারীদের আবেদনপত্র দেখে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এনভি রামানা বলেছেন, পিটিশন যাঁরা দাখিল করেছেন তাঁরা সকলেই শিক্ষিত ও সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি। এই ধরনের সাইবার অপরাধ হলে তার জন্য দেশে আইন আছে। মামলাকারীরা যদি সত্যি মনে করেন পেগাসাসের মতো কোনও স্পাইওয়্যার ফোনে আড়ি পাতছে এবং তার জন্য সরকারি মদত আছে, তাহলে তথ্যপ্রযুক্তি আইনে মামলা দায়ের করা উচিত ছিল। এখনও অবধি তেমন কোনও মামলা দায়ের হয়নি।

যুবিতী

● প্রথম পাতার পর

যুবক সহ মেয়েটিকে কিশানঞ্জ পুলিশের হাতে তুলে দেন। পুলিশের হাতে তুলে দিলেও প্রতারক সেখান থেকে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। যুবতী মেয়েটিকে কিশানঞ্জ থানার পুলিশের হেফাজতে রাখা হয়। বৃহস্পতিবার সকাল ৬ টা নাগাদ কাঞ্চনমালা মুসলিম পাড়া এলাকায় ওই প্রতারক যুবকটি মামনি বেগমের বাড়িতে এসে একজন ভালো মানুষ সাজার চেষ্টা করে।

স্থানীয় জনগণ প্রতারক যুবককে আটক করে উত্তম মাধ্যম দিয়ে আমতলী থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। মামনি বেগম এর মা ফাতেমা খাতুন জানিয়েছেন প্রতারক সুব্রত শীলের বিরুদ্ধে আমতলী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। উনার দাবি পুলিশ যেন এই প্রতারককে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃত প্রতারক সুব্রত শীলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে আমতলী থানার পুলিশ একটি প্রতারণার মামলা গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করেছে। ধৃত প্রতারককে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ও দায়রা জজের আদালতে পাঠানো হবে। তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

বন্দি

● প্রথম পাতার পর

অসুস্থ হয়ে পড়ে। ভানু দেবনাথ নামে বিচারাধীন ওই বন্দিকে কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে চিকিৎসার জন্য বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের আপৎকালীন বিভাগে নিয়ে আসা হয়। বিশালগড় হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক রনিতা ঘোষ জানান, দীর্ঘদিন যাবৎ নেশায় আসক্ত যুবক সংশোধনাগারের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

সংশোধনাগার সূত্রে জানা গেছে তার প্রাথমিক চিকিৎসা সংশোধনাগারের মধ্যেই শুরু হয়েছিল। শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটায় বুধবার গভীর রাতে অ্যাম্বুলেন্সে করে তড়িঘড়ি নিয়ে আসা হয় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে।

পর্ষদের

● প্রথম পাতার পর

সংগ্রহ করতে হবে।

তাছাড়াও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে নিজ নিজ বিদ্যালয়ের অসফল পরীক্ষার্থীদের নম্বর প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষিকা নিজে বা তার অনুমোদিত প্রতিনিধিদের দিয়ে জেলা শিক্ষা কার্যালয় থেকে প্রাপ্তসূচি অনুযায়ী ৯ আগস্ট, ২০২১ তারিখ থেকে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অফিসে রিভিউএর জন্য ভ্যারিফিকেশন করিয়ে নেবেন। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● আটোর পাতার পর

তিনি জানান, ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১, এই তিন অর্থবর্ষে মোট ১১৮৮টি নতুন ওয়াটার হার্ভেস্টিং স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৪৫১টি ওয়াটার হার্ভেস্টিং স্ট্রাকচারের সংস্কার করা হয়েছে। এই প্রকল্পে ২০১৮-১৯ থেকে ২০২০-২১, এই তিন অর্থবর্ষে মোট ১০১৯ হেক্টর এলাকায় উদ্যান শস্য এবং বাঁশ প্ল্যানটেনশন করা হয়েছে। এই তিন অর্থবর্ষে ৪৪৪টি স্ব-সহায়ক দলকে শূকর পালন, পোলট্রি এবং ছাগল পালনের জন্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ১১৩৪ জন সম্পত্তিহীন ব্যক্তিকে প্রোডাকশন সিস্টেম অ্যান্ড মাইক্রো-এন্টারপ্রাইস প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

তিনি জানান, ২০২১-২২, ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ এই তিন অর্থবর্ষে ১১৫টি মাইক্রো ওয়াটার শেড তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়েছে দফতর। এর ফলে ১ লক্ষ ২০ হাজার হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনা সম্ভব হবে। প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনার ওয়াটারসেড ডেভেলপনেন্ট কম্পোমেন্টে এছাড়াও বাঁধ নির্মাণ, পুকুর খনন, সেচ-খাল নির্মাণ, স্ল্যুইচ গেট নির্মাণ, আনারস ও ড্রাগন ফলের চাষ, জলশক্তি অভিযান ইত্যাদি কর্মসূচিগুলি দফতর রূপায়ণ করছে।

নালায়

● আটোর পাতার পর

মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ সুব্রত দাস জানান যে, ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে এবং মশার বংশ বিস্তার বন্ধ করতে এই লার্ভা ভক্ষণকারী মাছ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।

অঙ্গন

৫-৪ ব্যবধানে পরাজিত জার্মানি হকিতে ব্রোঞ্জ জিতলেন মনপ্রীতরা

টোকিও, ৫ আগস্ট (হি.স.): দীর্ঘ ৪১ বছরের প্রতীক্ষার অবসান। অবশেষে অলিম্পিকে হকিতে পদক জিতল ভারত। বৃহস্পতিবার জার্মানিকে ৫-৪ ব্যবধানে হারিয়ে অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদক জিতল ভারতের পুরুষ হকি টিম। ম্যাচের শুরুতেই পিছিয়ে পড়েছিল ভারত। ২ মিনিটে গোল করে জার্মানি। গোল করেন জার্মানির অধিনায়ক তোবিয়াস হউকে। কিন্তু দ্বিতীয় কোয়ার্টার শুরু হতেই গোল করেন সিমরনজিৎ। লড়াইয়ে ফেরে ভারত। জার্মানি ফের লিড নিলেও ভেঙে পড়েনি ভারত। এক সময় ১-৩ গোলে পিছিয়ে গিয়েছিল ভারত। কিন্তু দ্বিতীয় কোয়ার্টারেই ম্যাচে ফেরেন মনপ্রীতরা। দুই গোল শোধ করে ফিরে আসেন তাঁরা। দ্বিতীয় কোয়ার্টার দুই দল মিলিয়ে পাঁচ গোল করে।

তৃতীয় কোয়ার্টারের শুরুতেই পেনাল্টি পেয়ে যায় ভারত। গোল করেন রূপিন্দর পাল সিং। ম্যাচে প্রথম বার এগিয়ে যায় ভারত। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই লিড বাড়িয়ে নেয় তারা। জার্মানির বিরুদ্ধে ৫-৩ গোলে এগিয়ে যান মনপ্রীতরা। ৪৮ মিনিটে গোল করে জার্মানি। শ্রীজেশের পায়ের তলা দিয়ে বল গলে যায়। ৫-৪ গোলে এগিয়ে যায় ভারত। গোল করেন লুকাস উইনফেডার। ৫২ মিনিটে চোট পান মনপ্রীত। ৫৬ মিনিটে গোলকিপারকে তুলে নেয় জার্মানি। একজন বাড়তি ফিল্ড খেলোয়াড় নামায় জার্মানি। ২ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড বাকি, এমন সময় পেনাল্টি কর্নার পায় ভারত। রক্ষণাত্মকভাবে ভুল সিদ্ধান্ত নেয় টিম ইন্ডিয়া। অবশেষে কাটল ৪১ বছরের খরা। জার্মানিকে ৫-৪ গোলে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জিতল ভারত।

অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জয়ী ভারতীয় হকি টিমকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীও। অভিনন্দন জানিয়েছে গোটা দেশ।

রাষ্ট্রপতি : অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জয়ের পর মনপ্রীতদের অভিনন্দন জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, '৪১ বছর পর হকিতে অলিম্পিক পদক জয়ের জন্য আমাদের পুরুষ হকি টিমকে অভিনন্দন। ব্যতিক্রমী দক্ষতা, স্থিতিস্থাপকতা এবং জয়ের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় দেখিয়েছে হকি টিম। এই ঐতিহাসিক জয় হকিতে নতুন যুগের সূচনা করবে ও তরুণদের আনুপ্রানিত করবে।'

প্রধানমন্ত্রী : হকি টিমকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইট করে লিখেছেন, 'ঐতিহাসিক! একটি দিন যা প্রতিটি ভারতীয়ের স্মৃতিতে থাকবে। ব্রোঞ্জ নিয়ে আসার জন্য আমাদের পুরুষদের হকি টিমকে অভিনন্দন। আমাদের হকি টিমের প্রতি দেশ গর্বিত।'

কিরেণ রিজিজু : হকি টিমকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। টুইট করে রিজিজু জানিয়েছেন, '৪১ বছরের অপেক্ষার পর...! ভারতীয় হকি ও ভারতীয় স্পোর্টসের জন্য সুবর্ণ মুহূর্ত! অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান, টোকিও অলিম্পিকে জার্মানিকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ পদক জিতল ভারত। ভারত এখন সম্পূর্ণ উৎসবের মেজাজে! আমাদের হকি খেলোয়াড়দের অভিনন্দন।'

টোকিও অলিম্পিকে বিভ্রাট, ছেলেদের হকিতে নাকি ব্রোঞ্জ জিতেছে জার্মানি !

টোকিও, ৫ আগস্ট (হি.স.): টোকিও অলিম্পিকে মহাধন্দ। ছেলেদের হকিতে নাকি ভারতকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছে জার্মানি! বৃহস্পতিবার ব্রোঞ্জ মেডেল ম্যাচ শেষ হওয়ার পর টেলিভিশন গ্রাফিক্সে ব্রোঞ্জ জয়ী হিসেবে লেখা রয়েছে জার্মানির নাম। হঠাৎ করে এমনটা দেখলে তো ধন্দে পড়াই স্বাভাবিক। তবে মুহূর্তেই শুধরে নেওয়া হয় এই ভুল। বৃহস্পতিবার ব্রোঞ্জ মেডেল ম্যাচে জার্মানিকে ৫-৪ গোলে পরাজিত করে ছেলেদের হকির ব্রোঞ্জ পদক জেতে ভারত। চার দশকের খরা কাটিয়ে অবশেষে অলিম্পিকের আসর থেকে পদক জিততে সক্ষম হয় ভারতীয় হকি দল। ম্যাচ শেষে মাঠে মাঠে তখন সেলিব্রেট করছে ভারতীয় দল। হতাশায় ভেঙে পড়েছেন জার্মাননা। অথচ টেলিভিশন গ্রাফিক্সে ব্রোঞ্জ জয়ী হিসেবে লেখা রয়েছে জার্মানির নাম। সম্প্রচারকারী সংস্থা ভুল করে ছেলেদের হকির ব্রোঞ্জ জয়ী হিসেবে ঘোষণা করে দেয় জার্মানিকে। আসলে অফিসিয়াল ব্রাডকাস্টারদের ভুলে দর্শকদের এমন ভ্রান্ত ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। যদিও এমন ভুল তড়িঘড়ি শুধরে নেওয়া হয়। পরে জার্মানির বদলে ভারতকে ঘোষণা করা হয় ব্রোঞ্জ পদক জয়ী হিসেবে।যদিও ততক্ষণে নেটিজেনদের নজর পড়ে গিয়েছে বিষয়টায়। ভুল গ্রাফিক্সের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে বিশেষ সময় লাগেনি।

বড় ধাক্কা খেল ইংল্যান্ড, টি-২০ বিশ্বকাপ এবং অ্যাসেজে পাওয়া যাবে না জোফ্রা আর্চারকে

লন্ডন, ৫ আগস্ট (হি.স.) : চোটের জন্য এবছর আর জোফ্রা আর্চারকে ২২ গজে দেখা পাওয়া যাবে না বলে জানিয়ে দিল বিশ্ব ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা আইসিসি। বৃহস্পতিবার এমনটাই টুইট করে জানিয়েছে আইসিসি। সেই টুইটে জানানো হয়েছে চোটের জন্য এই বছর আর জোফ্রা আর্চারকে পাওয়া যাবে না। যার ফলে অ্যাসেজও খেলতে পারবেন না আর্চার। ফলে বড় ধরনের ধাক্কা খেল ইংল্যান্ড।

ডান হাতের কনুইয়ে চোট রয়েছে জোফ্রা আর্চারের। যেটা নিয়ে বহু দিন ধরেই সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। সম্প্রতি তাঁর চোটের জায়গায় অস্ত্রোপচারও হয়। আর এই চোটের কারণেই এই বছর আর তিনি কোনও রকম ক্রিকেট খেলতে পারবেন না। তাঁকে না পাওয়া যাওয়াটা নিঃসন্দেহে ইংল্যান্ডের কাছে বড় ধাক্কা।

আইসিসি টুইটারে লিখেছেন, "এই বছরের টি-২০ বিশ্বকাপ এবং অ্যাসেজের আগে বড় ধাক্কা খেল ইংল্যান্ড। জোফ্রা আর্চার পুরো এই বছরের জন্যই ছিটকে গেলেন তাঁর ডান হাতের কনুইয়ের চোটের জন্য।" জোফ্রা আর্চার চোট পেয়েছিলেন ভারত সফরে এসে। ডান হাতের কনুইয়ে চোট পেয়ে যে কারণে ভারত সফরের মাঝপথে তাঁকে ইংল্যান্ডে ফিরে আসতে হয়েছিল। খেলা হয়নি আইপিএলেও। তবে চোট সারিয়ে তিনি কাউন্টি খেলতে শুরু করেছিলেন। এর পরে চোটের জায়গায় তাঁর অস্ত্রোপচারও হয়। তবে সকলে আশা প্রকাশ করেছিলেন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার আইসিসি-র ঘোষণার পরেই হতাশ জোফ্রা সহ ইংল্যান্ডের সমর্থকেরা।

কোয়ার্টারে হেরে গেলেন ভিনেশ, ব্রোঞ্জ জয়ের আশা থাকছে

টোকিও, ৫ আগস্ট (হি.স.): ভানেসা কালাদজিনস্কায়া কাছে কোয়ার্টারে হেরে গেলেন ভিনেশ ফোগাট। ৩-৯ পয়েন্টে হেরে গেলেন ভিনেশ। এখনও অবশ্য আশা রয়েছে, ভানেসা ফাইনালে উঠলে রেপেশাজের মাধ্যমে ব্রোঞ্জ জেতার সুযোগ থাকছে ভিনেশের সামনে। প্রথম রাউন্ডে প্রাক্তন অলিম্পিক ব্রোঞ্জজয়ী সোফিয়াকে ৭-১ পয়েন্টে উড়িয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে যান ভিনেশ।

এরপর ভিনেশের কঠিন প্রতিপক্ষ ছিলেন বেলারুসের ভানেসা কালাদজিনস্কায়া, যার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ এবং ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপে দুটি করে সোনা রয়েছে। ভারতীয় সময় বুধবার সকালেই ভানেসার বিরুদ্ধে কোয়ার্টারের লড়াইয়ে নামেন ভিনেশ। প্রথম রাউন্ডে ২-৫ পিছিয়ে যান ভিনেশ। ভানেসার কাছে কোয়ার্টারে হেরে যান ভিনেশ ফোগাট। ৩-৯ পয়েন্টে হার।

কোয়ার্টার ফাইনালে ভিনেশ ফোগাট, হেরে গেলেন অংশু মালিক

টোকিও, ৫ আগস্ট (হি.স.): দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে নিলেন ভিনেশ ফোগাট। কুস্তিতে মহিলাদের ৫৩ কেজি ফ্রিস্টাইল বিভাগে, প্রথম রাউন্ডে (১/৮ ফাইনাল) প্রাক্তন অলিম্পিক ব্রোঞ্জজয়ী সোফিয়া মাগডালেনা ৭-১ পয়েন্টে উড়িয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে গেলেন ভিনেশ। দেশবাসীর পদকের আশা রয়েছে তাঁর থেকে। প্রথম রাউন্ডে আগ্রাসী ভঙ্গিতে খেলেছেন ভিনেশ। প্রথম রাউন্ডে সোফিয়ানকে ৭-১ পয়েন্টে হারিয়েছেন তিনি।

এদিকে, ব্যর্থ হলেন অংশু হলেন অংশু মালিক। কুস্তিতে মহিলাদের ৫৭ কেজি বিভাগে রেপেশাজ রাউন্ডে হেরে গেলেন অংশু মালিক। অংশু হেরে গিয়েছেন ভালেরিয়া কোবলোভার কাছে।

ভিনেশের ব্রোঞ্জ জয়ের আশা শেষ, সেমিফাইনালে হারলেন বেলারুসের ভানেসা

টোকিও, ৫ আগস্ট (হি.স.): ভিনেশ ফোগাটের ব্রোঞ্জ জয়ের আশা শেষ। সেমিফাইনালে হেরে গেলেন বেলারুসের ভানেসা কালাদজিনস্কায়া। বৃহস্পতিবারই ভানেসা কালাদজিনস্কায়া কাছে কোয়ার্টারে হেরে যান ভিনেশ ফোগাট। ৩-৯ পয়েন্টে হেরে যান ভিনেশ। ভানেসা ফাইনালে উঠলে রেপেশাজের মাধ্যমে ব্রোঞ্জ জেতার সুযোগ ছিল ভিনেশের সামনে। কিন্তু, সেমিফাইনালে হারলেন বেলারুসের ভানেসা। প্রথম রাউন্ডে প্রাক্তন অলিম্পিক ব্রোঞ্জজয়ী সোফিয়াকে ৭-১ পয়েন্টে উড়িয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে যান ভিনেশ। এরপর ভিনেশের কঠিন প্রতিপক্ষ ছিলেন বেলারুসের ভানেসা কালাদজিনস্কায়া, যার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ এবং ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপে দু''টি করে সোনা রয়েছে। ভারতীয় সময় বুধবার সকালেই ভানেসার বিরুদ্ধে কোয়ার্টারের লড়াইয়ে নামেন ভিনেশ। প্রথম রাউন্ডে ২-৫ পিছিয়ে যান ভিনেশ। ভানেসার কাছে কোয়ার্টারে হেরে যান ভিনেশ ফোগাট। ৩-৯ পয়েন্টে হার হয়।

ভারতীয় হকি দল নিয়ে উচ্ছ্বসিত সচিন থেকে সহবাগ, শুভেচ্ছায় ভাসছেন শ্রীজেশরা

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (হি.স.) : ভারতীয় হকি দল ব্রোঞ্জ জিতে উচ্ছ্বাসিত। ৪১ বছর পর হকিতে ভারতের ছেলেরা অলিম্পিক্স থেকে পদক নিয়ে এসেছে। জার্মানিকে ৫-৪ গোলে হারানোর পর থেকেই শুভেচ্ছার বন্যায় ভেসে যাচ্ছেন শ্রীজেশ, সিমরনজিত সিংহ, রূপিন্দর পাল সিংহরা। জয়ের পর টুইট করে শুভেচ্ছা জানিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সচিন তেন্ডুলকর, বীরেন্দ্র সহবাগ, সুরেশ রায়না, পিটি ঊষা, অভিনব বিন্দ্রা, রাজ্যবর্ধন সিংহ রাঠৌররাও। বিসিসিআই তাদের টুইটারে লিখেছে, "ব্রোঞ্জ জেতার জন্য অভিনন্দন ভারতকে, গোটা আকাশ আজ নীল। গোটা দেশ তোমাদের জন্য গর্বিত।" শেষ মুহূর্তে পেনাল্টি কর্নার বাঁচানোর জন্য শ্রীজেশের প্রশংসা করে সচিন লেখেন, "অভিনন্দন ভারতীয় হকি দলের সমস্ত সদস্যকে। ব্রোঞ্জ জিতেছে ভারত। দারুণ জয়। শেষ মুহূর্তে পেনাল্টি কর্নার বাঁচিয়েছে শ্রীজেশ। ভারতীয় দলের জন্য আমি গর্বিত।" ভারতের আরও এক প্রাক্তন ক্রিকেটার সহবাগ মুগ্ধ ভারতের ফিরে আসার লড়াই দেখে। তিনি লেখেন, "চক দে ফাট্টে! এই জয় ঐতিহাসিক। ৩-১ গোলে পিছিয়ে থেকেও ৫-৩ গোলে জয় আর তার সঙ্গেই ৪১ বছর পর পদক। মজা পেয়ে গিয়েছি।"

রূপোজয়ের জন্য রবিকুমারকে শুভেচ্ছা দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ৫ আগস্ট (হি. স.) : অলিম্পিকে রূপোর পদক জয়ের জন্য রবিকুমারকে শুভেচ্ছা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। দিলীপবাবু টুইটে লিখেছেন, "হকি দলের জন্য ভারতের জন্য সুবর্ণ মুহূর্ত, রবি কুমার দাহিয়া টোকিও ২০২০ তে কুস্তিতে রৌপ্য পদক জিতেছেন। অনেক অভিনন্দন। " প্রসঙ্গত, এই নিয়ে টোকিও অলিম্পিকে ষষ্ঠ পদক জিতল ভারত। এই নিয়ে অলিম্পিকে কুস্তিতে দ্বিতীয় রুপো জিতল ভারত। এর আগে ২০১২-তে কুস্তিতে রুপো জিতেছিলেন সুশীল কুমার।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

টোকিও অলিম্পিকে এগোচ্ছেন ভারতের গল্ফার অদিতি

টোকিও, ৫ আগস্ট (হি.স.): টোকিও অলিম্পিকের গল্ফে এগোচ্ছেন ভারতের অদিতি অশোক। প্রথম রাউন্ডের পর দ্বিতিয় রাউন্ডেও যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থানে থেকে গল্ফ থেকে ভারতকে পদকের স্বপ্ন দেখাচ্ছিলেন অদিতি। বাকি রয়েছে দু''টি রাউন্ডের খেলা। শেষ পর্যন্ত নিজের ফর্ম ধরে রাখতে পারলে ভারতীয় গল্ফার হিসেবে অলিম্পিক্সে ইতিহাস গড়তে পারেন বছর ২৩ এর অদিতি। প্রথম রাউন্ডের শেষে অদিতি আমেরিকার নেলি কর্ডার সঙ্গে যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন। দ্বিতীয় রাউন্ডে ফাইভ আন্ডার ৬৬ স্কোর করে সার্বিকভাবে দ্বিতীয় স্থান ধরে রাখেন তিনি। এক্ষেত্রে ডেনমার্কের নানা ম্যাডসেন ও এমিলি পেডেরসেনের সঙ্গে একাসনে অবস্থান করছেন ভারতীয় তারকা। দুই ড্যানিশ গল্ফারের মতোই অদিতির স্কোর নাইন আন্ডার পার ১৩৩। নেলি কর্ডা দ্বিতীয় রাউন্ডের শেষে থার্টিন আন্ডার পার ১২৯ স্কোর করে এককভাবে এক নম্বরে রয়েছেন। এই ইভেন্টে ভারতের অপর গল্ফার দীক্ষা ডাগর দ্বিতীয় রাউন্ডের শেষে সার্বিক তালিকার ৫৩ নম্বরে রয়েছেন। তিনি দ্বিতীয় রাউন্ডে ওয়ান আন্ডার ৭২ স্কোর করেন। সার্বিকভাবে দু''টি রাউন্ডের শেষে দীক্ষার স্কোর সিক্স আন্ডার পার ১৪৮।-

সোনা জিতলে পেতেন আড়াই কোটি, টোকিওয় ব্রোঞ্জ জেতায় কমে দাঁড়াল মনপ্রীতদের আর্থিক পুরস্কার

চণ্ডীগড়, ৫ আগস্ট (হি.স.) : সোনা জিতলে পেতেন আড়াই কোটি টাকা করে। টোকিও অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ পদক জেতায় আর্থিক পুরস্কারের অঙ্ককমে দাঁড়াল মনপ্রীতদের।

টোকিও অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ জয়ের জন্য মোটা অঙ্কের আর্থিক পুরস্কার পেতে চলেছেন পঞ্জাবের হকি প্লেয়াররা। টোকিওয় জাতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা রাজ্যের হকি তারকাদের প্রত্যেকের জন্য ১ কোটি টাকা করে আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করে পঞ্জাব সরকার।

পঞ্জাবের ক্রীড়ামন্ত্রী রানা গুরমিত সিং সোধি বৃহস্পতিবার টুইট করে আর্থিক পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেন। তিনি লেখেন, "ভারতীয় হকির এই ঐতিহাসিক দিনে পঞ্জাবের প্রত্যেক খেলোয়াড়ের জন্য ১ কোটি টাকা করে আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করতে পেরে আমি উচ্ছ্বসিত। অলিম্পিক্সের যথাযোগ্য পদক জয়ের পর সেলিব্রেশনের জন্য তোমাদের ফিরে আসার অপেক্ষায় রয়েছি।" উল্লেখ্য, টোকিওর হকি দলে ক্যাপ্টেন মনপ্রীত-সহ পঞ্জাবের মোট ৮ জন খেলোয়াড় রয়েছেন। বাকিরা হলেন হরমনপ্রীত সিং, রুপিন্দর পাল সিং, হার্দিক সিং, শামশের সিং, দিলপ্রীত সিং, গুরজন্ত সিং ও মনদীপ সিং।

সোনায় স্বপ্নভঙ্গ, টোকিওতে ভারতকে গর্বের রুপো দিলেন কুস্তিগীর দীপক কুমার

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (হি.স.) : স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন গোটা দেশকে, তবে সেই স্বপ্ন পূরণ করতে পারলেন না কুস্তিগির রবি কুমার দাহিয়া। ৫৭ কেজিতে ফ্রি স্টাইলের ফাইনালে দুবারের ওয়ার্ল চ্যাম্পিয়ন রাশিয়ার উগুয়েভের কাছে হেরে গেলেন চূড়ান্ত লড়াইয়ে। রুপো জিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে তাঁকে।

স্টাইলে কুস্তিতে ৫৭ কেজি বিভাগে টানা দু''বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জাভুর উগুয়েভের বিরুদ্ধে হার মানলেন ৪-৭ পয়েন্টের ব্যবধানে। কিন্তু তাঁর এই লড়াই মনে রাখবে সারা দেশ। হেরেও তিনি গর্বিত করেছেন। যেভাবে তিনি সমানে লড়েছেন, তার জন্য সারা দেশ তাঁকে নিয়ে গর্ব করবে। ২৩ বছরের সোনপতের যুবক হেরেও জিতেছেন হৃদয়। কুস্তিতে এর আগে বুধবারই কাজাখস্তানের প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে জিতেছিলেন রবি। তবে ফাইনালের লড়াইটা তাঁর কাছে কঠিনই হবে, সবাই ধরে নিয়েছিল। বিরতিতে ২-৪ ব্যবধানে পিছিয়ে ছিলেন রবি।

২০১৮ ও ২০১৯ সালে ২ বার বিশ্ব খেতাব উঠেছিল জাভুরের হাতে। ৫৭ কেজি বিভাগে বেশ আক্রমণাত্মক কুস্তিগির হিসেবেই পরিচিত জাভুর। এখনও পর্যন্ত ২ কুস্তিগিরের মুখোমুখি মহারণ ১ বারই হয়েছিল। ২০১৯ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের সেই মঞ্চে রবিকে হারিয়ে শেষ হাসি হেসেছিলেন উগুয়েভ। ৬-৪ ব্যধানে জয় পেয়েছিলেন জাভুর। সোনা জিতেছিলেন তিনি। অন্যদিকে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন রবিকুমার।

ব্রোঞ্জ পদক হাতছাড়া কুস্তিগীর দীপক পুনিয়ার

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (হি.স.) : সান মারিনোর মাইলস নাজেম আমিনের কাছে ২-৪ ব্যবধানে হেরে ব্রোঞ্জ পদক হাতছাড়া করলেন দীপক পুনিয়া। প্রি-কোয়ার্টার ও কোয়ার্টার ফাইনাল বাউটে দাপুটে জয় তুলে নিয়েছিলেন তিনি। যদিও ছেলেদের ফ্রি-স্টাইল কুস্তির ৮৬ কেজি বিভাগের সেমিফাইনালে একতরফা হারতে হয়েছিল ভারতীয় কুস্তিগীরকে। সেই হারের ধাক্কা সামলে ব্রোঞ্জ মেডেল বাউটে ঘুরে দাঁড়াতে পারলেন না দীপক। ব্রোঞ্জ মেডেল বাউটের প্রথম পিরিয়ডে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন দীপক। বাউটের প্রথম পয়েন্ট সংগ্রহ করেন ভারতীয় তারকাই। দ্বিতীয় পিরিয়ডে সান মারিনোর কুস্তিগীর (২ ১) ৩ পয়েন্ট সংগ্রহ করেন। ফলে ২-৪ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়তে হয় দীপককে। শেষমেশ আর ব্যবধান মুছে ফেলতে পারেননি দীপক। ফলে এবারের মতো সম্ভাবনা জাগিয়েও টোকিও অলিম্পিক্স থেকে খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে ভারতীয় কুস্তিগীরকে। উল্লেখ্য, ৮৬ কেজি বিভাগের প্রথম বাউটে নাইজেরিয়ার একেরেকেমে অ্যাগিওমোরকে টেকনিক্যাল সুপিরিয়রিটির নিরিখে ১২-১ ব্যবধানে পরাজিত করেন দীপক। দীপক পদক জিততে ব্যর্থ হলেও ছেলেদের ফ্রি-স্টাইল কুস্তির ৫৭ কেজি বিভাগে রুপো জিতেছেন ভারতের রবি কুমার দাহিয়া।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 07/NIT/EE/PWD/AMP/2021-22. Dated: 29-07-2021.
Memo No:- F.TC-I (P-I)/EE/PWD/AMP/2039 - 381 dated, 29-07-2021.
Cost of Tender form: Rs. 1000 /- (Rupees One thousand) only
Last date and time for document downloading and bidding: 17-08-2021 upto 15.0() hrs.
Time and date for opening of bid: - 17-08-2021 at 16:00 hrs. if possible.

Sl No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion	Class of Bidder
1	DNIT No. 19/ NIT/SE-III/B/ 2021-22	₹.48, 54,326.00	₹.48, 543.00	06(six) months	Appropriate Class
2	DNIT No. 20/ NIT/SE-III/B/ 2021-22.	₹.28, 87,272.00	₹.28, 873.00	04(Four) months	

Tender can also be seen in the website https://tripuratenders.gov.in
All other necessary information can be seen in the Amarpur Division PWD(R&B) office in office hours.
For and on behalf of Governor of Tripura
(Er. S. Chakma)
Executive Engineer
Amarpur Division, PWD(R&B)
Amarpur, Gomati Tripura
ICA-C-1606/2021-22

NIT NO: e-PT- 12/EE/RD/MNUM/202 1-22, dt. 02-08-2021
The Executive Engineer, RD Manu Dkision, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 02:00 PM 23/08/2021 for 1 (One) no. of construction work (2" caii) (composite work) under Manu RD Block area (2 bid system). For details visit Website- https://tripuratenders.gov.in and contact at M- 9436124338. Any subsequent corrigendum will he available in the website only.
NO NEGOHAAHON WILL BE CONDUCEED WITH THE LOWEST BIDDER
For and on behalf of Governor of Thpura
Er. Binoy Kr. Jamatia
Exective Engineer
RD Manu Division, Dhalai
ICA-C-1614/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-26/EE/RDAD/2021-22 Dt. 03/08/2021 The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender in PWD Form No. 7 in two bid system from the eligible bidders up to 3.00 P.M. of 16/08/2021 for the following works:
(1) "Construction of School Building (three nos rooms) with GCI Sheet roofing over tubular truss at Taltala High School under Bamutia R D Block". ECV: Rs. 29,40,610.00
(2) "Construction of CC Road along with Retaining Wall from PWD Road to Manju Saha house at Ward No-4, Charipara GP under Dukli RD Block". ECV: Rs. 24,53,399.00
(3) "Repair & Maintenance of Directorate building of Tribal Welfare Department, Gurkhabasti, Agartala.SH/:- Providing AC Installation work thereof'. ECV: Rs. 1,39,909.00
(4) "Construction of Type —III Residential Quarter for Superintendent in the SC/ST Hostel at Katlamara HS School under RD Agartala Division/ SH:-Providing Internal Electrification work thereof". ECV: Rs. 42,000.00
(5) "Construction of School Building including Internal Electrification at Chechuria S B School of Mohanpur R D Block under jurisdiction of R D Mohanpur Sub Division"(3rd Call) . ECV: Rs. 31,73,928.00.
(6) "Construction of Health Sub Centre at Champabari ADC Village under Belbari R D Block" (2nd Call). ECV: Rs. 24,16,374.00
Bid shall be uploaded in two-bid system - (i) Technical bid and (ii) Financial bid. Technical bids shall be opened first and after completion of technical evaluation, price/financial bids in respect of technically acceptable offers only shall be opened. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum/Memorandum will be available in the website only.
Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala
ICA-C-1619/2021-22

No.F.93(379)-/ DSWE/ RC/2010(V-2)
Dated, Agartala,the,___/___/2021.
TENDER NOTICE
The Tripura State Child Protection Society invites Sealed e-Tenders under Two Bid System i.e. Technical Bid and Financial Bid from reputed, experienced and financially sound Companies/Firms/ Agencies for supplying of 220(Two Hundred and Twenty) number of manpower resources at locations in Directorate of SW & SE, District level offices and CCIs at various locations in Tripura under Child Protection Schemes (CPS) on the terms and conditions mentioned in the tender document.
e-Tender reference is No.F.93(379)-DSWE/RC/2010 and e-Tender ID is 2021-SWSED-21514-1. **Bids shall be received on e-tendering portal only.** Tender Documents can be downloaded from Tripura e- Procurement Portal https:/ tripuratenders.gov.in/ . Interested Bidders should enroll / register in the e-procurement module of Tripura e- Procurement Portal through the website: https://tripuratenders.gov.in/. Bidders should also possess a valid DSC for online submission of bids. Last date of submission of bid is 23/08/
Sd/- Illegible
Member Secretary
Tripura State Child Protection Society
(Director)
Social Welfare & Social Education
Tripura
ICA-C-1623/2021-22

NOTICE INVITING LIMITED e-TENDER
No.F.2/CPC/Homeo/Med/DHS/2020-21 Date: 03/08/2021
A Limited e Tender is hereby invited on behalf of the Director of Health Services, Govt, of Tripura from the Central Public Sector Undertakings(CPSUs) or State Public Sector Undertakings(SPSUs) or Pharmacies under the State Government and Co-operatives who have their own arrangement for manufacturing Homoeopathic Medicine with licenses issued under the Drugs Cosmetics Rules, 1945 for "Procurement of Homeopathic medicine".
The details of tender, list of items with indicative quantity and Tender Documents are made available on website (http://tripuratenders.gov.in). The lasl date/time of submission of the tender documents by online upto 16/08/2021 at 4.00pm **All future modification/corrigendum shall be made available in the e-procurement portal, So, bidders are requested to get the update themselves from the e- procurement web portal only.**
Sd/- Illegible
Director of Health Services
Govt. of Tripura, Agartala
ICA-C-1627/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 11/PNIeT/EE/PWD/SBM/DIV/2021-22 Dated- 30.07.2021.
The Executive Engineer, Sabroom Division PWD (R & B), Sabroom, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed Percentage rate e-tender from Central & State Public Sector undertaking / Enterprise and eligible Bidders / Firms /Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAA DC / MES / CPWD /Railway / Other State PWD up to 3.00 P.M. on 16/08/2021 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	DNIeT No: 26/NIT/SE-III/R/021-22.	Rs. 44,84,201.98	Rs. 44,842.00	03 (Three) months	Up to 15.00 Hrs on 16/08/2021	At 15.00Hrs on 17/08/2021	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNIeT No: 27/NIT/SE-III/R/021-22.	Rs. 49,65,426.78	Rs. 49654.00	03 (Three) months				
3	DNIeT No: 28/NIT/SE-III/R/021-22.	Rs. 67,94,138.88	Rs. 67,941.00	03 (Three) months				

For more details kindly visit: **https://tripuratenders.gov.in.**
Bid(s) shall be opened through online by respective bid openers on behalf of the Executive Engineer, Sabroom Division, PWD (R&B), Sabroom, South Tripura and the same shall be accessible by intending bidder through website https://tripuratenders.gov.in. However, intending bidders and other bidder may like to be present at the bid opening for any enquiry. Please contact by e-mail to eepwdsbm2015@amail.com.
Fcr and on behalf of the Governor of Tripura.
Executive Engineer
Sabroom Division, PWD(R&B)
Sabroom, South Tripura.
ICA-C-1611/2021-22

রাজ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট।। কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মনে করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে প্রথম রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরাকে দেশের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করতে হবে দফতরকে। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

আজ সচিবালয়ের ২ নং সভাকক্ষে প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনা-ওয়াটারশেড ডেভেলপমেন্ট কম্পোনেন্টের বিভিন্ন কর্মসূচির পর্যালোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় কৃষকদের আয় ২০২২ সালের মধ্যে দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার যে সমস্ত কর্মসূচি সাফল্যের সাথে রূপায়ণ করেছে তা প্রচারের আলোয় নিয়ে আসতে হবে। তবেই কৃষক কল্যাণে সরকার যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছে তা রাজ্যের জনগণের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হবে। তাঁর মতে, প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনা-ওয়াটারশেড ডেভেলপমেন্ট কম্পোনেন্টের মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র জল বিভাজিকা তৈরি করার ফলে কতজন কৃষক উপকৃত হয়েছেন

এবং কৃষি উৎপাদন বেড়েছে কিনা তা দফতরকে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।

তিনি বলেন, এই প্রকল্প শুরুর পূর্বে এবং প্রকল্পের রূপায়ণের পর বর্তমানে কৃষকদের আর্থিক অবস্থা কেমন উন্নত হয়েছে এবং পূর্বের তুলনায় উৎপাদন বেড়েছে কিনা তা তুলনামুলক বিশ্লেষণ করে এর সাফল্যের দিকগুলি কৃষকদের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন। পাশাপাশি এই প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষক কল্যাণে আগামীতে কী পরিকল্পনা রয়েছে সে বিষয়গুলিও রাজ্যের কৃষকদের সামনে তুলে ধরতে হবে। তাঁর বক্তব্য, কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়, প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধি প্রকল্পে কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান ইত্যাদি প্রকল্পগুলি রাজ্যব্যাপী প্রচারে নিয়ে যেতে হবে।

এদিন সভায় কৃষি দফতরের সচিব সিকে জমাতিয়া জানান, প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনার ওয়াটারশেড ডেভেলপমেন্ট কম্পোনেন্ট রূপায়ণে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দফতর একটি স্টেট লেভেল নোডাল এজেন্সি নির্বাচন করেছে। প্রধানমন্ত্রী কষি সিঞ্চাই যোজনা ওয়াটারশেড কম্পোনেন্ট রূপায়ণের মূল উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন জলাশয়ের সৃষ্টি, সেচের সম্ভাবনা বৃদ্ধির জন্য ভূগর্ভস্থ জলের রিচার্জ কাঠামো সৃষ্টি করা, জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, মাটির ক্ষয়রোধ এবং মাটির আর্দ্রতা বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই প্রকল্প শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ৬৫টি প্রকল্পে ২ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩৬৮ হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত ৩১টি প্রকল্পে ২ লক্ষ ১৩ হাজার হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ে বিদ্যুৎ যন্ত্রনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৫ আগস্ট।। খোয়াই জেলায় দুই দিন যাবত বিদ্যুৎ পরিসেবা বিপর্যস্ত। বিশেষ করে খোয়াইতে ২ দিন যাবত বিদ্যুতের সমস্যায় নাজেহাল খোয়াইয়ের জনসাধারণ। অভিভাবকহীন অবস্থা কাকে বলবে? কাকে জানাবে? সব থেকে ভয়ঙ্কর অবস্থা খোয়াই জেলা হাসপাতালের। বিদ্যুৎ বিহীন সিজারের রোগি সহ শিশু সবার দুরবস্থা। জল নেই, জীবনদায়ী ঔষধ, ভেকসিন সহ অন্য জিবন দায়ী ঔষধ গুলো আজ প্রশ্ন চিহ্নের মুখে। সামান্য ঝড়ে আজ বিদ্যুৎ পরিসেবা বিকল হয়ে আছে। বিদ্যুৎ নেই মানে খোয়াইতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে মোবাইল পরিসেবাও। দৈনন্দিন জরুরীকালীন কাজকর্ম ব্যহত হচ্ছে। স্থানীয় ছোট বড়ো ব্যবসায়ী যারা বিদ্যুতের উপর নির্ভর করেই ব্যবসা করেন তাদেরও সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এ নিয়ে নাজেহাল খোয়াইবাসী।

মশার লার্ভা ভক্ষণকারী মাছ ফেলা হল নালায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৫ আগস্ট।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে বিলোনিয়া মহাকুমার বিভিন্ন নালা-নর্দমায় মশার লার্ভা ভক্ষণকারী মাছ ফেলা হয়। এই কর্মসূচিতে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ সুব্রত দাস, ডিস্ট্রিক্ট ইমুনাইজেশন অফিসার ডঃ বিতান সেনগুপ্ত, ডিস্ট্রিক্ট লেপ্রোসি অফিসার ডঃ মনীষ চৌধুরী, ডিস্ট্রিক্ট ম্যালেরিয়া কনসালটেন্ট তাপস চন্দ্র পাল সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। এই বিষয়ে বলতে গিয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনীয়ায় বজ্রাঘাতে গুরুতর আহত কিশোরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৫ আগস্ট।। বিলোনিয়া এলাকায় নেতাজি সুভাষ নগর পঞ্চায়েত নিবাসী সুভাষ নগর এলাকার বাবুল পালের পুত্র রনি পাল। বৃহস্পতিবার বিকেলে- ১৫ বছর বয়সি রনি পালের শরীরে -আচমকা বজ্রপাতের ফলে গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে পড়ে রনি। সাথে সাথে এলাকাবাসীর তৎপরতায় নিয়ে আসা হয় বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে। কিন্তু চিকিৎসকরা ওর শারীরিক অবস্থা বেগতিক দেখে, উন্নত চিকিৎসার জন্য রেফার করে দেন গোমতী জেলা হাসপাতলে এবং শেষ খবর পাওয়া অবধি সেখান থেকেও স্থানান্তরিত করে নিয়ে যাওয়া হয় আগরতলা জিবি হাসপাতালে। বর্তমানে রনি পাল জিবি হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় রয়েছে বলে জানা যায়। প্রত্যেক দিনের মতো আজকে দুপুরের খাওয়া শেষ করে- একটুখানি বিনোদনের আশায়, বাড়িতে বসে টিভি দেখার ইচ্ছা জাগলে, নিজ হাতে টিভি কানেকশন দিতে গিয়ে আচমকা বজ্রপাতের ফলে সারা শরীরের গুরুতরভাবে ঝটকা লেগে যায় রনির। সাথে সাথে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে, পরিবার এবং এলাকার লোকজনেরা হতচকিত হয়ে দৌড়ঝাঁপ করে নিয়ে যায় বিলোনিয়া হাসপাতালে।

বাস্তুকারকে স্মারকলিপি দিল সিপিআইএমএল

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৫ আগস্ট।। উদয়পুর শহর ও শহরতলীতে দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত জনজীবনের মৌলিক সমস্যার স্থায়ীভাবে সমাধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার দাবিতে সি পি আই এম এল কার্যনির্বাহী বাস্তুকার, উদয়পুর পূর্ত দপ্তরে স্মারকলিপিপ্রদান করেন ।গোমতী জেলা সদর উদয়পুর একটি প্রাচীন শহর। এর তিনদিকে গোমতী নদী। এই শহরের রাস্তাঘাটের মূল নকশা রাজন্য আমলে তৈরী ।দশটি বড় জলাশয় এই শহরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেছে।

যার কারণে উদয়পুরকে লেক সিটি বলা হয় ।ঐতিহাসিকভাবে সম্প্রীতি ও সংস্কৃতির মিলন ক্ষেত্র উদয়পুর। শহরের চারিদিকে নদী, মরানদী ও সুখসাগর জলা হচ্ছে স্বাভাবিক জলনিকাশের পথ। যেগুলি আজ অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। অবৈজ্ঞানিকভাবে রেল স্টেশন ও রেলপথ নির্মাণের ফলে শষ্যভান্ডার সুখসাগরে চাষযোগ্য জমি আজ সারা বছর জলমগ্ন অবস্থায় অনাবাদি ও পতিত হয়ে পড়েছে।

শহর ও শহরতলীর জল নিষ্কাশিত হয় না এই সমস্যা নিরসনে কমপক্ষে আগামী পঞ্চাশ বছরের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য ও পরিকল্পনা নির্ধারণ করে উদয়পুর শহর ও শহরতলী এলাকার জল নিষ্কাশনে বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা তথা মাষ্টার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আবারও অজগর উদ্ধার তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৫ আগস্ট।। কয়েকদিন বাদে বাদে তেলিয়ামুড়া থেকে অজগর সাপ এলাকাবাসীরা কিংবা বন কর্মীরা উদ্ধারের পর ফের খোয়াই নদী তীরে অবস্থিত মহকুমা বাজার থেকে বৃহস্পতিবার বিকেলে অজগর সাপ উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া বনদপ্তর এর কর্মীরা। এই ঘটনায় গোটা তেলিয়ামুড়া বাজারে চাঞ্চল্য।

বাজার ব্যবসায়ী কথা অনুসারে জানা যায়, বৃহস্পতিবার বিকেলে তেলিয়ামুড়া থানার বিপরীত প্রান্তে একটি কাপড়ের গোডাউনে দরজার শার্টার খোলার সময় জনৈক ব্যাক্তি প্রত্যক্ষ করে একটি কী জানি বের হয়ে রয়েছে। সামনে গিয়ে দেখতে পাই অজগর সাপ অর্ধেক বের হয়ে রয়েছে। এই সাপ প্রত্যক্ষ করে জনৈক ব্যক্তি সহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকজন খবর পাঠায় তেলিয়ামুড়া বণদপ্তরে। তেলিয়ামুড়া বনদপ্তর থেকে বনকর্মীরা এসে অজগর সাপটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে বনদপ্তর কার্যালয়ে। এই সাপটি প্রায় ৭ থেকে ৮ ফুট লম্বা হবে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা যাচ্ছে।

তবে এত দিন ধরে তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন স্থানে যে অজগর সাপ উদ্ধার হতো তাতে করে বন কর্মীসহ তেলিয়ামুড়াবাসীরা মনে একটা উদ্যোগ নিয়েছিলো যে তেলিয়ামুড়া কোথাও না কোথাও বড় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মেয়ের ফলাফলের রিভিউর ব্যাপারে খোঁজ নিতে গিয়ে স্কুলেই আক্রান্ত বাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৫ আগস্ট।। শান্তিরবাজার মহকুমার লাউগাং এলাকায় সোনার টিলা উচ্চ বিদ্যালয়ে মাধ্যমিকের ফলাফলের রিভিউ সম্পর্কে কথা বলতেগিয়ে আক্রান্ত হলেন ছাত্রীর পিতা এমনটাই অভিযোগ। বুধবার রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্যদিয়ে জানিয়েদিয়েছেন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশে যাদের মনে প্রশ্ন জাগছে সকলে পুনরায় রিভিউর মাধ্যমে পরিক্ষার মূল্যায়ন করতে পারবে।

এই কথা জানার পর বৃহস্পতিবার শান্তির বাজার মহকুমার লাউগাং সোনার টিলা উচ্চ বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক পরিক্ষায় উক্তিন্ন হোওয়া ছাত্রী অনামিকা বরুয়া পিতা অজিত বরুয়াকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যালয়েছুটেযায় পরিক্ষার কাগজপত্র পুনরায় মুল্যায়নের জন্য। অনামিকা বরুয়া আশাবাদী সে মাধ্যমিকের বিজ্ঞান বিভাগে আরো ভালোফলাফল অর্জন করবে। এইবছরে মাধ্যমিকের ফলাফলে অনামিকা মোট ৪৪১ নাম্বার পেয়েছে।

অনামিকার পিতা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কথাবার্তা বললে বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক জানান বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক আজ বিদ্যালয়ে আসেননি। আগামীকাল আসলে কথাবলে সবকিছু জানাযাবে। অনামিকার পিতা অজিত বরুয়া বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে রুমথেকে বের হোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এলাকার একব্যক্তি অজিত বরুয়ার উপর আক্রমন শুরু করেবলে অভিযোগ।

অভিযোগের তীর এলাকার উপপ্রধান মানবেন্দ্র বরুয়ার দিকে। অজিত বরুয়ার অভিযোগ উপপ্রধান আক্রমন করে বিশ্রী ভাষায় গালী গালাজ শুরু করে। উপপ্রধান জানান অজিত বরুয়া বিদ্যালয়ের শান্তি শৃঙ্খলা নষ্টকরতে এসেছে এমনটাই অভিযোগ। উপপ্রধানের হাতে আক্রান্তহয়ে অজিত বরুয়া রক্তাক্ত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য শান্তির বাজার জেলা হাসাপাতালে ছুটে আসে। পরবর্তী সময় পরিবারের পক্ষথেকে শান্তির বাজার থানায় এক লিখিত মামলা দায়ের করাহবে বলে জানাযায়। এখন দেখার বিষয় এইঘটনার সুষ্ঠতদন্তে আরক্ষা প্রসাশন কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহনকরে।

কদমতলায় আরসিসি রাস্তার কাজে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৫ আগস্ট।। আরসিসি পাকা রাস্তার কাজে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিবাদে সোচ্চার এলাকাবাসী। নির্মীয়মান আরসিসির কাজ স্থগিত ।জেলা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ।পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানের আশ্বাসে পুনরায় রাস্তার কাজ শুরু।ঘটনা কদমতলা ব্লকাধীন কালাগাঙ্গের পার এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকাধীন কালাগাঙ্গের পার গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ডের আমতলা বাজার থেকে বিস্তর গ্রাম মোকাম পর্যন্ত ৪৮০ মিটার আরসিসি পাকা রাস্তার নির্মান কাজে হাত লাগায় সানীয় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ।চলতি অর্থবছরে ২৪ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে সানীয় এলাকাবাসীর স্বার্থে আরসিসি রাস্তার কাজ শুরু হয়। কিন্তু আরসিসি রাস্তার কাজ শুরু হবার সাথে সাথেই ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি চোখে পরে স্থানীয়দের। তারপর স্থানীয়রা নির্মীয়মান রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেন। তারপর চলতি মাসের ২ রা আগস্ট এই রাস্তার উপর অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ এনে উত্তর জেলার জেলা শাসকের নিকট লিখিত আকারে অভিযোগ করেন ও জেলাশাসকের হস্তক্ষেপ দাবি করেন আমতলা ও বিস্তর গ্রাম মোকামের জনগণ।

কিন্তু তারপরও স্থানীয় এলাকাবাসীর অভিযোগকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে পুনরায় আজ সকালে ওই রাস্তার কাজে হাত লাগায় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। তাতে স্থানীয় জনগণ ক্ষোভে ফেটে পড়েন ও রাস্তার কাজ পুনরায় বন্ধ করে দেন। স্থানীয় এলাকাবাসীর বক্তব্য, আমতলা বাজার থেকে বিস্তর গ্রাম ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রতননগরে তিপ্রা মথার সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৫ আগস্ট।। রাইমাভ্যালিতে বুধবার তিপ্রা মথার এক সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন রাইমাভ্যালির অন্তর্গত রতননগর এডিসি ভিলেজে তিপ্রা মথার কার্যকর্তা ও সমর্থকদের নিয়ে সাংগঠনিক সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। মূলত আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে এদিনের সভা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন এডিসি নির্বাচনী ক্ষেত্র ২৪ রাইমাভ্যালি কেন্দ্রের এমডিসি তথা ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের মৎস্য দপ্তরের কার্যনির্বাহী সদস্য রাজেশ ত্রিপুরা। তাছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হিরন্ময় ত্রিপুরা, ক্ষত্রজয় রিয়াং প্রমুখ। এদিনের সাংগঠনিক সভায় সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

দামছড়াকে করিডোর করে মিজোরামে সামগ্রী পাচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৫ আগস্ট।। অসম-মিজোরাম সীমা বিবাদের জেরে বর্তমানে মিজোরামে অবস্থানরত বরাক উপত্যকার হাজার হাজার ব্যাবসায়ী সহ অন্যান্য কাজে নিয়োজিতরা ।সে রাজ্যে কৃত্রিম দ্রব্য সংকটে চোখে শর্ষের ফুল দেখতে শুরু করেছেন জনগন ।অসমে চলা আর্থিক অবরোধের দরুন মিজোরামে বর্তমানে নিত্যপ্রয়োজনিয় সামগ্রীর আকাল পড়েছে ।মিজোরা নিজেদের খাদ্য ভাঁড়ার সহ আনুষাঙ্গিক জিনিষ পত্র ফুঁরিয়ে যাবার ভয়ে অমিজোদের কাছে পান বিড়ি সিগারেট ইত্যাদি পর্যন্ত বিক্রি করতে নারাজ।

পাশাপাশি বহিরাগতদের কাছে তাঁরা রেশনসামগ্রীও বিক্রি করছে না বলে অভিযোগ ।আজকের দিনে এমনটাই অভিযোগ বরাক উপত্যকার হাজার হাজার শ্রমিকদের ।এনিয়ে টেলিফোন যোগে মিজোরামের রাজধানী আইজলে থাকা একাংশ শ্রমিকদের প্রতিক্রিয়া জানতে গেলে তাঁরা তাদের দুর্দশার কথা তুলে ধরেন ।তারা বলেন,বর্তমান সময়ে দুই রাজ্যের সীমা বিবাদের জেরে সম্প্রতি অর্থনৈতিক অবরোধ চলায় সেই রাজ্যে প্রবল খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে ।আজকের দিনে মিজোরামের খোলা বাজারে রিফাইন তেল বিক্রি হচ্ছে লিটার প্রতি তিনশ থেকে সাড়ে তিনশ টাকায়।

একই ভাবে শেঠজী ইঞ্জিন তেল বিক্রি হচ্ছে চারশো থেকে সাড়ে চারশো টাকায় ।সাধারন চাল প্রতি কেজি পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা, রন্ধন গ্যাসের প্রতিটি ডমেষ্টিক সিলেন্ডারের দাম পড়ছে আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা করে ।অনুরুপ ভাবে অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনিয় সামগ্রীর দামও প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাঁড়ছে ।একিসাথে বহিরাগতদের কাছে তারা সামগ্রী বিক্রিও করছেন না ।একমাত্র মিজো মালিকদের দৌলতে অমিজোরা চড়া দামে সামগ্রী পাচ্ছেন ।মোদ্দা কথায় কল্পনাতীত ভাবে দাম বেড়েছে নিত্য পণ্যের ।ফলে উভয়েই চাইছেন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ার প্রত্যন্ত এলাকায় পানীয় জল ও বিদ্যুতের সংকট

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৫ আগস্ট।। প্রত্যন্ত এলাকার রিয়াং জনজাতি অংশের মানুষজনরা বিদ্যুৎ, পানীয় জল সহ সাধারন মৌলিক অধিকারের পরিষেব াগুলি থেকে আজও তারা বঞ্চিত। অথচ এডিসির ক্ষমতার মসনদে সরকার গঠন হলেও প্রত্যন্ত এলাকা গুলিতে অতি প্রয়োজনীয় উন্নয়ন গুলি বর্তমানে ও পৌঁছায়নি বলে অভিযোগ। অন্যদিকে রাজ্য সরকার জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে প্রত্যন্ত এলাকা গুলোর জনজাতি দের উন্নয়নের প্রসার ঘটানো। কিন্তু প্রশাসনের একাংশ আমলার বদান্যতার কারণে উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হচ্ছে প্রত্যন্ত এলাকা গুলোতে। এমনই এক বাস্তব চিত্র ক্যামেরা বন্দি হল কাঁকড়া ছড়া এডিসি ভিলেজের অলরামপাড়া এলাকায়। অল রামপাড়ার রিয়াং জনজাতি রা বর্তমানেও অধুনা উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত। অভিযোগ বর্তমানেও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন স্বরোজগারী মানসিকতা গড়ে উঠেছে, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট।। রাজ্যের যুব সম্পদায়ের মধ্যে এখন স্বরোজগারী মানসিকতা গড়ে উঠেছে। এর প্রক'ত প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় গত তিন বছরের ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের সাফল্যে। গত তিন বছরে বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম এক লাভজনক সংস্থায় পরিণত হওয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের তিন বছরের সাফল্য সম্পর্কিত পুস্তিকার আবরণ উন্মোচন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের বহুবিধ যুগান্তকারী পদক্ষেপের পাশাপাশি ত্রিপুরা চায়ের গুণগতমান বৃদ্ধি পাওয়ায় বহির্রাজ্যের নিলাম বাজারে সর্বোচ্চ ২৭৪ টাকা প্রতি কেজি দরে নিগমের চা পাতা বিক্রি হয়েছে। তিনি বলেন, এই করোনা অতিমারীর মধ্যেও নিগমের চা বাগানগুলির শ্রমিকদের মজরি বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে নিগম চা শ্রমিকদের নগদ মজরি ১০৫ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৩১ টাকা করে দিচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে ৫৪টি বড় চা বাগান রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে বেশ কিছু ক্ষুদ্র চা বাগান। এই চা শিল্পকে পাথেয় করে ক্ষুদ্র চা চাষীরাও আজ লাভজনক অবস্থায়ক রয়েছে। ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের সুসংগঠিত ব্যবস্থাপনার ফলে আজ বড়মাত্রায় ক্ষুদ্র চা চাষীরা লাভের মুখ দেখতে পাচ্ছেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম ত্রিপুরা চায়ের প্রচার ও প্রসারের জন্য নতুন লোগো, টি কর্নার চালু করা সহ আরও বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যা চা শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন গতি এনেছে। তিনি বলেন, রাজ্যে পর্যটনের বিকাশে সরকার গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। টি ট্যুরিজমের উন্নয়ন বা এই ক্ষেত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজ্য সরকার কর্ত'ক নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগের কলাও মুখ্যমন্ত্রী তার বক্তব্যে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, পর্যটন এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে মানুষের ভালো একটা রোজগারের সুযোগ রয়েছে। বর্তমান রাজ্য সরকার প্রাথমিক ক্ষেত্রের উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়েছে। এরমধ্যে চা অন্যতম একটি ক্ষেত্র। সরকার রাজ্যের চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে সচেষ্ট বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা চা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা বলেন, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ এবং মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণার ফলে করোনা অতিমারী পরিস্থিতিতেও ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে চা শিল্পকে লাভজনক অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্য নিগম সহ এর সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তিনি আরও বলেন, রাজ্যে বর্তমানে ১৮৩১টি ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের ত্রিপুরেশ্বরী চা বিক্রি করা হচ্ছে। পাশাপাশি তিনি বলেন, কোভিড অতিমারী পরিস্থিতিতেও ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চা উৎপাদন বেড়েছে। পাশাপাশি বৃদ্ধি পেয়েছে সার্বিক টার্নওভারও। স্বয়ম্ভরতার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম। তিনি বলেন, বাংলাদেশে ত্রিপুরার চা রপ্তানির জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি আশাবাদী ভবিষ্যতে ত্রিপুরার চা বাংলাদেশে রপ্তানি করা সম্ভব হবে।

ছাত্রছাত্রীদের উপর পুলিশের আক্রমণের প্রতিবাদে মিছিল এসএফআইয়ের। বৃহস্পতিবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।